বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯০ সংখ্যা | বৈশাখ ১২৯৬—মে ১৮৮৯ | ৩য় কল্প ৪র্থ ভাগ

নববর্ষ।

নীরবে ডুবিয়া গেল বর্ষ পুরাতন
অনন্ত কালের গর্ভে, ফিরিবেনা আর।
নিমেষ, পলক, দণ্ড, প্রহর, দিবস,
পক্ষ, মাস, ঋতু তার সহচর দল
কত বিধি বিধাতার করিল প্রচার,
সাধিলেক কত কাজ না হয় গণন।
সকলি কালের খেলা মহাকাল করে—
ডাকে সর্ব্ব জীব সবে সঁপিতে জীবন
জীবন-আধারে, ইচ্ছাস্রোতে
ভাসিবারে
তাঁর, পাইবারে নিত্য অমৃত জীবন।
কয়জন শুনিল সে ডাক, উঠে জাগি

হায় হায়! মহামোহ ঘুমে অচেতন
জাগিয়া না জাগে জীব, হয়ে অবি
আলস্য পাপের দাস—স্বহস্তে বিনা
আপনার প্রাণ—হত দণ্ড পল দি
হাজার হাজার, ফুরাইছে গণ
মৃত্যু মহা ঘটনাদে ফুরাইবে
কে আছ সুজ্ঞানী জাগ

নববর্ষ দিল পুনঃ নব অবসর
ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিয়া যেমন
সুরধুনী লয়ে পাছে হয়ে আ
ষাটিটী সহস্র পিতৃপুরুষে উ

চল জীব আগুসারি ব্রহ্মজয় ধ্বনি
করি,সময়ের স্রোত আসুক পশ্চাতে-
স্বর্গ মন্দাকিনী স্রোতে ভাসিবে
জীবন,
মৃত জীবনের ভস্ম পরশে তাহার,
শত দিব্য মূর্ত্তি ধরি উঠিবে জাগিয়া,
আপনি তরিবে, তরাইবে ত্রিসংসার।
নববর্ষ-শঙ্খধ্বনি কর মহোৎসাহে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একমনে একপ্রাণে,—
যাকৃ দূরে পুরাতন আলস্য জড়তা,
আসুক বিশ্বাস আশা উদ্যম অটল,
যাকৃ দূরে স্বার্থভাব বিষয় বন্ধন,
আসুক অন্তরে বিশ্ব হিতের কামনা।
যাকৃ দূরে ইন্দ্রিয় লালসা নীচভাব,
আসুক বৈরাগ্য ব্রত পবিত্র সাধনা।
যাকৃ দূরে হিংসা দ্বেষ ছল কপটতা,
জ্বলুক অন্তরে প্রেম পুণ্যের অনল,
যাকৃ ধনমান সুখ,অনিত্য বাসনা,
নিত্য ধনে অনুরাগ হউক প্রবল।
শুভ শঙ্খধ্বনি করে চল অবিরাম,
রক্তবীজ সম পাপ চিন্তা সুদুর্জ্জয়
নাশ হুহুঙ্কারে, কর কর শঙ্খনাদ।
শঙ্খনাদে দেবভাব উঠুক জাগিয়া
প্রাণ মাঝে, দেববলে হয়ে বলীয়ান্,
জীবন সংগ্রামে হও সিদ্ধ-মনোরথ,
বিজয় মুকুট শিরে শোভিবে অতুল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইংরাজ বাঙ্গালীর সম্মিলন—ত ২০এ এপ্রেল আমাদের সহৃদয় ছোট লাট বাহাদুর জাতীয় ভারত সভার ক হইয়া আপনার বেলবেডিয়ার রাজ-দে এক সান্ধ্যসমিতি আহ্বান তাহাতে অনেক গণ্য মান্য বিনী এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক না বন্ধু ভাবে মিলিত হইয়া দের সহিত আলাপাদি করেন। ষ্টিওয়ার্ট বেলী ও লেডী বেলীর তে সকলেই বিশেষ আপ্যায়িত হয়। এইরূপ মিলনে ইংরাজ উভয় জাতির বহু কল্যাণের

মরা মানুষ বাঁচা—সাপুরে একটী স্ত্রীলোকের ওলাউঠা হইয়াছিল, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে বলিয়া আত্মীয়েরা অন্তর্জলী করিয়া পরে তাহার দাহের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সে সচেতন হইয়া উঠে। সে মরে নাই, মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। প্রাণ থাকিতে কত লোককে দগ্ধ করা হয় এবং দানা পাইয়াছে বলিয়া জীবন্ত লোককে মারিয়া ফেলা হয়। মৃত্যুর পর অন্ততঃ ৫। ৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করা উচিত।

গগন বিহার—স্পেন্সার সাহেব

বাধাইয়াছেন, সহরশুদ্ধ লোক আবাল-বৃদ্ধবনিতা বেলুন বেলুন করিয়া পাগল হইয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা কাগজ ও কাপড়ের বেলুন উড়াইতেছে। গত ১০ই এপ্রেল বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক বাঙ্গালী স্পেন্সারের সহিত বেলুন আরোহণ করিয়া নির্বিঘ্নে ভূমিতলে অবতীর্ণ হন। এদেশে বাঙ্গালীর আকাশে উড়ার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। ইনি নিজের জন্ম একটী বেলুন ক্রয় করিয়াছেন। স্পেন্সার কয়েকবার নারিকেল ডাঙ্গা, কাশীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বেলুনে উড়িয়া সাধারণকে আমোদিত করেন, তন্মধ্যে গত চৈত্র সংক্রান্তির দিন কাশীপুরের প্রদর্শনী সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। প্রায় ১০ হাজার ফিট উপরে উঠিয়া তিনি একটী প্যারাসুট ছত্র হস্তে বেলুন হইতে লম্ফ প্রদান করেন। তীরবেগে ৩০০ ফিট নামিলে ছত্রটী খুলিয়া যায়, তখন তিনি ছত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে অতি চমৎকার ভাবে ভূতলে আসিয়া অবতীর্ণ হন।

বিধবাশ্রম—চারিদিকে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পুনাতে পণ্ডিতা রমাবাই আশ্রম করিয়াছেন। জলপাইগুড়ীতে এক মুন্সেফ ১০০ বিধবার সমাবেশ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আবার শুনিতে পাই, কৃষ্ণনগরে এইরূপ একটী আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। বিধবাদিগকে বিবাহ দেওয়া এই সকল আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তাহাদিগকে শিল্প ও বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া কাজের উপযুক্ত করাই উদ্দেশ্য। এরূপ আশ্রম চালান বড় কঠিন, সুব্যবস্থার সহিত কার্য্য হয়, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

সুরাটে অগ্নিকাণ্ড—এত বড় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের কথা অনেক কাল শুনা যায় নাই। সুরাটের ২৫ হাজার লোক গৃহহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথের কাঙাল হইয়াছে, প্রায় ১ কোটী টাকার দ্রব্য সামগ্রী ভস্মসাৎ হইয়াছে। নিরাশ্রয় লোকদিগের সাহায্যের জন্য দাতব্য ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বরদার গুইকুমার ৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোক চাঁদা দিয়াছেন। সার মানকজী পেটিট দাতব্য ফণ্ডের পক্ষ হইতে প্রত্যেক বিপন্ন ব্যক্তিকে ৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য দান করিয়াছেন। এ প্রদেশ হইতে চাঁদা তোলা আবশ্যক।

দান—(১) বোম্বাইয়ের এক ধনী লোক তত্রত্য গ্রাণ্ট মেডিকাল হাঁসপাতালে স্ত্রীলোকদিগের জন্য ঔষধালয় স্থাপনার্থ ১০ হাজার টাকা এবং জিজিভাই হাঁসপাতালে ওলাউঠা রোগী রাখিবার সুব্যবস্থার জন্য ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (২) লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ভাগলপুরের অন্যতম জমীদার বাবু হরিমোহন ঠাকুর ১০০০ ও বেতিয়ার মহারাজা ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

নূতন রেজিষ্ট্রার—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ টান সাহেব ২ বৎসরের

ন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার পি, কে, রায় ২॥ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত এই কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সুন্দর মেলা—পৃথিবীর নানা স্থানে সুন্দরী মেলা হইতেছে দেখিয়া জর্ম্মণিতে এক সুন্দর মেলা বসিয়াছে। ভাল গোঁপ, বড় নাক ও উত্তম টাকওয়ালা লোক সুন্দর শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সুন্দরীরা সুন্দররাজ নির্ব্বাচন করিবেন।

আমেরিকার নূতন প্রেসিডেণ্ট—প্রেসিডেণ্ট হারিসন অতি ঈশ্বরপরায়ণ লোক। যুক্তরাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ কালে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন :—

"সাধারণ গুরুতর কর্ত্তব্য ভার বহনের সময় মানুষ অনন্যসহায় হইয়া পড়ে। কিন্তু একজন আছেন যিনি নির্জ্জন মন্ত্রগৃহে সাহায্য প্রেরণ করেন। আমি সেই জ্ঞানময়ের অমোঘ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া নিরাপদে চলিব, এই আমার ভরসা।"

আদর্শ বঙ্গরমণী। *

পুরুষ ও প্রকৃতি, এই উভয়ের মিলনে সৃষ্টি, এইরূপ কথিত আছে। এই "হরগৌরী" মিলনের উপরে সমাজেরও অস্তিত্ব নির্ভর করে। রমণী সমাজে শক্তিরূপিণী ; সমাজ জীবন এই শক্তির দ্বারাই রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। রমণীর শরীর, মন ও জীবনের উপর সমাজের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং স্ত্রীজাতির আদর্শ যত উন্নত হয়, ততই মঙ্গল।

জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যতই হীনতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দিই না কেন, আমাদের কল্পনা প্রায়ই উচ্চতর রাজ্যে ভ্রমণ করে। আমরা প্রত্যেক বিষয়েরই আদর্শ গঠিত করিয়া রাখি। সে আদর্শ লাভ করা জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। আকাশের সীমান্ত রেখার ন্যায় যতই তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই তাহা দূরে পলায়ন করে।

সকল জাতির আদর্শ সকল বিষয়ে সমান নহে। কাব্যে, সাহিত্যে এবং সামাজিক জীবনে প্রত্যেক জাতির আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। যে জাতি নারীর আদর্শ যত উচ্চরূপে ভাবিতে পারিয়াছে, সে জাতি তত উন্নত,—সে জাতির জীবনে তত পবিত্রতা এবং

* বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার কর্তৃক লিখিত এবং পারিতোষিক রচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।

আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইয়াছে। সভ্যজাতি সমূহের সাহিত্য তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। নারীচরিত্রের উৎকর্ষ চিত্রণেই কবির কবিত্ব; যিনি ইহার স্বর্গীয় আদর্শ কল্পনার শিল্প তুলিকায় সর্ব্বোত্তমরূপে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কবিশ্রেষ্ঠ। যে দেশে রমণীর সদ্‌গুণ-সমূহ পূজা এবং আদর পাইয়াছে, যে জাতি নারীকে উপযুক্ত সম্মান দিতে শিখিয়াছে, সেই দেশ এবং সেই জাতি ধন্য!

পুরুষ জ্ঞান, রমণী ভক্তি; জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়ের মিলন না হইলে মানব সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় না। রমণী প্রেমরূপিণী হইয়া সমাজ রক্ষা ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। প্রেমের শিক্ষা দিবার জন্যই রমণী সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। রমণীর যে আদর্শ, তাহাতে এই প্রেমের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রমণীর স্বাভাবিক আদর্শ কত কত জনসমাজে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বঙ্গদেশে স্ত্রী-জাতি অতি ঘৃণিত, অপমানিত এবং পদ-দলিত। ভারতীয় কাব্যে ও সাহিত্য যে উচ্চ উচ্চ আদর্শের অভাব, তাহা নহে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সে আদর্শভাব তত সম্মানিত হয় নাই। এখানে রমণী গৃহ ধর্ম্মের অত্যাবশ্যক বস্তু। গৃহিণী না থাকিলে গৃহ "গৃহ" নামের উপযুক্ত নয়, এই রমণীর যাহা কিছু আদর। এ সমাজে স্ত্রীজাতি দাসী ও বিলাস ভোগের সহচরী মাত্র। পুরুষের উপকার, তৃপ্তি সাধন এবং গৃহকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই যেন রমণীর জন্ম হয়। এদেশে নারী সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে। কৈশোরে পিতা বা অভিভাবক আত্মীয়ের, যৌবনে স্বামীর, ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকাই এ দেশে নারীর প্রকৃতি। বিলাস-সামগ্রী ও সুখের উপকরণ হইয়া গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে এবং উপযুক্ত রূপে সন্তান পালন করিতে সক্ষম হইলেই বঙ্গরমণী আপনার জীবন সার্থক মনে করেন। সুখ ও সাংসারিক সম্পদ লাভ করিতে পারিলেই তিনি ধন্য হন। তাঁহার জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য কোথায়?

রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক—সকল প্রকার অধীনতার মধ্যে যুগ যুগান্তর থাকিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন অবসন্ন ও নিস্তেজ। কুলাচার, দেশাচার, প্রথা, শাস্ত্র, গুরুর উপদেশ, রাজবিধি এই সকল ক্ষমতা বাঙ্গালীর চরিত্র গঠিত করিতেছে। স্বাধীন চিন্তা নাই বলিলেই হয়। শত সুবিধা সত্ত্বেও পুরুষ নির্জ্জীব,—রমণীর ত কথাই নাই। অধীনতার উপর অধীনতা। বঙ্গদেশের নারী জীবন যেন কলের পুতুলের মত; আত্মদৃষ্টি ও স্বাধীন চিন্তা যেন তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত।

বঙ্গ কবিগণের মধ্যে আদর্শ নারী চরিত্র প্রায়ই কেহ চিত্রিত করিতে পারেন নাই। বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের ত কথাই নাই; তাঁহারা রমণীর শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা এবং ভোগ বিলাসের ছবি অঙ্কনেই একাগ্র। প্রেম তাঁহাদের নিকট যেন শারীরিক একটা ভাব ছিল, বলিয়াই বোধ হয়। উচ্চ, পবিত্র কল্পনা, অতৃপ্ত অনন্তের বাসনা, নারীর প্রেম ও স্বার্থত্যাগের উপাসনা,—এ সমস্ত ভাব তখন বোধ হয় মূলেই প্রস্ফুটিত হয় নাই। আজকাল সুসভ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোকে বঙ্গীয় কাব্য কাননে অনেক উচ্চ দরের ফুল ফুটিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নিকট হইতে আমাদের প্রাচীন সময়ের নারীপূজা ফিরিয়া পাইতেছি। তাঁহাদের আদর্শ হইতেই আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শ গঠিত করিয়া লইতেছি।

সৌন্দর্য্যের পিপাসা মানবের প্রকৃতিগত। সৌন্দর্য্যের জয় সর্ব্বত্র। সুন্দরের উপাসনার জন্য মানুষের প্রাণ ব্যগ্র। সে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত সৌন্দর্য্যের জন্য ছুটিয়া বেড়ায়। রমণী সেই সৌন্দর্য্যের বাহ্যিক প্রতিমূর্ত্তি। রমণীর রূপ, গুণ প্রেম, পবিত্রতা ও স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে মানুষ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের আদর্শ অনেকটা স্ত্রীজাতিতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য প্রেমের জন্মস্থিত। প্রেম বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক। সৌন্দর্য্যে প্রীতিই প্রেম। নারীর আদর্শ প্রতিমা প্রেম এবং পবিত্রতা-অলঙ্কারে ভূষিত।

জনসমাজে যত সম্বন্ধ আছে, রমণী সে সকলের প্রাণ। নারীর প্রেম পাত্র বিশেষে বিভিন্ন আকার ও নাম ধারণ করিয়া থাকে। মাতার অনুপম স্নেহ, ভার্য্যার বিশুদ্ধ প্রেম, ভগিনীর অকৃত্রিম আদর,—এ তিনের অপেক্ষা পৃথিবীতে মধুরতর আর কি আছে? রমণী সংসারের বন্ধন রজ্জু।

সকল অবস্থাতে রমণী গৃহে এবং সমাজে আনন্দ ও স্নেহ বিকীর্ণ করেন। বাঙ্গালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন অত্যন্ত দৃঢ়। সমাজ ও পরিবার ছাড়িয়া বাঙ্গালীর আর অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। সংসারে সুখী হইতে হইবে, এই সংকল্পই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র; সুতরাং পারিবারিক সুখ লাভের সকল প্রকার উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন।

বঙ্গরমণী শৈশবে জনক জননীর স্নেহ যত্ন এবং সহোদরের আদরের মধ্যে প্রতিপালিত হন। তাঁহার সুস্থ ও সবল দেহ, সরল স্নিগ্ধ ধারণা, অর্দ্ধোন্মেষিত স্নেহকলিকা সকলের হৃদয় মন স্নিগ্ধ করিবে। ক্রীড়ার মধ্যেও তাঁহার কমনীয়তা, ধৈর্য্য এবং শান্তভাবের পরিচয় থাকিবে, যাহাতে ভবিষ্যতে গৃহকর্ম্মের ভার সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, এইরূপ খেলাই বঙ্গ বালিকার বেশী প্রিয়। সেই সামান্য খেলার ভিতর দিয়াও মাতা সন্ততিকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

কৈশোরে বঙ্গবালা গৃহকর্ম্মে জননীর সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। পিতা ও মাতার আজ্ঞাবহ হইয়া, সকলের নিকট বিনীত হইয়া বালিকা সকলের নিকট স্নেহ ও আদর প্রাপ্ত হইবেন। শশিকলা যেমন দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া লোক-লোচনের আনন্দ উৎপাদন করে, আদর্শ বালিকাও তেমনি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকের আনন্দের কারণ হইয়া উঠিবেন; তাঁহার সদ্গুণ জ্যোৎস্না অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। তাঁহার প্রফুল্লতা, ফুলের নীরব হাসির ন্যায়, অলক্ষিতভাবে চারিদিকের শোক তাপ বিদূরিত করিবে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ বঙ্গবালা জ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করিবেন। এদেশের স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য এখন অনেক প্রকার সদুপায় অবলম্বিত হইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোক এমন আছেন, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন। বালিকাগণও বালকদিগের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে। বুদ্ধি ও মেধা স্ত্রী বা পুরুষভেদে ভিন্ন হয় না। ব্যক্তি বিশেষ যে বিশেষরূপে বুদ্ধিমান, ও মেধাবান হয়, তাহা নিয়ত চর্চ্চার গুণে। যে বংশে বুদ্ধির অধিক চর্চ্চা হইয়াছে, সে বংশের সন্তান বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। আমাদের দেশে নারীজাতির বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা প্রায়ই হয় নাই; আজীবন পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের চিন্তা করিবার শক্তি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। এখন বঙ্গনারীর কোমল হৃদয় ব্যতীত আর কিছুই শ্লাঘার বিষয় নাই। মানবের যত প্রকার ক্ষমতা আছে, সকল গুলিরই উৎকর্ষ সাধন এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলে তবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়। নারীপ্রকৃতি যে অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে, স্বাধীন চিন্তার অভাবে নারীজীবন যে বদ্ধ জলাশয়ের মত নিশ্চল এবং বিবিধ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। জ্ঞানের আলোক যেখানে থাকে না, সেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কলহ ও অশান্তি পূর্ণভাবে রাজত্ব করিতে পায়। যিনি বঙ্গরমণীকুলের আদর্শস্বরূপা হইবেন, তিনি আপনার প্রবৃত্তি এবং শক্তি সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবেন। হৃদয় মনের যত সাধু বৃত্তি আছে, সকলেরই চর্চ্চা করিবেন। বুদ্ধিকে পুরুষপ্রকৃতির অঙ্গ বলিয়া মনে করিবেন না। যতদূর সম্ভব সুশিক্ষিতা হইয়া তিনি গৃহ পরিবারে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস বামাগণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তৃত হইলে এ সমাজের অধিকাংশ কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অত্যাচার অন্তর্হিত হইবে। আদর্শ বঙ্গরমণী জ্ঞানকে মস্তিকে ধারণ করিয়া হৃদয়ে নারীজনোচিত করুণা ও প্রেম বহন

করিবেন। শরীরের স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তি সমূহের উপযুক্ত চর্চা, হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন, সকলই তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

বঙ্গসমাজে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার উপর লোকের তত আস্থা এবং আগ্রহ নাই। বহুশতাব্দী ধরিয়া স্ত্রী জাতির উপর অপরাজিতভাবে প্রভুত্ব করিতে পাইয়া পুরুষজাতি এখন সে প্রভুত্বের সুখ এবং সুবিধা হারাইতে বড়ই অনিচ্ছুক। সুতরাং দেশ-প্রচলিত অন্যায় অধিকারকে তাঁহারা স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। রমণী প্রকৃতি বশতঃই পুরুষের শক্তির উপরে নির্ভর করেন, এবং এরূপ অধীন না হইলে সমাজ চলে না, স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষে ইহা এক প্রবল যুক্তি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতির স্রোতে আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এ অস্বাভাবিক যুক্তি ভাসিয়া গিয়াছে, সে সকল জাতির মধ্যে রমণী আপনার স্বাভাবিক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ লোকস্থিতি ভঙ্গ হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে স্ত্রী স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতা না থাকিলে শিক্ষা লাভ কিরূপে হইবে? জগতের বিবিধ পদার্থ এবং দৃশ্য সমূহ না দেখিয়া বেড়াইলে মন প্রশস্ত হইবে কিরূপে? শরীরের বিবিধ ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে না। শুধু পুস্তকের জ্ঞান যথেষ্ট নহে।

আদর্শ রমণী অন্তঃপুরের কারাগারে চিরবদ্ধ থাকিবেন না। বাসগৃহের চতুঃপার্শ্ববর্তী দেওয়ালগুলিতেই তাঁহার বিচরণ শেষ হইবে না। তিনি মুক্তশৃঙ্খল বিহঙ্গিনীর ন্যায় সংসারে ও সমাজে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞান ও প্রেম বিস্তার করিবেন। যখন বিদ্যাশিক্ষায় একান্তভাবে নিযুক্ত থাকিয়া বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে, তখন তাঁহার আত্মজীবনের মূল্য এবং উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে, আত্মীয় স্বজনের সদুপদেশে এবং আত্ম চিন্তার সাহায্যে তখন তাঁহার জীবনের গতি নির্ণীত হইবে। তিনি পরজীবনে সেই লক্ষ্য সাধনে নিরত থাকিবেন। সেই মূলভাবই জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ নারীর জীবনে একটা বিশেষ সাধু লক্ষ্য নাই। অবস্থা ভেদে চিন্তার গতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু আদর্শ রমণী আপনার জীবনের লক্ষ্য এবং মহত্ত্ব স্থির করিয়া লইবেন, এবং তদনুসারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এক এবং মহান্, উদ্যম অক্লান্ত, এবং অধ্যবসায় অটল থাকিবে।

বাল্যবিবাহ সমাজের বিষম অনিষ্টের

বহু। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উপরে ইহার বিশেষ ক্রিয়া। ইহাতে নারীগণের শরীর,মন উভয়ই হীনাবস্থ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। অকাল বার্দ্ধক্য, অবসাদ, শিক্ষার শেষ,প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট বাল্যবিবাহের পদচিহ্ন নিয়ত অনুসরণ করে। ইহাতে নৈতিক অবনতিও বড় অল্প হয় না। অপ্রাপ্তবয়সে যৌবনোদয় ইহারই অন্ত-তম ফল। অকালে সন্তানের প্রসূতি হইয়া সন্তান পালন করিতে বাধ্য হওয়া, তাহাও বাল্যবিবাহের গুণে। আবার অপর দিকে স্ত্রীশিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে বাল্যবিবাহ একেবারেই রহিত করিয়া দিতে হয়। দশ বা দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সামান্ত স্কুল স্কুল পাঠ শিক্ষা করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই শিক্ষা হয় না। জ্ঞান এত সহজে করতলস্থ হয় না। সরস্বতী এত অল্প তপস্তায়, বালিকার ক্রীড়ায় প্রসন্ন হন না। জ্ঞানা-র্জ্জনে গাঢ় মনোনিবেশ এবং দীর্ঘ অধ্য-বসায় না থাকিলে কিছুই হয় না। "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।" কোন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন যে যদি জ্ঞানের প্রস্র-বণে বারি পান করিয়া পিপাসা নিবা-রণ করিতে চাও, তাহা হইলে খুব বেশী করিয়া পান কর; নতুবা সে পবিত্র জল স্পর্শ করিও না! এই বঙ্গসমাজে, প্রায় সকল স্থলে, স্ত্রীশিক্ষা "সখের" জিনিষ মাত্র; কর্ত্তব্য বলিয়া আজও পিতা মাতার বিশ্বাস হয় নাই। আদর্শ রমণী শিক্ষাকে জীবনের চিরন্তন কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিবেন। সুতরাং কৈশোর কাল অতিক্রান্ত না হইতে হইতেই বিদ্যাশিক্ষা হইতে তিনি বিরত হইবেন না। জ্ঞান-ব্রত কখনও এত শীঘ্র উদ্-যাপন হয় না।

পুষ্পবৃক্ষ বসন্তকালে নব পল্লব ও ফুলফলে শোভিত হইলে যেরূপ আনন্দ-জনক হয়, যৌবনে রমণীও তেমনই আনন্দরূপিণী। এই সময়ে তাঁহার হৃদয় মনের বৃত্তিগুলি বিকশিত ও পরি-পুষ্ট হইতে থাকে। মধুরতা ও কোম-লতা রমণীর ভূষণ। বিনয়, লজ্জা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, এ গুলি নারীচরিত্রেই সমধিক শোভা পায়। আদর্শ বঙ্গবালা এই সমস্ত সদ্‌গুণ কুসুমে বিভূষিত হই-বেন। তাঁহার অন্ত অলঙ্কারের প্রয়ো-জন নাই। স্বভাব-সুন্দর চরিত্র সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধ্বীলা রমণী পার্থিব ধন এবং বিলাস সম্পদ অপেক্ষা চরিত্রকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিবেন।

(ক্রমশঃ)

কুমারী ম্যানিঙের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

ভারত হিতৈষিণী ইংরাজ মহিলা কুমারী ম্যানিঙের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমরা গত ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছি। এই সংখ্যায় আমরা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রকটিত করিব।

কুমারী ম্যানিঙের সম্পূর্ণ নাম এলিজাবেথ্ এডিলেড্ ম্যানিঙ্। ইনি ১৮৩৪ সালে লণ্ডন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা একজন খ্যাত-নামা উকীল ছিলেন। ইহাঁর মাতাও একজন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি চিত্র বিদ্যা ও সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন। কুমারী ম্যানিঙের পিতা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। পিতা মাতা আপনাদিগের নিকটে রাখিয়া সন্তান সন্ততিদিগকে শিক্ষা দিলে তাহারা বিদ্যালয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার এই মত ছিল। তিনি এই মতানুসারে কার্য্যও করিতেন—কুমারী ম্যানিঙ্ ও তাঁহার ভগ্নীদিগকে বাটীতে রাখিয়াই তিনি বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মিষ্টার ম্যানিঙ দেশ পর্য্যটন করিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং যখনই ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখনই কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যখন কুমারী ম্যানিঙ্ যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কুমারী ম্যানিঙের বিমাতা অতি বিদ্যাবতী মহিলা ছিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বেই "Life in Anceint India" অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবাসীর আচার ব্যবহার ও জীবন যাপন প্রণালী সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কুমারী ম্যানিঙের পিতার সহিত বিবাহ হইবার পর, তাঁহার সাহায্যে তিনি ঐ গ্রন্থ "প্রাচীন ও মধ্যকালের ভারতবর্ষ" (Anceint and Medieval India) নাম দিয়া বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৬৬ সালে ম্যানিঙ্ সাহেবের মৃত্যু হয়।

বিমাতাকে কুমারী ম্যানিঙ প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন এবং তিনিও তাঁহাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন। এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের জন্ত যে প্রধান কালেজ আছে, তাহাকে গার্টন্ কালেজ বলিয়া থাকে। উহার সংস্থাপয়িত্রী কুমারী এমিলি ডেবিজ। তাঁহার সহিত বিবি ম্যানিঙের ও কুমারী ম্যানিঙের পরিচয় ছিল। ইহাঁরা কুমারী ডেবিজকে উক্ত কালেজ সংস্থাপনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কুমারী ম্যানিঙ সেই অবধি গার্টন কালে-

জের প্রধান উদ্যোগিনীদিগের মধ্যে একজন বলিয়া পরিচিত। উক্ত কালেজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যপদে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া তিনি বহুকাল উহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও সহায়তা করিয়াছিলেন। কিণ্ডার গার্টেন্ শিক্ষা প্রণালী নামে এক প্রকার সরল ও আমোদজনক শিশু শিক্ষা প্রণালী জার্ম্মেণীতে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। কুমারী ম্যানিঙ ঐ প্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। ইনি শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়া ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জনদিগের সমাজে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সামাজিক অনেক সদনুষ্ঠানে কুমারী ম্যানিঙের যত্ন ও চেষ্টার ফল ফলিয়াছে এবং অনেকগুলি পরোপকারজনক কার্য্যে প্রাণ মনের সহিত যোগ দিয়া ইনি আপনাকে ধন্য করিয়াছেন।

যখন তাঁহার বিমাতা "প্রাচীন ও মধ্য সময়ের ভারতবর্ষ" নামক পুস্তক রচনা করেন, তখন ভারতবর্ষের প্রতি কুমারী ম্যানিঙের মন প্রথম আকৃষ্ট হয় এবং সেই সময় হইতে তিনি ভারতবাসীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব অবগত হইতে এবং তাঁহাদিগের হিতসাধন জন্য চেষ্টিত হইতে উন্মুখী হয়েন। ১৮৭০ সালে যখন স্বর্গলোকগত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার সহিত কুমারী ম্যানিঙের পরিচয় হয়। কুমারী কার্পেণ্টার ও বাবু কেশবচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কুমারী ম্যানিঙ লণ্ডন নগরে ব্রিষ্টল নগরস্থ জাতীয় ভারতবর্ষীয় সভার একটী শাখা সভা সংস্থাপন করেন। যে সকল ভারতবর্ষীয় যুবক ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগের বাসের সুবিধা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮৭৭ সালে কুমারী কার্পেণ্টারের মৃত্যু হইলে ব্রিষ্টল নগরে যে সভা ছিল তাহা কুমারী ম্যানিঙের প্রতিষ্ঠিত লণ্ডন নগরস্থ সভার সহিত মিলিত হইয়া যায়, এবং তিনিই উহার অবৈতনিক সম্পাদিকা নিযুক্তা হয়েন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত কুমারী ম্যানিঙ্ ভারত হিতকরী এই সভার কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্য্যেই তিনি এখন তাঁহার অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। এই সভা যে যে কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে। (১) ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতবর্ষীয় শিক্ষার্থী যুবকদিগের তত্ত্বাবধান, (২) তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজন মতে সাহায্য দান, (৩) যে সকল ভারতবর্ষীয় বয়স্ক ভদ্র লোক ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা এবং আবশ্যক মতে সাহায্য

করা, (৪) "ইণ্ডিয়ান মেগাজিন" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ইংরাজদিগের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিস্তার করা, (৫) অভিজ্ঞ লোক দ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করান, (৬) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যিনি যাহা জানিতে চাহেন তাহা তাঁহাকে জানান, (৭) ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার জন্ম যথেষ্ট সাহায্য করা, (৮) ভারতবর্ষস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্ম উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করা, (৯) ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় পুরুষ রমণীদিগের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন করা। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ইহার শাখা সকল আছে।

উদ্ভিজ্জীয় বায়ুমান যন্ত্র।

বায়ুমান যন্ত্রের কথা অবশ্যই পাঠিকা শুনিয়াছেন। উহা দ্বারা আকাশের অবস্থা বা আব্হাওয়ার প্রকৃতি অবগত হইতে পারা যায়। এরূপ কতকগুলি বৃক্ষ লতা আছে, যাহারা স্বভাবতঃ বায়ুমান যন্ত্রের কার্য্য করে। সাইবিরিয়া প্রদেশে (Sow-thistle) নামক এক জাতীয় বন্য গাছ দেখা যায় তাহার পাতা গুলি যদি রাত্রি কালে মুদিত হয়, তাহা হইলে তৎপর দিন আকাশ পরিষ্কার থাকে; আর যদি পাতা গুলি খোলা থাকে, তাহা হইলে পরদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং বৃষ্টি হয়। আফ্রিকায় এক জাতীয় গাঁদা ফুলের গাছ আছে, উহার ফুলের পাপড়ি গুলি যদি কোন দিন প্রাতে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহাহইলে সে দিন বৈকালে বা তৎপূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া থাকে। Bind-weed নামে এক প্রকার ছোট ফুলের গাছ আছে, উহাও আকাশের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। দুই বৎসর পূর্ব্বে বিয়েনা নগরে একটী পুষ্প প্রদর্শনী হয়, তাহাতে এক জন উদ্ভিজ্জ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনীত একটী চারা গাছ প্রদর্শন করেন। ঐ গাছ লজ্জাবতী লতা জাতীয়। উহার আশ্চর্য্য গুণ এই যে আব্হাওয়ার পরিবর্ত্তন ইহার সাহায্যে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মেঘশূন্য আকাশ, ঝড় ও বৃষ্টি ইহার প্রকৃতি দেখিয়া ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভূমিকম্প হইবার পূর্ব্বেও এই গাছে এক প্রকার বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে যখন এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে বিশ্বাস করেন নাই। পরে ইয়োরোপের কয়েক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিলিত হইয়া ছয় মাস কাল এই গাছের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সম্প্রতি বলিয়া-

ছেন যে ইহাকে উদ্ভিজ্জীয় বায়ু পরিমাপক যন্ত্র নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যিনি এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে এই বৃক্ষের সাহায্যে ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে আব্‌হাওয়ার অবস্থা ইয়োরোপের সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে এই গাছ জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে ইয়োরোপে অনেকে ঐ গাছ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনাইয়া স্ব স্ব উদ্যানে রোপণ করিবার বাসনা করিতেছেন।

কার্লাইলের পত্নী।

টমাস্ কার্লাইল্ বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন ভুবন-বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার। প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, অপরিমেয় সত্যানুসন্ধিৎসা, গভীর আধ্যাত্মিকতা, এবং অবিচলিত ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য কার্লাইল পৃথিবী-পূজিত। কিন্তু দোষশূন্য মানুষ নাই। কার্লাইলের চরিত্রের এই একটী মহা দোষ ছিল যে তিনি তাঁহার পত্নীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার পত্নীর নাম জেন্ ওয়েলস্, ইনি স্কটলেণ্ডের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা। যৌবন কালে ইনি অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও সুন্দরী ছিলেন। কার্লাইলের সহিত ইহাঁর যখন পরিচয় হয়, তখন কার্লাইল সামান্য শিক্ষকের কার্য্য করিতেন, কিন্তু জেন্ ওয়েলস্ কার্লাইলের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার প্রতিভার গভীরতা উপলব্ধি করেন, এবং তিনি রূপ, ধন ও পদগৌরব বর্জ্জিত হইলেও, কেবল তাঁহার প্রতিভায় মোহিত হইয়া এবং সেই প্রতিভা যাহাতে ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তজ্জন্য তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে, কার্লাইলকে বিবাহ করেন। কার্লাইলকে বিবাহ করিতে জেন্ ওয়েলসেরই অধিকতর আগ্রহ ছিল বলিয়াই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, কার্লাইল প্রথম হইতে তাঁহার প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করিতেন যেন তাঁহার পত্নীর প্রতি তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই। যতদিন তাঁহার পত্নী জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য কার্লাইলের চেষ্টার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্বামীর মিষ্ট কথা শুনিয়া হৃদয়ে আনন্দ পাওয়া প্রায় সকল রমণীরই ভাগ্যে ঘটে, কিন্তু কার্লাইল পত্নী সে আনন্দটুকু হইতেও বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত কার্লাইল এক প্রকোষ্ঠে থাকিতে ভাল বাসিতেন না। সকল ইংরাজ পুরুষ পত্নীর সহিত একত্র বসিয়া আহার করেন, কিন্তু কার্লাইল

তাঁহার পত্নীর সঙ্গে বসিয়া খাইতেন না। যখন বায়ু পরিবর্ত্তন জন্ত বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত, তখন কার্লাইল একাকী যাইতেন, পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। যখন কার্লাইল গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত থাকিতেন, তখন পত্নীর কোন সংবাদই লইতেন না। নিজে পত্নীর প্রতি এইরূপ উদাসীন ছিলেন, কিন্তু পত্নী যদি তাঁহার সুখ-সচ্ছন্দতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। সমস্ত জীবন কার্লাইল তাঁহার স্ত্রীর প্রতি এইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়া ছিলেন, সুতরাং জেন্ ওয়েলসের জীবন যার পর নাই দুঃখে ও বিষাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। কার্লাইল-পত্নীর পক্ষে অতীব প্রশংসার কথা যে তিনি ইচ্ছা করিলে কার্লাইলকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেও এরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে কখন বাসনাও করিতেন না। ভারতবর্ষে স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহার জন্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু ইংরাজ রমণীর সে অধিকার আছে। এরূপ অধিকার সত্ত্বেও কার্লাইল পত্নী স্বামীর সুযশ রক্ষার জন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েন নাই, ইংরাজ মহিলার পক্ষে ইহা সামান্ত আত্ম সংযমের কথা নহে।

যখন স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তখন কার্লাইলের মনে স্ত্রীর প্রতি অনাদর জন্ত অনুতাপের উদয় হয়। তিনি তখন পত্নীর কতদূর সাধুতা, নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা গুণ ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, এবং তাঁহার বিয়োগ শোকে একেবারে আকুল হইয়া পড়েন। পত্নীর মৃত্যুর পর কার্লাইল যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার স্ত্রীর স্মৃতির প্রতি গভীর ভক্তির পরিচয় দিয়া ছিলেন। প্রতি বৎসর তাঁহার পত্নীর মৃত্যু দিবসে তাঁহার সমাধিতে গমন করিতেন, এবং তথায় অবনতজানু হইয়া তাঁহার আত্মার শান্তির জন্ত প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার আত্মাকে সম্বোধন করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিতেন; "আমি তোমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা কর। এখন যদি আমি তোমাকে পুনরায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে তোমার চরণ ধরিয়া কাঁদিব, আর আমার সকল দোষের কথা ভুলিয়া যাইতে কাতর হৃদয়ে অনুরোধ করিব।"

কার্লাইলের মনে পরিশেষে যে এইরূপ অকপট অনুতাপ আসিয়াছিল, ইহাতে তাঁহার মনের স্বভাব-সিদ্ধ উচ্চ প্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সকল স্বামীরই ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য।

বাতায়নস্থ প্রদীপ।

স্কটলণ্ডের উত্তরে অর্কিনি দ্বীপের পশ্চিম ভাগে সমুদ্রতীরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামখানি একটী পর্ব্বতের উপরে স্থিত। পর্ব্বতটী সমুদ্রের ভিতর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এক দরিদ্রা বিধবা মহিলার কুটীর। একদিন প্রাতঃকালে এই মহিলাটী সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিতে গিয়া দেখিল যে পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে ঝড়ের সময় একখানি নৌকা ঐ পর্ব্বতের গাত্রে আহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আরোহিগণ বহুকষ্টে সন্তরণ দ্বারা পর্ব্বতের উপর উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইল। তাঁহার কুটীরের নিকট এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল দেখিয়া উক্ত মহিলার দয়ার্দ্র হৃদয়ে বড়ই কষ্ট হইল। সেই দিন হইতে তিনি প্রত্যহ রাত্রে স্বীয় কুটীরের যে বাতায়নটী সমুদ্রের দিকে অবস্থিত, তাহার পার্শ্বে একটী প্রজ্বলিত প্রদীপ রাখিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত মহিলাটী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি বাতায়নে প্রদীপ রাখিতে ত্রুটী করিতেন না। জাহাজ ও নৌকার নাবিকগণ ঐ প্রদীপের আলোক দেখিয়া পর্ব্বতটী চিনিয়া লইতে পারিত, সুতরাং উহাতে যাহাতে আঘাত না লাগে, এরূপে জাহাজ বা নৌকা চালনা করিয়া সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইত। ঐ একটী প্রদীপের আলোক দ্বারা উক্ত মহিলা কত লোকের যে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

যদি উপকার করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে সকলেই অতি সামান্য উপায়েই ঐ স্কট বিধবা মহিলার ন্যায় জন সমাজের মহোপকার সাধন করিতে পারেন।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

(২৯০ সংখ্যা ৩৪১ পৃষ্ঠার পর)

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে উপযুক্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন পাইবার জন্য ইহার মধ্যে কোন্ খাদ্য গুলি খাওয়া আবশ্যক। ইহার উত্তর এই যে, ইহার মধ্যে যে কোন একটী অথবা দুই তিনটী একত্রে খাইয়া লোক সবল ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই সব খাদ্যের সহিত, অঙ্গারক, শ্বেতসার (ষ্টার্চ) প্রভৃতি পদার্থ যুক্ত খাদ্য দ্রব্য আহার করাও আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস যে মাংস না খাইলে শরীর উপযুক্তরূপে সবল হয় না।

তাঁহারা বলেন যে মাংস শস্যাদি অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয় এবং চর্ব্বি প্রভৃতি তৈলাক্ত পদার্থ অন্য প্রকারে খাইলে শীঘ্র জীর্ণ হয় না; কিন্তু চর্ব্বি মাংসের সহিত এরূপে মিশ্রিত আছে যে উহা সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও বলেন যে, যে সকল জীব কেবল মাংসভোজী, তাহাদের দন্ত তীক্ষ্ন এবং সূচল; আর যে সকল জীব উদ্ভিদ্‌ভোজী তাহাদের দন্ত চেপ্টা। ইহাতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে যাহাদের দন্ত সূচল তাহাদের পক্ষে মাংস অধিক উপযোগী এবং যাহাদের দন্ত চেপ্টা তাহাদের পক্ষে উদ্ভিদ্‌ অধিক উপযোগী। কিন্তু মনুষ্যের দুই প্রকারেরই দন্ত আছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে মনুষ্যের পক্ষে দুই প্রকার খাদ্যই উপযোগী এবং ইহাদের দুই প্রকার খাদ্যই খাওয়া উচিত।

এই কথাগুলিতে অনেক যুক্তি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাংস না খাইয়াও যে লোকে জীবন ধারণ করিতে পারে এবং শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের লোকেরা মাংসভোজী নহে; ইহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে শস্যভোজী। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুরা শারীরিক ও মানসিক বলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আজকালও ভারতবর্ষের অনেক শস্যভোজী লোকেরা শারীরিক বলে মাংসভোজীদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। শুধু ভারতবর্ষে নহে; স্কটলণ্ডের অনেক স্থানের লোকেরা পূর্ব্বকালে কেবল জই (oat) ও দুগ্ধ খাইত। এখনও ঐ সকল স্থানের অনেক লোকে উহা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। তাহারা মাংসভোজীদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। আফ্রিকার নিগ্রোরা একপ্রকার বাজরা ও শাকসব্জি খাইয়াও অতিশয় বলশালী হইয়া থাকে। অনেকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে শীতপ্রধান দেশে মাংস না খাইলে চলে না; কিন্তু বিলাতে আজকাল নিরামিষভোজীদিগের সংখ্যা দেখিলে তাঁহাদের সে ভ্রম তিরোহিত হইবে। বিশেষ, মাংসভোজীদিগের যে সব কঠিন ও কষ্টকর রোগ উৎপন্ন হয়, শস্যভোজীদের সে সব রোগ কখনই হইতে পারে না। আমাদের শরীরের জন্য নাইট্রোজেন আবশ্যক। মাংস এবং শস্য এই উভয়েতেই নাইট্রোজেন আছে; সুতরাং ইহার মধ্যে যে কোনটি খাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা যাইতে পারে।

আমরা এতক্ষণ কেবল নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্যের কথাই বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু নাইট্রোজেন-হীন এমন অনেক খাদ্য আছে যাহা আমাদের শরীরের পক্ষে অতিশয় উপযোগী। ফ্যাট (fat) নামক পদার্থ তাহার মধ্যে একটি। ইহা প্রাণিশরীর এবং উদ্ভিদ এই উভয়ে-

তেই পাওয়া যায়। প্রাণিশরীরস্থ এই পদার্থকে চর্ব্বি বলা হয়, এবং উদ্ভিদস্থ এই পদার্থকে তৈল বলা হয়। এই দ্রব্যে কিছুমাত্র নাইট্রোজেন নাই, ইহাতে কারবন (carbon) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। সকল দেশের লোকেই কোন না কোন প্রকারে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা ঘৃত তৈল এবং দুগ্ধে ইহা খাইয়া থাকি; অধিকাংশ ইউরোপীয় লোকেরা মাখন, মাংস এবং দুগ্ধে ইহা খাইয়া থাকে। আফ্রিকার অনেক লোকে নানা প্রকার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে; গ্রীন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি হিমপ্রধান দেশের লোকেরা অনেক পরিমাণে মৎস্যের চর্ব্বি ব্যবহার করে। কারবন নাইট্রোজেনের ন্যায় শরীরের পুষ্টিসাধন করে না বটে; কিন্তু নাইট্রোজেনের ন্যায় আমাদের শরীর ধারণের পক্ষে ইহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীরের উত্তাপ কারবন হইতে উৎপন্ন হয়। কারবন আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ অম্লজন নামক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের ভিতরে তাপ উৎপন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাতে কিছুমাত্র নাইট্রোজেন নাই; সুতরাং কেবল ইহা খাইয়া আমরা কোনক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারি না।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য ষ্টার্চ বা শ্বেতসার বিশিষ্ট। ইহাতেও নাইট্রোজেন নাই। ইহা কেবল উদ্‌যান (hydrojen) অম্লজন (Oxyxen) ও অঙ্গারকে (Carbon) নির্ম্মিত, সুতরাং চর্ব্বি প্রভৃতির ন্যায় ইহাতেও শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না। কিন্তু ইহাও শরীরের পক্ষে অতিশয় উপযোগী, কারণ ইহাতে শারীরিক শ্রম শক্তি ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। চিনি জাতীয় সামগ্রীতে এবং আটাযুক্ত দ্রব্যে ইহা অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শস্যের মধ্যে গম, চাউল এবং যব প্রভৃতিতে এবং আলু, আরোরুট প্রভৃতিতেও ইহা অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

যাহারা গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের পক্ষে এই প্রকারের খাদ্য অতিশয় আবশ্যক এবং যে সময় অঙ্গাদির বৃদ্ধি হইতে থাকে সে সময় ইহা অধিক পরিমাণে আহার করা উচিত। যাহাদের ঘৃত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা তৈল ব্যবহার করিতে পারে, অথবা যাহাতে অধিক পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ আছে, এরূপ শস্য আহার করিতে পারে। গম অপেক্ষা জনারে তৈলাক্ত পদার্থ (fat) অধিক পরিমাণে আছে।

ষ্টার্চ যুক্ত খাদ্যের জন্য অধিক আয়াস পাইতে হয় না, কারণ এই পদার্থ গম, চাউল, আলু প্রভৃতিতে অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্য অতি দুঃখী লোকেরও অনায়াস-লভ্য। বিশেষতঃ গুড় অথবা চিনিতে ইহা অনেক

পরিমাণে আছে। প্রায় সকল গরীব লোকেই গুড় খাইতে পারে।

চতুর্থ প্রকারের খাদ্য ধাতব(mineral) এবং ক্ষার (salt) সংযুক্ত। নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্য আমাদের শরীরের জন্য যেমন আবশ্যক, ধাতব এবং ক্ষার যুক্ত পদার্থও সেইরূপ। আমাদের শরীরের অস্থির জন্য চূর্ণের এবং মস্তিষ্কের জন্য ফস্ফরস (phosphorus) নামক পদার্থের আবশ্যক হয়; রক্তের জন্য লৌহ উপকারে আইসে; চুলের জন্য গন্ধক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার ধাতব এবং ক্ষার যুক্ত দ্রব্য আমাদের শরীরের নানা কার্য্যে আইসে। আমরা যাহা আহার করি, তাহার মধ্যে প্রায় সমুদয় দ্রব্যেতেই এই শ্রেণীর দ্রব্য পাওয়া যায়, সুতরাং ইহার জন্ম আমাদের আর বিশেষ কোন কষ্ট স্বীকার আবশ্যক করে না।

খাদ্য দ্রব্য সুন্দররূপে চর্ব্বিত এবং মুখস্থিত লালার সহিত উত্তম রূপে মিলিত না হইলে ভাল রূপে জীর্ণ হয় না। এই জন্ম সকলেরই খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া ও লালার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া উদরস্থ করা উচিত। স্কুল, কালেজের ছাত্রেরা এ বিষয় প্রায়ই অগ্রাহ্য করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য উদরাময় প্রভৃতি রোগ অধিক ভোগ করিয়া থাকে। আফিসের চাকুরেদিগেরও এই দুর্দ্দশা হয়। (ক্রমশঃ)

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

সকলেই বিদ্যুৎ দেখিয়াছেন। শুধু দেখিয়াছেন বলিলে কিছু বলা হইল না, কারণ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিদ্যুৎ লইয়া টানা টানি করেন। কেহ মেঘেতে চপলা হাসি বড় ভাল ভাসেন এবং সেই হাসি কত হাসির সহিত তুলনা করেন। অতি দুঃখের সময় একটু হাসি দেখা দিল অমনি, কবি গাহিয়া উঠিলেন "মেঘেতে বিজলী হাসি" ইত্যাদি। শিক্ষিতদিগের কথা ছাড়িয়া দাও, অনেক অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের নিকট শুনিয়াছি" অমুক যে গয়না পরিয়াছিল তাহার দিকে তাকাইলে বিদ্যুতের মত চোক ঝল্‌সায়, অমুকের গায়ের রং ঠিক বিদ্যুতের মত ইত্যাদি।" সুতরাং শিক্ষিত অশিক্ষিত বিদ্যুৎ সকলেরই পরিচিত বস্তু। বজ্র সম্বন্ধেও ঐ রূপ বলা যাইতে পারে। অনেক সময় শুনিতে পাই "অমুকের মাথায় বাজ পড়ুক।" বাজ পড়ার কথা ছেলে বেলা থেকে শুনিয়া আসিতেছি। কেহ বলেন "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি সে প্রকাণ্ড এক আগুণের গোলার মত।" কেহ বলেন সে একখানা প্রকাণ্ড লোহার ছুরীর মত, যাহাতে পড়ে তাহা পোড়াইয়া আবার চলিয়া যায়; কিন্তু

কলা গাছে পড়িলে বড় কষ্ট হয়, পড়িবা-মাত্র অমনি বাধিয়া যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা শুনিয়া আসিতেছি। আজ এই প্রবন্ধে বিদ্যুৎ ও বজ্র কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পূর্ব্বে আর কতকগুলি বিষয় বলা আবশ্যক।

চোঙ্গার মত লম্বা অথচ বেশ গোল কাচের নলের অগ্রভাগ বেশ শুষ্ক করিয়া একখানি শুষ্ক রেশমের রুমাল দিয়া যদি ঘষা যায়, তাহা হইলে সেই অগ্রভাগে তাড়িত উৎপন্ন হইবে। সেই ঘর্ষিত অগ্রভাগ যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা কিম্বা করাতের গুঁড়ার নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ কাগজের টুকরা কিম্বা করাতের গুঁড়া কাচে উৎপন্ন তাড়িতের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া স্থানচ্যুত হইবে। আবার সেই অগ্রভাগ যদি মুখের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে মাকড়সার জাল মুখে লাগিলে যেরূপ বোধ হয়, সেইরূপ বোধ হইবে। আবার যদি অঙ্গুলির গ্রন্থি বা গেরো সেই অগ্রভাগের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত কোন পদার্থ একটু চট্ চট্ শব্দের সহিত সেই গেরোতে লাগিবে। এই পদার্থকে তাড়িত কহে। শুধু কাচে পূর্ব্বোক্তরূপ ঘষিলে তাড়িত উৎপন্ন হয় এবং আর কিছুতে হয় না এমত নহে। গন্ধক, ধুনা প্রভৃতি অন্য পদার্থে ঘর্ষণেও তাড়িত উৎপন্ন হয়। কাচের পা-ওয়ালা একখানা চৌকীর উপর যদি কেহ দাঁড়ায় এবং অন্য একজন তাহাকে বিড়ালের চর্ম্ম দ্বারা কিম্বা ফ্ল্যানেল দ্বারা আঘাত করে, তাহা হইলে চৌকির উপরিস্থ ব্যক্তির শরীরের যে কোন অংশের নিকট অঙ্গুলির গেরো ধরিলে চট্ চট্ শব্দে তাড়িত নির্গত হইবে। কাচের পা থাকার অর্থ এই যে কাচের ভিতর দিয়া তাড়িত চলিয়া যাইতে পারে না।

কাঠের নরম অংশের ছোট বল (Pith ball) যদি রেশমের সূতা দিয়া কাচের কাটী হইতে ঝুলান যায় এবং সেই বলের নিকট পূর্ব্বোক্ত কাচের ঘর্ষিত অগ্রভাগ ধরা যায়, তাহা হইলে সেই বল উহা দ্বারা আকর্ষিত হইবে। কিন্তু যখন উহাকে স্পর্শ করিবে, তখনি আবার তাড়িত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঘর্ষণে ধুনাতেও তাড়িত উৎপন্ন হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বলের নিকট ধরিলে 'বল' পূর্ব্বোক্তরূপে আকর্ষিত ও তাড়িত হইবে। কিন্তু যে বল পূর্ব্বোক্ত কাচাগ্রভাগ দ্বারা তাড়িত হইবে, তাহা ধুনায় উৎপাদিত তাড়িতের দ্বারা আকর্ষিত হইবে এবং যাহা কাচাগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষিত হইবে তাহা ধুনা দ্বারা তাড়িত হইবে সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উপরোক্ত দুই তাড়িত সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। রেশমের রুমাল দ্বারা ঘর্ষিত কাচে যে তাড়িত

উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাজীতে পজিটিভ্ (Positve) এবং ফ্ল্যানেল দ্বারা ঘর্ষিত বুনায় যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহাকে নেগেটিভ্ (Negative) তাড়িত কহে। বিপরীত স্বভাবের তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এক স্বভাবের তাড়িত পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। "পজিটিভ" ও "নেগেটিভ" তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং "পজিটিভ" 'পজিটিভ'কে এবং 'নেগেটিভ' 'নেগেটিভ'কে দূরে ঠেলিয়া দেয়। বিপরীত প্রকৃতির তাড়িত উৎপাদিত পদার্থে নিকটে ধরিলে সেই পূর্ব্বোক্ত স্ফুলিঙ্গ বাহির হয় অর্থাৎ পরস্পর তাড়িত আকর্ষণ করে। এখন বিদ্যুৎ ও বজ্র বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ পূর্ব্বোক্ত স্ফুলিঙ্গ ও বিদ্যুতের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া এ বিষয় ভালরূপ জানিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। লৌহ শলাকা সংযুক্ত একখানা ঘুঁড়ী শোণের সূতায় বাঁধিয়া উড়াইয়া দিলেন। এই সূতার সহিত ঐ লৌহ শলাকার সংযোগ ছিল। এই সূতার নিম্ন ভাগ অন্য যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। খুব মেঘ দেখিয়া তিনি ঘুঁড়ী উড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘুঁড়ীর সূতা হইতে একরকম শব্দ হইতে লাগিল। তখন তিনি অঙ্গুলের গেরো সেই যন্ত্রের নিকট ধরিয়া অনেক গুলি স্ফুলিঙ্গ পাইলেন। প্যারিসে ডালিবার্ড ইহার কিছু পূর্ব্বে খুব এক লম্বা লৌহ শলাকা খাড়া করিয়াছিলেন। যাহার মধ্য দিয়া তাড়িত না যায়, এমন পদার্থ (যেমন কাচ) মাটী ও শলাকাকে সংযোগ করিয়াছিল। সেই লৌহ শলাকার নিম্ন ভাগের নিকট তিনি অঙ্গুলির গেরো ধরিয়া অনেক গুলি স্ফুলিঙ্গ পাইয়াছিলেন। রুশিয়ায় রিচম্যান্ ডালিবার্ডের যন্ত্রের অনুকরণে স্ফুলিঙ্গ পাইতে যাইয়া এমন এক স্ফুলিঙ্গ পাইয়াছিলেন যে তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। এইরূপ অনেক পরীক্ষা দ্বারা ঠিক হইয়াছে যে মেঘে তাড়িত উৎপন্ন হয়। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি মেঘে মেঘে ঘর্ষণে তাড়িত উৎপন্ন হয়। ইহা কতদূর সত্য পরে দেখা যাইবে। বিপরীত প্রকৃতির তাড়িত যুক্ত দুইখানি মেঘ নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে, সুতরাং স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া উভয় তাড়িতের মিশ্রণ হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যখন স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তখন চট্ চট্ শব্দ হয়। বিপরীত স্বভাবের তাড়িত যত বেশী হইবে, তাহা তত বেগে ও শব্দে মিশিবে। মেঘে অত্যন্ত বেশী তাড়িত উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেই তাড়িত সকলের সংমিশ্রণ খুব জোরে শব্দিত হয়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দ থাকার কারণ এই যে মেঘ ত আর মোটে দুইখানা নয় এবং তাহাদের কেবল একস্থানে আকর্ষণ ও সংমি-

শ্রুত হয় এমন নহে। ক্রমাগত মেঘে মেঘে বিপরীত স্বভাবের তাড়িত সকলের আকর্ষণে ও সংমিশ্রণে শব্দও ক্রমাগত হয়। আবার অনেক গুলি মেঘের তাড়িত এককালে মিশিলে ভয়ানক শব্দ হয়। কিন্তু ইহা বলিলে ঠিক বলা হইল না। যদি অনেক গুলি মেঘের তাড়িতের সংমিশ্রণ শব্দ শ্রোতার কানে একেবারে আইসে, তাহা হইলে শব্দ খুব ভয়ানক হইবে। আবার এই শব্দ যখন নিকটবর্ত্তী কোন তাড়িতের সংমিশ্রণে হয়, তখন আরও ভয়ানক হয়। অনেকে বলিতে পারেন বিদ্যুৎ চমকান থামিয়া গেলে তার কত পরে শব্দ শোনা যায়; তবে বিদ্যুতের অর্থাৎ তাড়িতের সংমিশ্রণে শব্দ হইলে কি রূপে? এ কথা বুঝাইতে আমরা একটী উদাহরণ দিব। একটা ফাঁকা জায়গায় অনেক দূরে এক জন কাট চেলা করিতেছে। এখন যদি ভাল করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে যখন কুড়ুল পড়িল দেখা গেল তার খানিক পরে শব্দ শুনা যাইবে। কিন্তু যখনই কুড়ুল পড়িয়াছে তখনই শব্দ হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে শব্দ, দেখার অনেক পরে আমাদের কানে আসে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি বজ্র না পড়িবে তবে গাছ ও মানুষ মরে কেন? মেঘে যে তাড়িত উৎপন্ন হয় উহার নিম্নস্থ পৃথিবীতে উহার বিপরীত তাড়িত উৎপন্ন হয়, ইহা অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিপরীত স্বভাবের তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই বৃক্ষ অথবা মনুষ্যের তাড়িত যখন মেঘের তাড়িতের সহিত মিশে, তখন এত বেগে মিশে যে তাহাতে ভয়ানক শব্দ হয় এবং সেই বেগে মিশার জন্ত এত আঘাত লাগে যে মনুষ্য তাহাতে মরিয়া যায় এবং বড় বড় গাছও চিরিয়া যায়। বজ্র সাধারণতঃ উঁচু গাছে পড়িবার কারণ এই যে, যে সকল বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করে, তাহারা যত নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদের আকর্ষণ শক্তি তত বৃদ্ধি পায়। মেঘ হইতে বড় গাছ যত নিকট, মনুষ্য তত নিকট নহে। মেঘ যখন ডাকে, সে সময় গাছ তলায় যাওয়া নিতান্ত ভুল। ধাতু তাড়িত অধিক আকর্ষণ করে। এই জন্ত বড় বড় দালানের গায়ে লৌহ-শলাকা মাটীর সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ঐ শলাকার অগ্রভাগ খুব সরু করায় সেরূপ আঘাত লাগে না। মেঘে তাড়িত হয় কিরূপে? প্রশ্ন হইতে পারে। আমরা তাড়িত ও বিদ্যুৎ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। মেঘের তাড়িতের পরস্পর সংমিশ্রণকে আমরা বিদ্যুৎ বলিয়াছি। এখন সকলেই জানেন মেঘ জলীয় বাষ্প ভিন্ন কিছুই নহে। পরস্পর জল বিন্দুর সংঘর্ষণে এবং জল বিন্দু ও অন্য রেণু ইত্যাদির সংঘর্ষণে মেঘে তাড়িত

উৎপন্ন হয়। যখন বিপরীত স্বভাবের তাড়িত পরস্পর মিশে, তখন বিদ্যুৎ হয়, বজ্র কি তাহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। মেঘে মেঘে ঘর্ষিয়া বিদ্যুৎ হয়, পূর্ব্বোক্ত অর্থে সত্য বলা যাইতে পারে। ভরসা করি পাঠিকাগণ ধৈর্য্য সহকারে এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

স্ত্রীশিক্ষার বার্ষিক বিবরণ।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ১৮৮৭—৮৮ সালের যে শিক্ষা বিবরণ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ৮৬-৮৭ সালে মোটে বিদ্যালয় সংখ্যা ২১৯৮ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৮১,০৫৪ ছিল, ৮৭-৮৮ সালে তাহা যথাক্রমে ২২৪৭ ও ৮৩,৮২৩ হইয়াছে। বিদ্যালয় ৪৯টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ২৭৬৯ বাড়িয়াছে। লোয়ার প্রাইমারী বা নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নতি আরও অধিক দেখা যায়। ১৮৯০ স্থানে ১৯৪৭টী বিদ্যালয় এবং ৩২৩০৩ স্থানে ৩৫১১৬ ছাত্রীসংখ্যা হইয়াছে। ঢাকা বিভাগে এই উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় চিন্তার স্থল, বালকবিদ্যালয়ে বালিকা সংখ্যা বড় অধিক বাড়িতেছে না। মিশ্রশিক্ষাদানে লোকের রুচি বোধ হয় বড় প্রশস্ত নহে।

বালিকাবিদ্যালয় সকলের জন্য গত বর্ষে ৩,০৭,৮৭৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১,০৯,৯৪৮ টাকা মাত্র দিয়াছেন, ইহার প্রায় দ্বিগুণ প্রাইভেট ফণ্ড হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী মোট ৭২৬৬ টাকা মাত্র সাহায্য করিয়াছেন। দেশের লোকে নিজে স্ত্রীশিক্ষার অধিকাংশ ভার বহনে অগ্রসর, ইহা সন্তোষের বিষয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এখনও হস্তসংক্ষেপের সময় উপস্থিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইয়া অনেক স্কুল উঠিয়া গিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষার বিস্তার বিশেষ সন্তোষকর। ছোট লাট সার রিভার্স টমসন্ মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বর্ত্তমান ছোট লাট ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াও দেশের মহোপকার করিয়াছেন। মেডিকাল কলেজে এখন ৫টী ছাত্রী—২ প্রথম, ১ তৃতীয় এবং ২ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীস্থ। শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী মেডিকেল কলেজের সর্ব্ব প্রথম ছাত্রী এবং তিনি সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য শেষ করেন। দুঃখের বিষয় এক ভৈষজ্যতত্ত্বে উত্তীর্ণ

হইতে না পারিয়া তিনি সিনিয়ার ডিপ্লোমা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা করিতেছেন, আশা করা যায় আগামী বর্ষে আবার এম, বি পরীক্ষা দিবেন। ১৮৮৮ সালের ১ম এম বি পরীক্ষায় কুমারী বার্জিনিয়া মিত্র ও বিধুমুখী বসু উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বার্জিনিয়া মিত্র ছাত্র ছাত্রীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইউরোপীয় ও ইউরেসীয় ২১টী মহিলা অতিরিক্ত ছাত্রী হইয়াছেন। তাঁহারা আগামী বর্ষে সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিয়া চিকিৎসার অধিকারিণী হইবেন। ধাত্রীর শ্রেণী হইতে ৭টী ধাই এবং ১৬টী দেশীয় সেবিকা (nurse) সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। ১৮৮৮ সালের নবেম্বর মাসে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে অন্যূন ১৬ বর্ষীয়া বালিকাদিগকে ছাত্রীরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং ৩ বৎসরকাল তাহাদের পাঠের সীমা ধার্য্য হয়। অপার প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অথবা পাঠ, শ্রুতলিখন ও অঙ্কে বিশেষ পরীক্ষা দিলে স্ত্রীলোকেরা ইহাতে গৃহীত হন। তাঁহাদের ভদ্র ও সাধু-চরিত্র হওয়া আবশ্যক। বেতন লওয়া হয় না, ছাত্রীবৃত্তি ও পারিতোষিক যথেষ্ট দেওয়া হয়। ওমনিবস গাড়ী ও পাঠের বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা আছে। দূরস্থ ছাত্রীরা স্বর্ণময়ী ছাত্রীনিবাসে বাস করিতে পারেন। ১৫টী স্ত্রীলোক লইয়া এই শ্রেণীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বালিকাবিদ্যালয় ২টী মাত্র—বেথুন ও ইডেন স্কুল। বেথুন স্কুল কলেজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার এম এ ক্লাসে ১, বিএ ৩ এবং এফ এ ক্লাসে ৭টী ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। স্কুল বিভাগে ১১৮টী ছাত্রী আছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ব্ব বৎসর ৪ জন, এবৎসর ২ জন ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ ফণ্ডে ১৫৯০০ টাকা জমিয়াছিল, তাহাদ্বারা বেথুন কলেজের অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইবে। ইডেন স্কুলে ছাত্রী ৮৭ জন, এ পর্য্যন্ত একটী বালিকাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

ফ্রিচার্চ নর্ম্মাল এবং ডবটন বালিকা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীরা এণ্ট্রান্স ও এফএ পরীক্ষা দিয়াছে। ক্রাইষ্ট চার্চ বালিকাবিদ্যালয়েও প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য খৃষ্টীয় মিসনারী দিগের ৪টী এজেন্সী আছে—আমেরিকান মিসন, ইংলণ্ডীয় চার্চ, স্কট চার্চ এবং ফ্রিচার্চ। ইংলণ্ডীয় চার্চও ফ্রিচার্চ সংক্রান্ত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় আছে। স্কট, আমেরিকান ও ফ্রিচার্চ অনাথাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সকল বিদ্যা-

লয়ে এবং তদ্ভিন্ন আর ১৭টী বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদত্ত হয়। ১৩টী বিদ্যালয় প্রাইমারী ফণ্ড হইতে সাহায্য পায়। একল বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী-সংখ্যা ৪০৩৮, গবর্ণমেণ্টের মাসিক সাহায্য ২৪৮৪৩৮ অর্থাৎ ছাত্রী প্রতি ॥০ আনার অধিক লাগে। এই সকল বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় না। ইনস্পেকট্রেস বিবী হুইলারের পরীক্ষায় ১১টী মাত্র ছাত্রী অপার প্রাইমারীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, অবশিষ্ট সকলের শিক্ষা নিতান্ত সামান্য।

অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য যে সকল সম্মিলনী আছে, ডিরেক্টর তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যের যথোচিত বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। উত্তরপাড়া হিতকরীসভার জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ২২৯, সিনিয়ার ৩৯ এবং শেষ পরীক্ষায় ১৬ জন উপস্থিত হইয়াছে। ২৬৪ পরীক্ষোত্তীর্ণ, ইহার মধ্যে ৩৭টী বালিকা ছাত্রী বৃত্তি পাইয়াছে। এই সভার কার্য্য প্রায় বর্দ্ধমান বিভাগে বদ্ধ।

মফস্বল স্থান সকলে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থার উন্নতির বড় পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রেসিডেন্সী, চট্টগ্রাম, রাজসাহি, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর বিভাগে স্কুল ও ছাত্রীসংখ্যা কমিয়াছে। উড়িষ্যার অবস্থা বরং ভাল। তথায় ১২টী ছাত্রী অপার প্রাইমারী এবং ৮৩টী নিম্ন প্রাইমারীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বালেশ্বর মিউনিসিপালিটী ইহার অধীনস্থ বালিকা বিদ্যালয় সকলের পরিদর্শনার্থ এক জন সব ইনেস্পেকট্রেস নিযুক্ত করিয়াছেন। বালেশ্বর জেনানা সভা বিবাহিত রমণীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের পরমায়ু।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার টার্ণার এবং তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণী সম্প্রতি নারীজাতির একটী মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাঁরা অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বহুদর্শী পুরুষ এবং স্ত্রী চিকিৎসকের সহায়তায় স্ত্রীজাতির পরমায়ুর সীমা, দৈহিক সামর্থের পরিমাণ, আহারের নিয়ম, পরিশ্রমের ব্যবস্থা এবং অসুস্থতার হেতু নির্দ্দেশ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস স্বীকার করতঃ একণে কতিপয় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের সহিত স্ত্রীর কিপর্য্যন্ত সম্বন্ধ—ধর্ম্ম, দেশাচার, সমাজ ও আইন অনুসারে স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের কতটুকু অধিকার চলিতে পারে, এবং স্বামীর

সহিত সহধর্ম্মিণীর কি কি বিষয়ে কত-দূর পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠতা রাখিলে স্বামী ও স্ত্রী এতদুভয়ের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সুশৃঙ্খলায় রক্ষিত হইতে পারে, এ সকল গুরুতর বিষয়েও তাঁহারা মূকভাব অবলম্বন করেন নাই। আমরা ষ্টার্ণার সাহেব প্রকাশিত পুস্তক এপর্য্যন্ত দেখি নাই; আমেরিকার সংবাদ পত্র সমূহে স্ত্রী জাতির পরমায়ু সম্বন্ধে তিনি যে অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া দেওয়া গেল। সাহেব অনেক প্রয়োজনীয় কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অভিমতি মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সাহেবের মতে সধবা কিম্বা চির-কুমারী ব্রতাবলম্বিনী রমণীগণ অপেক্ষা বিধবার পরমায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে সকল বিধবা পুনঃ পুনঃ বিবাহ করে ও সন্তানবতী হয়, তাহারা অধিক কাল বাঁচে না, বাঁচিলেও সুস্থ দেহে ও শান্ত মনে কাল যাপন করিতে সক্ষম হয় না। সাহেব বলেন, স্ত্রীলোকের ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়া গেলে, যদি তাহারা সন্তানোৎপাদনের আশা পরিত্যাগ করে এবং দাম্পত্য ভাব মাত্র মনে পোষণ না করে, তাহা হইলে তাহারা বলবতী, বুদ্ধিমতী, নীরোগা ও ধার্ম্মিকা হইতে পারে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সভ্য দেশের রমণী পুঞ্জের পরমায়ু নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে। চীন রাজ্য ৩৫·৩ ফ্রান্স ২৯·২ জার্ম্মণী ৩৮, ভারত ৪২, আমেরিকা ৩৬, রুসিয়া ৪০, ইটালী ৩২·৩, গ্রীশ ৩৭·৮, ইংলণ্ড ৩১·১, আয়র্লণ্ড ৩৩·৫, স্কটলণ্ড ৩৫·১মাত্র। এই তালিকা পাঠে বেশ জানা যায় ভারতের রমণীর পরমায়ু গড়ে সকল দেশের রমণী অপেক্ষা অধিক এবং ফরাসী দেশের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পায়ুষ্মতী। ফ্রান্সের ভোগ লিপ্সা, পৈশাচিক ভাব এবং অপরিমিত ইন্দ্রিয় লালসা কি স্ত্রী জাতির অধঃপতনের কারণ নহে?

স্ত্রীলোকের পরিশ্রম করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শুশ্রুতের একস্থানে পড়িয়াছি উত্তম উত্তম দ্রব্য প্রতিদিন আহার করিয়া কোনও ব্যক্তি যদি পরিশ্রম-জনক কার্য্য না করে এবং নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সুন্দর ও পুষ্ট এবং তাহার শরীর প্রচুর মাংসযুক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি কখনই সাহসী, বলবান, সুকৌশলসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। তাহার হৃদয় প্রশস্ত, মস্তিষ্ক চিন্তাশীল, মন উদার এবং স্বভাব মর্য্যাদাসম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। এই জন্য স্ত্রীজাতিকে পরিশ্রমজনক কার্য্যে বাল্য কাল হইতে অভ্যস্ত করান নিতান্ত আবশ্যক। কেবল পরিশ্রম করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, বাহি-

শের বিমল বায়ু সেবন ও প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে দেওয়াও কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে দেশ দেশান্তরে লইয়া গিয়া সাধ্যমত ভ্রমণ করান উচিত। আমাদের দেশের তীর্থ দর্শন স্ত্রীলোকের পক্ষে উভয় প্রকারে উপকরী। এদেশে অন্তঃপুর প্রথার সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। আমরা বিলাতের সমাজের ন্যায় বাঙ্গালী রমণীকে একেবারে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নহি, যেহেতু সমাজ এখনও সে জন্ম প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক বাহিরে আসিলে তাহার ধর্ম্ম ও জাতি নষ্ট হয় বলিয়া যাহারা কৃত্রিম শাস্ত্রীয় বচনের দোহাই দেন, তাহারা সমাজের যে কি পর্য্যন্ত শত্রু তাহা ভাবিলে দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আমি নিজে দুইবার প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি; ভারত ভূমিতে এমন কোনও প্রয়োজনীয় স্থান বা দৃশ্য নাই যাহা আমি দেখি নাই; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত অন্তঃপুর প্রথার কড়াকড়ি নিয়ম আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়াত বিশ্বাস হয় না। বাঙ্গালা ব্যতীত সকল স্থানে হিন্দু রমণীগণ নদীতে স্নান করিতে যায়, যুবতী রমণীগণ একাকিনী ক্ষেত্রে যাইয়া কৃষিকার্য্য করে, পথে পথে গান করে, উৎসবে যোগ দেয় এবং অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পরপুরুষের সহিত নির্দ্দোষ ভাবে কথোপকথন করে। কেহ কুভাব প্রকাশ করিলে, আপনার সতীত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করে। বাঙ্গালা দেশের কয় জন অন্তঃপুরিকা ভদ্র গৃহিণী এরূপ সাহস দেখাইতে পারেন? কয় জন স্ত্রী লোক আপনার সতীত্ব ও মর্য্যাদা একাকিনী রক্ষা করিতে পারেন? আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা নিয়ত অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিয়া সুখাদ্য গলাধঃকরণ করেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের শরীরে যথেষ্ট মেদও জন্মে, কিন্তু সাহস, উদারতা ও বীর্য্যবত্তায় কখনই তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। পুরুষেরাও এমনি নীচমনা যে, পথে একাকিনী স্ত্রীলোক দেখিলে কথায়, ইঙ্গিতে বা অন্য প্রকারে তাহার মর্য্যাদা লোপের চেষ্টা করে। এই জন্যই বোধ হয় এদেশে অন্তঃপুর প্রথার এত কড়াকড়ি; অন্য দেশের পুরুষেরা এবিষয়ে বাঙ্গালীর শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত। যাহা হউক, যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা রীতিমত পরিশ্রম এবং বাহিরের শোভা দর্শন ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পাইবে, ততদিন স্ত্রী সমাজের উন্নতি ও পরমায়ু বৃদ্ধির আশা কোথায়?

সুরাপান ও মাংস ভক্ষণ স্ত্রীলোকের পরমায়ু হ্রাস করিবার পক্ষে প্রশস্ত উপায়। ভারতের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে মাংস ভক্ষণ, সুরাপান, তাপোৎপাদক প্রচুর খাদ্য গ্রহণ অথবা ঔত্তি-

ষিক লালসার অধিকতর চরিতার্থতা আদৌ আবশ্যক করে না। ট্টার্ণার সাহেব বলেন, পতিতা, কুলটা, ব্যবসায়িনী অথবা বৃদ্ধ বাটিকার অধিবাসিনী স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়ে সময়ে সুরাপান আবশ্যক বটে, কিন্তু গৃহস্থ রমণীর পক্ষে ঔষধরূপেও ইহা কখনই প্রয়োজনীয় হয় না। প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে এক কি দুই দিন মাংস খাইবার ব্যবস্থা থাকিলে, স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয় লালসা কেবল যে বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, ইহা দ্বারা তাহার দেহস্থ শোণিত এবং জরায়ু ও অন্যান্য গুরুতর স্থান বিকৃত হইয়া যায়। কোনও অবস্থাতেই স্ত্রী লোকের পক্ষে মাংস ভক্ষণ বিধেয় নহে, ইহা তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ; দেহস্থ গঠনের নিয়ম সমূহের বিরোধী। সুতরাং রমণীদিগের আহার্য্য দ্রব্য হইতে আমিষকে স্বতন্ত্র করা অতীব উচিত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

পুরুষে অবিবাহিত অবস্থায় যত কাল বাঁচিতে পারে, স্ত্রীলোকে তাহা পারে না, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারের ইহা মত। অবিবাহিতা থাকিয়া কেহ কেহ অধিক দিন বাঁচিয়াছেন ইহা শুনা গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের শরীর ও মস্তিষ্ক অতীব দুর্ব্বলাকারে বর্ত্তমান ছিল। স্ত্রীলোকের বাল্য বিবাহ যেমন অপকারী, নিতান্ত অধিক বয়সেও বিবাহ করা তেমনি অপকারজনক। যে সময়েই বিবাহ হউক না, অন্ততঃ ১৬ বৎসর বয়ক্রম হইবার পূর্ব্বে এবং ৩৫ বৎসর বয়স হইবার পরে গর্ভধারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে হিতজনক নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রেরও তাহাই মত। অসভ্য সাঁওতাল জাতি একথার গুরুত্ব বুঝে, তাহাতেই তাহারা অশিক্ষিত হইয়াও সাহসী, সবল ও সত্যপ্রিয়।

"রাণী ভবানী।"

প্রাতঃ স্মরণীয়া হইলা কিগুণে ?
কেন আজ সবে ওই নাম শুনে—
গৌরবে মাতিয়া গাইছে সুযশ,
কিগুণে করিলা জগজনে বশ ?
বঙ্গবাসিগণ আনন্দে মগন,
করিয়া তোমার মহিমা কীর্ত্তন !
শত শত নারী স্মরিয়া ও নাম
ভকতি ভরেতে করিছে প্রণাম
উদ্দেশে তোমার,—শত শত বার ;
বঙ্গ ভূমে তুমি পূজ্যা সবাকার,—
অমূল্য রতন রমণী কুলে।
রাজসাহী জিলা অন্তর্গত ধাম,
ছাতিম নামক অতি ক্ষুদ্র গ্রাম—
জন্মভূমি তব,—খ্যাতি অভিনব
লভিয়াছে তাই—বাড়িছে গৌরব !
তোমার গুণেতে, হীন বঙ্গ দেশ—

বিশাল ভারতে লভি শীর্ষ দেশ,
রমণী সমাজে—অদ্বিতীয় নাম!
তোমার প্রসাদে পূর্ণ মনস্কাম;
ধন্য ধন্য আজ ধরণী মাঝে।
সামান্য অবস্থা হইতে ভবানী—
নাজানি কিগুণে হলে রাজরাণী?
গুণের গরিমা—রূপের গরব,
রাণীর উপাধি—অতুল বৈভব,
তুচ্ছ তব কাছে—বৃথা ও সকল;
দেখালে যেরূপ চরিত্রের বল
কিবা ধর্ম্মনিষ্ঠা জীবনে প্রবল!
পর দুঃখে মন কাঁদে অনুক্ষণ
পরহিত ব্রতে একান্ত যতন—
কে করিবে আর? তোমার মতন
কোথা পাব হেন রমণী রতন?
কৃতার্থ সকলে তোমার গুণে!
রূপে নিরুপমা সদ্গুণে অতুল
সংসার-উদ্যানে স্বরগের ফুল!
রূপ গুণ দুই শোভে একাধারে,
(হাজারে একটী মিলে না সংসারে!)
রূপ হতে গুণ বহুক অধিক,
স্বরূপ বচন—নহে সে অলীক!
দয়ার প্রতিমা যে করে ধরায়
জীবন উৎসর্গ পরের সেবায়!
দানে অদ্বিতীয়া—নিঃস্বার্থ উদার,
জীবনের ব্রত—পর উপকার।
নাটোরাধিপতি—"রাম জীবনের"—
পুত্রবধূ,—রাজলক্ষ্মী নাটোরের।
'রামকান্ত' স্বামী—সঙ্গিনী 'ভবানী'
প্রতিভার বলে হ'ল রাজ রাণী!
সুখ্যাতি বাখানে সকলে তাই।

পতিব্রতা সতী—পতির কারণ
সহুপায় কত করিলা স্মরণ।
না মানে বারণ এবে অনুপায়
কি করিবে সতী ভাবিয়ে না পায়?
'মন্ত্রিবরে' পুনঃ করিতে বরণ
অনুনয় কত করিলা যতন।
কিন্তু 'রামকান্ত' নাশুনি সে কথা
প্রণয়িনী মনে দিলা বড় ব্যথা,
হইলা ভবানী মরম-হত!
'রামকান্ত' যবে রাজ্যচ্যুত হয়ে,
সঙ্গিনীর সহ 'শেঠের' আশ্রয়ে—
ছিলা অবস্থিত,—ভবানী তখন
'মন্ত্রি' সনে করি সৌহৃদ্য স্থাপন,
আশ্চর্য্য কৌশলে নিজ বুদ্ধি বলে
পাইলা স্বরাজ্য বিদিত সকলে।
গাত্র আভরণ—'দয়ারাম' করে
অর্পিলা সকল সরল অন্তরে;
বিশ্বাস করিলা—হিতৈষী সেজন
অবশ্য করিবে মঙ্গল সাধন,
বিচক্ষণ তাঁরে জানিতা রাণী।
হয়ে পতিহারা বিধবা রমণী
শাসনের ভার লইলা আপনি।
পাষণ্ড 'সিরাজ' নবাব যখন
'পলাসির যুদ্ধে' হৃতসিংহাসন;
চির অস্তমিত—সৌভাগ্য তপন
গভীর আঁধারে ভারত মগন!
দেখালে বীরত্ব—প্রতিভা অতুল
ভবানীর গুণে ধন্যা নারী কুল!
ভুলিবেনা কভু—বুদ্ধির কৌশল
দেখিয়া অবাক্ স্তম্ভিত সকল!
অলৌকিক তেজঃ রমণী স্বভাবে?

বিস্ময়ে মগন নিরখি সে ভাবে,—
    কল্পনা পরাস্ত বিবৃতিতে আজ !
পাপিষ্ঠ 'সিরাজ' রিপুর অধীন,
পাপ কার্য্যে তাই লিপ্ত চিরদিন।
রাজপুত্রী 'তারা'—পরমা রূপসী
শৈশবে বিধবা অকলঙ্ক শশী !
'পামর,' তাহারে পরশিতে চায়,
সতীত্ব কি ধন বুঝিবে কি তায়
দুর্ব্বৃত্ত যবন ?—বাঁচেনা লজ্জায়
শুনিয়া জননী,—রোষে ও ঘৃণায়
উপেক্ষি তাহার ঘৃণিত প্রস্তাব,
ভৎর্সনা করিলা—নিকৃষ্ট-স্বভাব—
    দুর্মতি 'নবাব,'—সিরাজে, অতি!
পুত্রীকে পাঠালে 'তীর্থ কাশী ধাম,
সৈন্য ঠাটসহ, ভেবে পরিণাম
দিলা উপদেশঃ—'বিজয় প্রত্যাশা
নাহি থাকে যদি জীবনের আশা;
সর্ব্বাগ্রে বিনাশি তারারে তখন,
আত্মরক্ষা ক'র পরে সৈন্যগণ!
ধর্ম্মরক্ষা হেতু—স্নেহ ও মমতা—
বিসর্জ্জন দিতে হবে কি কুণ্ঠিতা
ভারত রমণী ? কিবা তেজস্বিনী !
(সিংহী কি শিহরে হেরিলে হরিণী ?)
প্রস্তুত হইলা—যুঝিবে আপনি,
কে শুনিবে আজ বীরত্ব কাহিনী,
    বীরাঙ্গনা বঙ্গে হবে কি আর ?
অবলা রমণী—আছে অপবাদ !
ভবানী করিছে তার প্রতিবাদ।
অতুল বিক্রমে করি শত্রু হত,
কুলের মর্য্যাদা রাখিবে অক্ষত !
প্রজারা পূজিত দেবতার মত—
রাণী ভবানীরে, যতনে নিয়ত !
দেখি অত্যাচার—লক্ষ লক্ষ লোক
যুদ্ধে অগ্রসর, কে থামাবে রোক্ ?
'নবাবের' সেনা—সাহস না পায় !
পাপিষ্ঠ 'সিরাজ' ভেবে ক্ষুন্ন তায়,
    পূরিলনা পাপ বাসনা আর।
অন্ন বিতরণে যেন অন্ন পূর্ণা,
দয়া গুণে তাঁর—ধরণী সে ধন্যা।
দীনে অন্ন বস্ত্র—রোগীরে ঔষধ
যোগাতেন তাই তারা নিরাপদ।
মাতার মতন করিয়ে যতন
পালিতেন প্রজা করি প্রাণপণ।
পাঁচ লক্ষ বিঘা জমি সে নিকর,
(নানা শ্রেণী লোক—অনাত্মীয়-পর)
করিত সম্ভোগ—কিবা উদারতা
রাণী ভবানীর ! স্নেহ ও মমতা
তুলা দিতে নারি—যাই বলিহারী ;
রমণী সমাজে রতন সে নারী !
    অসীম অপার করুণা তাঁর।
বিদুষী না হয়ে বিদ্যার আদর
কে করিবে এত ? দানে অকাতর !
কিবা বদান্যতা ! পঁচিশ হাজার
রৌপ্য মুদ্রা দিলা পণ্ডিত মাঝার !
বেশ ভূষা হীন! সামান্য ভাবেতে
দিনপাত করি, বিশাল ভারতে
দেখালে যে ভাব—যেন স্বর্গদেবী,
বড় সাধ মনে ও চরণ সেবি।
ধরম বিশ্বাস কিবা অবিচল
কি দিব তুলনা—একান্ত বিরল,
    খুঁজিয়ে না পাই অবনী মাঝে !
আনি দুই ছড়া হীরকের হার

দিলা 'রামকান্ত' ; ভবানী তোমার
লও ঝড়গাছা, ছোট গাছা সেই
ভবানীপুরের 'বিগ্রহেরে' দেই।
কিন্তু রাজরাণী করিলা মনন,
বড় গাছ 'তাঁরে' করিব অর্পণ ;
রামকান্ত তারে কহিলা তখন
আমার সে ইচ্ছা হবে না পূরণ ?
কহিলা ভবানী—কিবা হাস্যমুখ!
উভয়েরই ইচ্ছা তবে পূর্ণ হ'ক ;
এই বলি 'হার' দুই গাছি 'তাঁরে'
মনের হরষে দিলা একেবারে,

কোথায় দেখিব এ দৃশ্য আর ?
অবরোধ প্রথা ছিল না তাঁহার।
অমাত্যের সনে বসিয়ে বিচার
করিতেন তিনি—সে 'মন্ত্র ভবনে' ;
শ্রবণে সে কথা ধাঁধা লাগে মনে!
রমণী-সমাজে একি অপরূপ!
খোলা দরবারে বসিতা কিরূপ ?
সময়েরে তিনি তিন ভাগ করি
করিতেন ব্যয়, বাঁধা ছিল ঘড়ি।
'ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,' 'পর উপকার'
'রাজ কার্য্য দেখা'—বিভাগ তাহার।
শেষ কালে 'রাণী' সন্ন্যাস আশ্রমে
'বড় নগরেতে' ধরম করমে,
গঙ্গাতীরে থাকি ব্রত অনুষ্ঠান
করিতেন সদা সপি মন প্রাণ।
উনাশী বছর বয়সে ভবানী
ইহলোক ছাড়ি গেলা রাজরাণী,

শান্তি নিকেতনে মায়ের কোলে।
ভুবন ভরিয়া ভবানীর নাম
গাইবে সকলে স্মরি অবিরাম!
নাহি ভাষাজ্ঞান কল্পনা শকতি
কিগুণে আঁকিব পবিত্র মূরতি ?
সতীত্ব বীরত্ব মহত্ত্ব যেখানে,—
নীচ ভাব কিছু থাকে কি সেখানে ?
অনন্ত অক্ষয় সুখে নিমগন
পতিব্রতা সতী ভবানীর মন!
চির শান্তিময় নিত্য নিকেতনে,
স্বর্গ-দেবী রূপে দিব্য আভরণে ;
বিভূষিতা আজ ভারত রমণী,
ধন্যা যাঁর গুণে বিশাল ধরণী!

ধন্য বঙ্গবাসী স্মরণে তাঁয়!!!

নূতন সংবাদ

১। বর্দ্ধমান বিভাগে ১টী এবং প্রেসিডেন্সী সার্কেলে ১৯টী বালিকা গত অপার প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

২। লেডী ডফরিণ লণ্ডনে লেডী ডফরিণ ফণ্ডের এক কমিটী করিয়াছেন, কুপার সাহেব তাহার সম্পাদক।

৩। সুরাটের সাহায্যার্থ কলিকাতায় প্রায় ৯ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এচ, এম, রুষ্টমজী সম্পাদক। এই ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বামা রচনা।

নব বর্ষ।

একটী বরষ ক্ষুদ্র প্রবাহ মতন,
মিশে গেল ধীরে ধীরে কালের সাগরে
হাসাইয়া, কাঁদাইয়া মানব-জীবন
অদৃশ্যে চলিয়া যায় চিরদিন তরে। ১

বিগত বরষে কেহ হৃদয় কাননে
রোপেছিল আশালতা অতীব যতনে,
ভেবেছিল ভ্রান্তপ্রাণে আশার মায়ায়,
ফলিবে সুফল কত বরষের সনে। ২

উপাড়িয়া আশালতা নিরাশাবাত্যায়,
আঘাতিয়া হৃদি তার বিষাদ প্রস্তরে,
আপন অভীষ্ট সাধি বর্ষ গেল হায়,
স্মৃতি মাত্র রাখি শুধু মানব অন্তরে; ৩

কার(ও) গৃহে নববর্ষে আনন্দ উৎসব,
বিষাদ তমস জালে কাহার(ও) হৃদয়
ঢেকেছে, শোকাশ্রু ধারা ঝরিছে নয়নে,
নিঠুর কালের লীলা প্রহেলিকাময়। ৪

চিরদিন তরে হায় স্বজন কাহার
নিদয়, নির্ম্মম, কাল লয়ে গেছে হরে,
সুখের আলয় আহা, করিয়ে আঁধার!
ভাসে পরিজন তার শোক পারাবারে। ৫

নয়নের কাছে আহা! ছিল যে সে দিন,
চিহ্ন মাত্র রহিবে না আর এ জগতে,
বর্ত্তমানে মুগ্ধ নর, কল্পনা অতীত,
অজ্ঞাত ভবিষ্য দুঃখ, ভাবে নাই চিতে। ৬

এই যে এসেছে বর্ষ নব সাজ পরি,
হায় কারে ডুবাইতে বিপদ সাগরে,
এই বর্ষ সনে কার জীবন শর্ব্বরী
পোহাইবে ধরণীতে চিরদিন তরে। ৭

মোহে মুগ্ধ অন্ধনর! দেখ আঁখি খুলে,
নিশিদিন স্রোত মত হতেছে বিগত,
অলীক আমোদ সব রেখে দিয়ে ফেলে,
ভবের কর্ত্তব্য কাজ সাধহ সতত; ৮

বর্ষ যায় বর্ষ আসে এইরূপে কত,
ক্ষণস্থায়ী হায় এই মানব জীবন,
এইরূপে একদিন বরষের মত,
শুকাইবে আশালতা, ভাঙ্গিবে স্বপন; ৯

জগদীশ! নববর্ষে করি বার বার,
প্রণিপাত ভক্তি সহ তোমার চরণে,
ধর্ম্মপথে থাকে যেন হৃদয় আমার,
সুস্থকায়ে রেখো দেব পরিজন সনে। ১০

শ্রীপ্রমীলা বসু।

মহা যাত্রা। *

"উচ্চতর রক্ত স্রোত ধমনীতে ধরি
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি"
নবীনচন্দ্র সেন।

আজি মহারাজ তোমার চরণে
এদাসী বিদায় মাগে,
জনমের মত দুই এক কথা
কহিতে বাসনা জাগে।
তোমার আশীষে চলিনু স্বরগে
মর-লীলা করি সায়,
কৃতজ্ঞতা রসে উথলিছে প্রাণ
শেষ নমস্কার পায়!
হীরক রতন রাজ-সিংহাসন
দিয়াছিলে অধীনীরে,

* ১৮০৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে বুঁদী-রাজ সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজ-

কত ভাল বাসা সোহাগ যতন
সতত ঢেলেছ শিরে।
এ মর জগতে নশ্বর জীবনে
ছিল না অভাব লেশ,
বিষাদ বেদন বুঝিনি কখন
তোমা হ'তে হৃদয়েশ।
তুমি স্নেহময় তুমি প্রেমময়
তুমি বীর মহাযোধ,
নীচাশয়া কভু ভেবনা দাসীরে,
এই শেষ অনুরোধ।
"অরাতি মহিলা—কুসুম কোমলা—
কচি শিশুসহ হায়,
অনাহারে মরে নিবিড় কাননে
অনাথা কাঙালী প্রায়!"
শুনি এ বারতা গলিল পরাণ
উঠে হৃদি উথলিয়া,
করিনু যতন মনের মতন
বসন ভূষণ দিয়া।
মনসাধ পূরি আহার পানীয়
দিয়াছিনু সবাকায়,
নিরাপদে তারা গেছে নিজ ঠাঁই
কৃতার্থ হয়েছি তায়।
মুছায়ে পরের নয়নের জল,
বাঁচায়ে পরের প্রাণ,
কি সুখ মরণে!—যে মরে সে জানে
কি আনন্দ প্রাণ দান!
আপনার তরে মরে যেই জন
মরণে তাহারি ব্যথা,
যেই নরাধম পাপে পুড়ে মরে
অসহ তাহারি কথা!
নয়নের জল উথলি আসিছে
পুলকে সরে না বাণী,
পরের লাগিয়া এ মর জীবন
ত্যজিল তোমার রাণী!
কখন ভেবনা তোমার ললনা
মরণেরে করে ভয়,
ক্ষত্রিয় শোণিতে যাহার জনম
মৃত্যু তার "সুখময়"!
"নিজ প্রাণ দিয়া সর্ব্বস্ব সঁপিয়া
বাঁচাবে শরণাগতে"
তোমার প্রসাদে শিখেছে অধীনী
আর্য্যনীতি এ জগতে।
সফল জনম সার্থক জীবন
বীরতা সাধিয়া যাই,
বীরাঙ্গনা হয়ে হীন সম্ব মলে
সে লাজের সীমা নাই!
ভেব না রাজন! তোমার আঘাতে
পেয়েছি মরম ব্যথা,
আমার হৃদয় ভরিয়া রয়েছে
তোমার স্নেহের কথা!
স্বপনেও দাসী পলকের তরে
তোমারে ভাবেনি ভিন,
মরণেও তুমি প্রেমময় তার
স্নেহময় চির দিন!
তোমার প্রেয়সী হয়ে ধরাতলে
ছিলাম অতুল সুখে,
বৈকুণ্ঠের দ্বার খুললে আবার
কাঁদব কিসের দুখে?
মনে রেখ নাথ, রমণীহৃদয়
ভালবাসা প্রস্রবণ
প্রিয়তম পতি জগতের গতি
প্রাণের সর্ব্বস্বধন!
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
তুমিই আমার সার,
এ জনম তরে চলিলাম তবে
করি শেষ নমস্কার।

প্রিয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

গণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান সময়ে তদীয় মহিষী, অরণ্যাস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীদিগকে আহার পানীয় প্রভৃতি দিয়া দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করেন; রাণীর সহায়তায় ইউরোপীয়দিগের দিল্লী শিবির প্রস্থানের পর বুঁদীরাজ স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন ও রাণী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। জনশ্রুতি শত্রু পক্ষের প্রতি দয়া প্রকাশ করাতে ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা রাণীকে নিহত করেন। তদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৩ সংখ্যা } জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬—জুন ১৮৮৯। { ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—বি, এ, পরীক্ষায় ৪৪০ বি, এলে, ১৮৫, এফ, এ, ৭১৫ এবং এণ্ট্রান্সে ১৪৭৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শতকরা পাস সাধারণতঃ বড় কম হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বেথুন কলেজে ফাষ্টআর্টে ৪ জনের মধ্যে ২, এবং প্রবেশিকায় ৫ জনের মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সারদাশ্রম—রমাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত সারদাশ্রমে শিক্ষা লাভার্থ বেথুন স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রী বঙ্গমহিলা এক বৎসরের ছুটী লইয়া যাইতেছেন।

দলীপ সিং—রণজিৎপুত্র এবার বড় পাকা চাল চালিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীকে রুসিয়া হইতে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য পুনর্লাভার্থ তিনি ইংরাজের অনুগ্রহ চান না, কিন্তু তাঁর সম্পত্তি কোহিনুর মণি মহারাণী যে নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছেন, হয় তাহা ফিরাইয়া দেন, নয় তাহার উচিত মূল্য প্রদান করেন। মহারাণী খৃষ্টান ও ধার্ম্মিকা, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন, এই তাঁহার দৃঢ় আশা। আমরা শুনিয়াছিলাম রণজিৎ কোন আফগান সর্দ্দারকে পরাজয়

করিয়া যখন কোহিনুর হরণ করেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ইহার দাম কত? সে ব্যক্তি তখনি স্পষ্ট জবাব দেয় "পাঁচ জুতি।" দলীপ সিংহের এ কথা স্মরণ থাকিলে কোহিনুরের দাম চাহিতেন না। যতদিন বীরভোগ্যা বসুন্ধরা রহিয়াছে, ততদিন অশক্তদিগের ক্ষমাগুণই পরম ভূষণ।

সতীদাহ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ছিল?—সহমরণ প্রথা রহিত হইবার সময় গননা দ্বারা স্থির হয়, ২৫ বৎসরের মধ্যে ৭০ হাজার রমণী অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রকৃত সংখ্যা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হওয়াই সম্ভব। পতির সহিত অক্ষয় স্বর্ণভোগের কামনায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনেকে জীবন্ত দেহ অগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বার্থপর আত্মীয় বন্ধুর প্রবর্ত্তনায় এবং বাদ্য রোলের গোলে অনিচ্ছাতেও কত নারী প্রাণ হারাইয়াছেন!

নায়াগ্রা জল-প্রপাতের শব্দ—আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ নায়াগ্রা জলপ্রপাতের শব্দ ফনোগ্রাফ যন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া সেই যন্ত্র ইংলণ্ডে আনিয়া লোকে সেই ভীষণ শব্দ অবিকল শুনিতেছে।

স্ত্রী-প্রহরী—আমেরিকায় নিউইয়র্ক সহরে স্ত্রী-প্রহরী আছে। ইহারা রাত্রিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কেবল মেয়ে মাতালদিগকে ধরিয়া বেড়ায়। পুরুষ প্রহরীরা মেয়ে মাতালদিগের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করে বলিয়া স্ত্রী-প্রহরীর আবশ্যকতা।

স্ত্রী কর্ম্মচারী—রুষ দেশে প্রায় সমস্ত টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী স্ত্রীলোক।

মৌমাছি ও পারাবতের দৌড়—ওয়েষ্ট ফেলিয়াতে ইতি মধ্যে মৌমাছি ও পারাবতের দৌড় হইয়াছিল, ৪টী মধুমক্ষিকা ও ৪টী পারাবত ৩া০ মাইল দূর হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথম মৌমাছিটী প্রথম পরাবতের ২৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে। অপর ৩টী দ্বিতীয় পারাবতের পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিল।

আশ্চর্য্য সংবাদ—(১) মার্কিণ দেশে এক রমণী ৭ বৎসর কাল কেবল মাত্র জল খাইয়া বাঁচিয়াছিল।

(২) ফ্রান্সে একটী বানর পিয়ানোতে গান ও গৎ বেশ বাজাইতে শিখিয়াছে।

দান—(১) আলীগড়ের মহম্মদীয় এংলোওরিয়েন্টাল কলেজের সাহায্যের জন্য কাশীমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(২) মহিষাদলের রাজা জ্যোতিষ প্রসাদ গর্গ তাঁহার জমীদারীর বন্যাপীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যার্থে বাঁধ বাঁধিবার জন্য ২০ হাজার টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

বেলুন যাত্রা (১)—বাঙ্গালীর সাহস—২২শে বৈশাখ শনিবার অপরাহ্নে বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একাকী বেলুনে উঠিয়াছিলেন।

৪০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া বেলুন নিম্নগামী হয়, এবং সোদপুর ষ্টেসনের নিকটস্থ নাটাগড়ে গ্রামে অবতীর্ণ হয়।

(২) ২৯এ বৈশাখ স্পেন্সার সাহেব জামালপুরে বেলুন আরোহণ করেন। পারাসুটে নামিবার সময় পাহাড়ের উপরে পড়িয়া বড় আঘাত পাইয়াছেন।

কথোপকথনের ভাষা—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকে অর্থাৎ ৪০ কোটী লোকে চিনীয় ভাষায় কথা কয়। তাহার নীচে হিন্দী ও ইংরাজী; ১০ কোটী হিন্দীতে ও প্রায় ১০ কোটী লোক ইংরাজীতে কথা কহিয়া থাকে। রুষভাষী লোক ৭ কোটী, জর্ম্মণ ভাষী ৫ কোটী এবং স্পেনীয় ভাষায় কথা কহে এরূপ লোকের সংখ্যা ৪ কোটী ৭০ লক্ষ।

কীর্ত্তিস্তম্ভ—কলিকাতার মনু- মেণ্ট ১৬৫ ফিট উচ্চ। সম্প্রতি পারিস নগরে একটী টাউয়ার নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার উচ্চতা ৯৮৪ ফিট। ইহার ন্যায় উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীতে আর নাই।

বিধবা সংখ্যা—ভারতে ২১,০০০,০০০ বিধবা। ইহার মধ্যে ৭৯০০০র বয়স ৯ বৎসরের কম। ২০৭০০০র ১৪ বৎসরের কম এবং ৩৮২০০০র ১৯ বৎসরের কম।

স্ত্রী-কীর্ত্তি—বিলাতে একটী মদ্য- নিবারিণী সভা কেবল স্ত্রীলোক দ্বারা চালিত হয়। ইহার সভ্যের সংখ্যা ২৮০০০০। ৩৭৭টী শাখা সভা আছে, সকল গুলিই স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত।

স্ত্রীমিত্র—বোম্বাইয়ের কয়েকজন পার্সি মহিলা স্ত্রীমিত্র নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন।

অপূর্ব্ব বিবাহ—সঞ্জীবনী বলেন যে লজ নগরে অল্প দিন হইল এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ১৮ বৎসরের পাত্র এবং ৭৪ বৎসরের পাত্রী। নবোঢ়া বধূর ১১টি পুত্র কন্যা। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তানের বয়স ৫৩ বৎসর, এতদ্ব্যতীত সেই পাত্রীর ২৩টী পৌত্র ও পৌত্রী এবং ২৩টী প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী আছে। তাহাদের কাহারও বয়স ১৮ বৎসরের ন্যূন নহে; বর নাকি বেশ অবস্থাপন্ন নব বধূর ধন সম্পত্তি কিছুই নাই, অথচ কিসের দায়ে এই বিবাহ হইল তাহাই ভাবিয়া লোক অস্থির।

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

এক দিন প্রাতঃকালে গোদাবরী নদীর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থঘাটে এক প্রৌঢ় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছি- লেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার দুই কন্যা ছিলেন। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একের বয়ক্রম নয় বৎ- সর, অপরের বয়ক্রম সাত বৎসর। তৎ- কালে সেই ঘাটে এক রূপবান্ ব্রাহ্ম- যুবক স্নানার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। স্নান ক্রিয়া ও আহ্নিক পূজাদি সমাপন

করিয়া প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ উক্ত যুবককে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার নাম ধাম জাতি ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে বিপত্নীক জানিয়া তিনি তাঁহার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। যুবক ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলে অবিলম্বে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিয়দ্দিবস পরে যুবক সস্ত্রীক স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুবকের কথা বলিতেছি, তাঁহার নাম অনন্ত শাস্ত্রী; আর যে নবম বর্ষীয়া বালিকাকে তিনি বিবাহ করিয়া লইয়া যান, তিনি পণ্ডিতা রমাবাইয়ের মাতা। অনন্ত শাস্ত্রী পশ্চিম ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী মাঙ্গালোর পরগণা নিবাসী। বাল্যকালে ইহাঁর এক বিবাহ হয়। সেই বিবাহের পরেই ইনি পুনা নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। রামচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় পুনার পেশওয়ার সহধর্ম্মিণীর অধ্যাপক ছিলেন। যখন তিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে গমন করিতেন, তখন প্রিয় শিষ্য অনন্ত শাস্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। পেশওয়ার রাণীকে সংস্কৃত পাঠ করিতে দেখিয়া বালক অনন্ত শাস্ত্রীর মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের উদ্রেক হয় এবং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে বাটী ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে (তাঁহার প্রথমা স্ত্রী—রমাবাইএর মাতা নহেন) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবেন। তেইশ বৎসর বয়সে অনন্ত শাস্ত্রী গুরুদেব রামচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বাটী গমন করিয়া তিনি স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় হইলেন সুতরাং তিনি উক্ত সাধু কামনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন অনন্ত শাস্ত্রী দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া ঘরে আসিলেন, তখনও তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বীতরাগ হয়েন নাই। কিন্তু এবারও নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। অনন্ত শাস্ত্রী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে বিদ্যাবতী করিবার জন্য এবার গৃহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের নিকট গঙ্গামূল্ নামক একটী ক্ষুদ্র অরণ্য আছে, তথায় গমন করিলে কেহ আর তাঁহার শুভ সংকল্প সাধনে কোন বাধা দিতে পরিবে না উপলব্ধি করিয়া সেই জনবিহীন বিপদসঙ্কুল স্থানে তিনি সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন। প্রথম দিবস বৃক্ষতলেই যাপন করিলেন। রাত্রে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি বিকট চিৎকারে অরণ্য

প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, অনন্ত শাস্ত্রী জাগরিত থাকিয়া তাঁহার বালিকা সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মী বাইকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে অল্প দিবসের মধ্যে তিনি একটী সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। এখানে স্ত্রীকে শিক্ষা প্রদানে কেহই বাধা দিবার ছিল না। প্রত্যহ প্রাতে শাস্ত্রী মহাশয় স্ত্রীকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সুযশ পার্শ্বস্থ গ্রামাদিতে প্রচারিত হইলে কতক গুলি বালক তাঁহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতে লাগিল। ক্রমে শাস্ত্রী মহাশয়ের দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মিল। অনন্ত শাস্ত্রী স্বয়ং স্ত্রী ও শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যাকেও পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা রমাবাই জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং রমাবাইকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার ভার নিজের স্ত্রীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রিয়া কন্যা রমার বয়ক্রম যখন পাঁচ ছয় বৎসর, তখন মাতা লক্ষ্মীবাই প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া অতি সস্নেহে মুখে মুখে সংস্কৃত ভাষার বর্ণ গুলি আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

রমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন জন্য শাস্ত্রী মহাশয় ঋণগ্রস্ত হয়েন। ঋণ পরিশোধার্থ পৈতৃক বিষয় বিক্রয় হইয়া যায়। গৃহহীন হইয়া তিনি সপরিবারে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হয়েন। সাত বৎসর কাল তিনি কেবল পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। যখন পর্য্যটনে বহির্গত হয়েন, তখন রমার বয়ক্রম নয় বৎসর।

যে নয় বৎসর এই উচ্চমনা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত সপরিবারে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান, তাহার এক দিনও ইহাঁদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি অবহেলা দেখা যায় নাই। রমাবাই ক্রমে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা অতীব সন্তুষ্ট হয়েন। অর্থাভাবে রমাবাইয়ের এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। তাঁহার যখন ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম তখন তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই এককালে পরলোক যাত্রা করেন। তখন ইহাঁদের এতই দরিদ্রাবস্থা যে পিতামাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনোপযোগী সঙ্গতি ছিল না। পরে দুই জন ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তাঁহাদিগের দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দেন।

রমাবাইয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী পূর্ব্বেই পরলোকগতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত রহিলেন। পিতৃমাতৃ ও ভগিনী হীন হইয়া ইহাঁরা দুই জনে কলিকাতায় আগমন করেন। রমাবাইয়ের অসা-

ধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শিতা গুণে কলিকাতায় তিনি অনেক বড় লোকের অনুগ্রহ পাত্রী হয়েন এবং সংস্কৃত কালেজ হইতে তাঁহাকে স্বরস্বতী উপাধি প্রদত্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে রমাবাইয়ের ভ্রাতার মৃত্যু হয়। রমাবাই ভ্রাতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—"রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া তিনি কেবল একমাত্র আমার বিষয় চিন্তা করিতেন। বলিতেন যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমার কি হইবে। যখন তিনি এই কথা বলিতেন তখনই আমি তাঁহাকে বলিতাম ;—"আপনি আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। ঈশ্বর আমাদের উভয়ের একমাত্র সহায়।" এই কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিতেন, "যদি ঈশ্বর আমাদের সহায় হন, তবে আর ভাবনার বিষয় কি আছে?" বাস্তবিক এই সকল বিপদের সময় আমার বোধ হইত যেন ঈশ্বর আমাদের পার্শ্বে রহিয়াছেন—আমি তখন তাঁহার উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করিতাম।" রমাবাইয়ের ভ্রাতার মৃত্যুর ছয় মাস পরে তিনি শ্রীহট্ট নিবাসী ও ব্রাহ্ম প্রবাসী বাবু বিপিন বিহারী বসু এম, এ, বি, এলকে বিবাহ করে। ইনি বেহার অঞ্চলে উকীলের ব্যবসায় করিতেন। সিবিল বিবাহ আইন অনুসারে ইহাঁদের বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। বিবাহের উনিশ মাস পরে ওলাউঠা রোগে বিপিন বাবুর কাল হয়। স্বামীর পরলোক গমনের তিন চারি মাস পরে রমাবাইয়ের একটী কন্যা সন্তান হয়। এই কন্যাটীর নাম মনোরমা।

আর বিবাহাদি না করিয়া স্বদেশীয় নারী-সমাজের উপকারার্থ জীবন সমর্পণ করিব, রমাবাই এক্ষণে এই সংকল্প করিলেন, এবং বোম্বাই প্রদেশে গমন করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও মর্ম্মানুসারে হিন্দু নারীগণের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনা নগরে "আর্য্য মহিলা সমাজ" নাম দিয়া মহিলাদিগের একটী সভা সংস্থাপন করিলেন। উহার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, দ্বিতীয়, বাল্য বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন। রমাবাই সুবক্তা। এক্ষণে তিনি বোম্বাই অঞ্চলের নগরে নগরে উক্ত দুইটী সংস্কার সাধনের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান করিয়া এবং পুনা নগরীস্থ "আর্য্য মহিলা সভার" শাখা সভা সংস্থাপন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রমাবাইয়ের এই বিশ্বাস হইল যে তিনি যে মহৎ সংকল্প সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সুন্দর রূপে সংসাধন জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক সে শিক্ষা তাঁহার নাই। তাঁহার মনে এই ধারণা হইল যে উক্ত প্রকার শিক্ষা লাভ জন্য তাঁহার ইংলণ্ডে গমন করা আবশ্যক। এই সময়ে কোন খ্রীষ্টীয় ইংরাজ মহিলার সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়াতে ইংলণ্ডে গমন করিবার সুবিধা উপস্থিত হয়,

এবং তিনি স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে উক্ত মহিলার সহিত ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তথায় বাণ্টেজ্ (Wantage) নামক নগরে "Sisters of St. Mary's home" নামক খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের আবাসে তিনি বাস করিতে থাকেন। তথায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়া রমাবাই উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল বিশেষরূপে অব-গত হইয়া উক্ত ধর্ম্মে সম্পূর্ণ আস্থাবতী হয়েন। তিনি বলেন এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের দয়ার পাত্রী হইতে পারিব বলিয়া আমার অকপট বিশ্বাস হয়, সুতরাং আমি সরল অন্তঃকরণে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করি। ১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রমাবাই ও তাঁহার কন্যা দুইজনেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বাণ্টেজ নগরে তিনি এক বৎসর কাল ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় নিযুক্তা থাকেন। পরে চেল-টেন্‌হাম (Cheltenham) নগরের স্ত্রী-লোকদিগের বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্তা হয়েন। অধ্যয়নের পর যে সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহা তিনি বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষায় ক্ষেপণ করিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি এই সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষমা হয়েন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষা বিভাগে একটী উচ্চ কার্য্য দিবেন, ১৮৮৫ সালে যখন এইরূপ প্রস্তাব হই-তেছিল, তখন আমেরিকা হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আইসে। রমাবাই সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মার্কিন দেশে যাত্রা করিলেন। তিন বৎসর কাল উক্ত দেশে অবস্থিতি করিয়া পণ্ডিতা রমাবাই অল্পকাল হইল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সে সংবাদ আমরা যথাসময়ে প্রকটিত করিয়াছি। আমেরিকায় অবস্থিতি কালে রমা-বাই আমেরিকার শিশু বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। আমেরিকায় শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে প্রণালীতে পুস্তক রচিত হয় রমাবাই সেই প্রণালী অনুসারে মহারা-ষ্ট্রীয় ভাষায় কয়েক খানি পুস্তক রচনা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা আজও প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। আমেরিকায় অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাদিগের সহিত আলাপ করিয়া ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধন জন্য ইনি একটী সমিতি গঠিত করিয়া আসিয়াছেন। সেই সমিতি হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই নগরস্থ বিধবাদিগের আবাসের সাহায্যার্থ বৎ-সর বৎসর প্রয়োজন মত অর্থ প্রদত্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত রমাবাই "উচ্চ জাতীয় হিন্দু স্ত্রীলোক" নাম দিয়া এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক হইতে যে অর্থলাভ হইবে, তাহা

"বিধবা নিবাসের" জন্য ব্যয়িত হইবে। রমাবাইয়ের জীবন বৃত্তান্তে পাঠিকা অনেক শিক্ষার বিষয় পাইবেন। তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্না রমণী ভারতে অতি বিরল। তাঁহার ন্যায় গুণবতী মহিলার সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ তত প্রসারিত হবে।

আদর্শ রমণী।

(২৯২ সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার পর)

আদর্শ বঙ্গললনা শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা আপন বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবেন। সেই পরিষ্কার বুদ্ধির আলোকে জীবনের সকল প্রশ্ন তাঁহার নিকট মীমাংসিত হইবে। তিনি না বুঝিয়া দেশাচার-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন না। তাঁহার শিক্ষা যতদিন না সমাপ্ত হইবে, ততদিন ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের ছবি তাঁহার মানসপটে চিত্রিত হইবে না। প্রকৃতির নিয়মক্রমে যখন তাঁহার শরীর ও মন পূর্ণতার দিকে সম্যক্ অগ্রসর হইবে, তখন বিবাহের চিন্তা সহজ ভাবেই উপস্থিত হইবে। যতদিন না আপনা আপনি এ চিন্তা উদয় হয়, ততদিন বিবাহের আবশ্যকতা নাই বুঝিতে হইবে। স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য যথাসময়ে হইবেই হইবে। বিবাহ,—পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন,—প্রকৃতিগত অখণ্ডনীয় নিয়ম। শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ, মানসিক বৃত্তির উন্মেষ, হৃদয়ের চর্চ্চা স্বাভাবিক ক্রম অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; অকাল বিকাশ বিনাশের পূর্ব্ব পন্থী। নানাপ্রকার উপায়ে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ উপযুক্ত সময়ের অগ্রে করান যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির শৃঙ্খলা ভগ্ন হইয়া মহা অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। কুসংসর্গে, কুচিন্তায় এবং অসদ্‌গ্রন্থ পাঠে মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহা শরীরের উপরেও কার্য্য করিয়া থাকে। বঙ্গীয় পরিবার এইরূপ অকাল বিকাশের এক একটী যন্ত্র স্বরূপ। বালক বালিকাগণকে যেরূপ শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের মধ্যে রাখা হয়, তাহাতে উপযুক্ত বয়সের বহু পূর্ব্বেই তাহাদের যৌবন উন্মোষিত হয় এবং বিবাহের চিন্তা মনে প্রবেশ করে। আদর্শ রমণী এই সমস্ত শক্তির কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিবেন। তিনি স্বভাব শিশু হইয়া স্বভাবের নিয়মেই পরিচালিত হইবেন।

বিবাহের প্রাণ ধর্ম্ম,—শারীরিক সম্বন্ধ শুধু উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু সংসা-

রের লোক চিরকালই উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। বিবাহের যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহাতে বিকৃতির লক্ষণই বেশী। শরীরের মিলন নহে, প্রাণে প্রাণে মিলনই বিবাহের উদ্দেশ্য। আদর্শ রমণী শারীরিক বিবাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। তাঁহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক হইবে। তাঁহার হৃদয় তাঁহার পথ প্রদর্শক হইবে। বাহিরের কোন গণনা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিবে না। হৃদয় যদি আর এক জনের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্ম ব্যগ্র হয়, অনন্ত মিলনের জন্ম প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছুটিতে থাকে, কণ্টকময় জীবন-পথে যদি সহচর লাভ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলেই রমণী বিবাহ করিতে অধিকারিণী। হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত না হইলে বিবাহের অধিকার জন্মে না। অগ্রে প্রণয়, তাহার পরে পরিণয়,—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

আদর্শ রমণী লজ্জাশীলা হইলেও স্বাধীন ভাবে সমাজে বিচরণ করিতে থাকিবেন। ধর্ম্মই তাঁহার বর্ম্ম ও আবরণ; তিনি আপনাকে আপনিই সুরক্ষিত করেন। জনসমাজে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার সামাজিক বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি হইবে। যাঁহার প্রতি তাঁহার মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকেই তিনি জীবনের সহচর করিতে অধিকারিণী। পিতামাতা বা অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন ঘটে; কিন্তু কেবল তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করা অত্যন্ত হীনতা। যদি অবস্থা নিতান্ত প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে নারী বরং যাবজ্জীবন কুমারী থাকিবেন, কিন্তু আপনার হৃদয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আত্মঘাতিনী হইবেন না।

জ্ঞান ও প্রেমের মিলনে মানব প্রকৃতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই মণি কাঞ্চন যোগে রমণী দেবীরূপে বিরাজ করেন। প্রেমের দ্বারা তিনি সংসারকে বশ করেন। তিনি সংসারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া পড়েন। পুরুষের বাহুবল নারীর প্রেমের বলের নিকট আনন্দে পরাজয় স্বীকার করে। রমণী যখন গৃহিণী হন, তখন তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজ্ঞী।

হৃদয়ের অনুরূপ প্রফুল্লা রমণী এই সংসারের গরল সমুদ্রে সুধাবিন্দু। সাধ্বীশীলার চরিত্রের সৌরভ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোককে আমোদিত করে। তাঁহার প্রভাব সকলেরই হৃদয়ে অনুভূত হয়।

আদর্শ রমণী যদি কুমারী থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্মের-নামে পরসেবাব্রতে জীবনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন। তাঁহার পবিত্র জীবন পবিত্র কর্ত্তব্য সাধনেই অতীত হইবে। সংসারের মঙ্গল সাধনই তাঁহার অন্তরতম উদ্দেশ্য হইবে; তিনি ব্রহ্মচারিণী ভাবে জীবন যাপন করিবেন। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া হৃদয় মনের বৃত্তিগুলি

স্ববশে আনয়ন করিবেন। সংযম দ্বারা স্বভাবকে নির্ম্মল রাখিবেন।

বিবাহিতা হইলে আদর্শ বঙ্গললনা স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী এবং সহভোগিনী হইবেন। হৃদয়ে হৃদয়ে যখন বিনিময় হয়, তখন জীবনে লক্ষ্যেরও বিনিময় হয়। এক উদ্দেশ্য না হইলে বন্ধন সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয় না। ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিত হইবেন, ধর্ম্মকেই সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। আমাদের শাস্ত্রে সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থআশ্রমেরই অধিক সাধুবাদ আছে। সংসারে থাকিয়া যেটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। ধর্ম্মাচরণে স্ত্রী স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইবেন। শাস্ত্রের উপদেশ গৃহস্থকে সস্ত্রীক ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। স্বামী যে কর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ করিবেন, ভার্য্যা তাহার সহকারিণী হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবেন। যতপ্রকার সাধু কার্য্য আছে, তাহাতে উভয়ে মিলিয়া খাটিলে অতুল আনন্দ হয়। এদেশে স্বামীর জীবন ব্রতের সহিত স্ত্রীর কোন সহানুভূতি নাই। স্বামী স্ত্রী পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভ্রমণ করেন। যতটুকু স্বার্থ, ততটুকুতেই মিলন। স্ত্রী এ সমাজে শূন্য,—তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। পুরুষের দ্বারাই তিনি সকল বিষয়ে চালিত হন। স্রোতের উপরে ভাসমান তৃণের ন্যায় তিনি পুরুষের ইচ্ছা স্রোতে ভাসিয়া যান। আদর্শ বঙ্গবালা স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াও আপনার স্বাধীন ইচ্ছা হারাইবেন না। স্বামী যে একেবারে ভ্রম, অন্যায় ও পাপের অতীত, স্ত্রীর যে স্বামীকে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, ইহা অন্ধতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রেমে উন্মত্ত হইলেও প্রেমাস্পদের ত্রুটী সংশোধন করা অতীব কর্ত্তব্য। প্রেমের সহিত মঙ্গল ইচ্ছা না থাকিলে সে প্রেম স্বার্থ প্রণোদিত বলিতে হইবে। আমাদের সমাজের অর্দ্ধেক অংশ একেবারে নির্জ্জীব; এই অর্দ্ধাংশ সচেতন এবং কর্ম্মশীল হইয়া উঠিলে দেশের বহুল উন্নতি সাধিত হইতে পারে। রমণী যখন এ দেশে পুরুষের বাহুর বল, হৃদয়ের প্রেম, শরীরের শোণিত হইবেন, তখন কার্য্য ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত হইবে,—তখন এ জাতি আবার জাগিয়া উঠিবে। তখনই এ জাতির চরিত্রে পুরুষকারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এক হৃদয় স্বেচ্ছায় অন্য হৃদয়ে মিলিত হইলে ধর্ম্মে, অর্থে বা ভোগে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিতে পারে না। সংসারের সকল প্রকার অবস্থায়, শরীর মনের সর্ব্বাবস্থায় স্বামী স্ত্রী একই প্রকার ভাবের অধীন হইবেন। পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইবেন। দাম্পত্য

প্রণয় সংসার মরুভূমে শান্তি প্রস্রবণ। ইহাতে বিষকেও অমৃত করিয়া লয়। প্রণয়ের প্রভাবে তরুতলও স্বর্ণ সিংহাসন হয়। স্ত্রী স্বামীতে অন্তরের আনন্দ ভোগ করিবেন, স্বামীও স্ত্রীকে আনন্দ ও প্রেমরূপিণী বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবেন। স্বামীর প্রেমে স্ত্রী আপনাকে সম্মানিত মনে করিবেন। স্ত্রী স্বামীর জন্য, স্বামী স্ত্রীর জন্যই যেন জীবিত থাকিবেন। দুই হৃদয়ে এক এবং এক হৃদয়ে দুই হইবে। এই সম্বন্ধই সকল সম্বন্ধের চরমোৎকর্ষ। এই মধুর সম্বন্ধই সংসারের মূল গ্রন্থি।

সতীর পবিত্র প্রেম মর্ত্ত্যের পারিজাত। মানবের যত প্রকার সুখ আছে তাহার মধ্যে পতিব্রতা ভার্য্যালাভ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নানা সদ্‌গুণ ভূষিতা লক্ষ্মী সমা আদর্শ নারী আপনার চরিত্রপ্রভা বিস্তার করিয়া সংসারকে সুখময় করিবেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ন্যায় আত্মীয় স্বজনের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিবে; তাঁহার মধুর প্রশান্ত হাঁসি দুঃখান্ধকারের মধ্যেও সুদিনের শুভ্রালোক উৎপন্ন করিবে। তাঁহার সন্নিধানে যে আসিবে, তাহার মুখ প্রফুল্ল হইবে। সতীর ধৈর্য্য বিপদের সহায়, তাঁহার প্রফুল্লতা সম্পদের সুখ শতগুণ বৃদ্ধি করে। স্বামীর প্রেমে, আদরে, শুশ্রূষায় সতী আপনাকে ঢালিয়া দিবেন। তিনি স্বামীর স্বাস্থ্যের সুখ, রোগের অমৃত হইবেন। যখন প্রিয়তমের মর্ম্মস্থানে যাতনা হইবে, তখন সতী স্ত্রীই তাঁহাকে সান্ত্বনা-সলিলে অভিষিক্ত করিবেন; অবসন্ন হৃদয়ে তিনিই নূতন তেজ ও উৎসাহ অনুপ্রবিষ্ট করিবেন। স্বামীর নিরাশায় তিনিই আশালতা হইয়া থাকিবেন। ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত ফুলদল যেমন নবীন তপন-কিরণে পুনঃপ্রফুল্ল হইয়া উঠে, সতীর প্রেমজ্যোতির সংস্পর্শে মানবের ছিন্ন ভিন্ন হৃদয়ও তেমনই নবীভূত হইয়া থাকে।

আদর্শ বঙ্গনারী "স্বামীর প্রিয়চারিণী, হিতকারিণী, সদাচারা, জিতেন্দ্রিয়া এবং ব্রহ্মপরায়ণা" হইবেন। তিনি এইরূপ হইয়া একটী আদর্শ সুখী পরিবার স্থাপন করিবেন। পরিবার-সমষ্টি লইয়াই সমাজ; সুতরাং প্রত্যেক পরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করে। বঙ্গরমণী আদর্শ গৃহিণী হইয়া পরিবার গঠন ও শাসন করিবেন, নতুবা তাঁহার জীবন বিশেষ কাজে আসিল না। তাঁহার উপর গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বঙ্গসমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথাই প্রচলিত। এই প্রথা অনুসারে চলিতে হইলে বঙ্গরমণীকে অনেক কঠোর পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হয়। কেবল স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যশীলা হইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার অনেক কর্ত্তব্য আছে; লোক লৌকিকতার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হয়। আদর্শ রমণী

আপনার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রেমের বলেই সংসারে চলিতে থাকিবেন। তাঁহার প্রীতি স্রোতস্বিনী নদীর মত সংসার-ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহাকে ফলশালী করিবে।

আত্মীয় পরিবার বন্ধু বান্ধব সকলে তাঁহার প্রীতিগুণে বশীভূত হইবে। পরিবারের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও উন্নতির দিকে তাঁহার একান্ত লক্ষ্য থাকিবে। তিনি পরিবারের প্রত্যেকের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকিবেন। প্রত্যেকের সুখসাধন তাঁহার ইষ্টমন্ত্র হইবে। সংসারে প্রতিকূল ঘটনারাজির মধ্যে অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্য সাধনে রত হইবার জন্য তিনি ধৈর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবেন। সহিষ্ণুতা পরম ধর্ম্ম। আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা ভুলিয়া অহরহঃ অপরের কল্যাণ কামনা করিলে সহিষ্ণুতা উপার্জ্জন করা যায়। রমণী এমন দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, যাহাতে তাঁহার সম্পর্কিত সকলেই প্রেমে মিলিত হয়।

আমাদের দেশে রমণীর হৃদয় অন্ধ ভাবুকতায় পূর্ণ। পরের দুঃখে অশ্রুজল পড়ে বটে, কিন্তু কার্য্যশীল জীবন পরিচালিত করা তাঁহাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। তাঁহাদের বিবেচনা শক্তির কিছু অভাব দেখা যায়। এই বুদ্ধির অভাব নিবন্ধন নানা প্রকার কল্পিত ভয় ও দুঃখে তাঁহারা অভিভূত হইয়া থাকেন। আদর্শ রমণী বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করিয়া এবং হৃদয়কে পরদুঃখকাতরতায় পরিপূর্ণ করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিষ্কার জ্ঞান লইয়া তিনি সংসারের অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বিপদের সময় অশ্রুমাত্রকে সম্বল করিয়া অসহায় হওয়া তাঁহার সাজে না; তিনি ঘোর দুর্দ্দিনেও প্রকৃতিস্থ এবং প্রশান্ত থাকিয়া যথা কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। এক দিকে ভাবস্রোত, আর এক দিকে কঠিন কর্ম্ম-ভূমি। তিনি কখনও স্রোতে গা ঢালিয়া দিবেন না। নির্ভরশীলা হইয়া তিনি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য সেই মুহূর্ত্তেই সম্পন্ন করিবেন।

বঙ্গসমাজে নারীর হৃদয় প্রশস্ত ও উদার নহে। অজ্ঞানতা-নিবন্ধন নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রতা রমণীহৃদয়ে রাজত্ব করে। স্বার্থপরতা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি গরলময় ভাব অধিকাংশ স্থলে অত্যন্ত প্রবল। এই সকল বিষে কত সংসার যে চিরটা কাল জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত স্থলে সঙ্কীর্ণপ্রকৃতি নারী বিচ্ছেদের কারণ, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন। ক্ষুদ্র কথা, নীচ বিষয় লইয়া যাহারা মত্ত, আহার, বেশবিন্যাস, গল্প, শয়ন ভিন্ন যাহাদের কার্য্য আর কিছুই নাই,—তাহারা যে সংসারে শান্তি বিনাশ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?—আদর্শ বঙ্গবালা উদার প্রেমের সাধন করিবেন। তাঁহার সহানুভূতি সকলের

সুখ দুঃখকেই আলিঙ্গন করিবে। তিনি বঙ্গীয় পরিবারকে শান্তির আশ্রম করিয়া তুলিবেন। নিজে প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণকেও প্রীতি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। তাঁহার আদর্শে শত শত ললনা আপনাদের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অনেক বুদ্ধি, প্রচুর কৌশল, প্রভূত ধৈর্য্য এবং গভীর সহৃদয়তার প্রয়োজন। গৃহধর্ম্ম বড় উপেক্ষার জিনিষ নয়। গৃহিণী সুবিধা ও সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহের সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। বিলাসিতাকে তিনি বিষবৎ পরিহার করিবেন। মিতব্যয়কেই তিনি নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পরিশ্রমে তাঁহার অতুল আনন্দ হইবে। পরিবারস্থ আত্মীয় এবং প্রতিবেশীগণের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য, তাহা প্রাণপণে সাধন করিতে চেষ্টা না করিলে কখনও তাহা হইবে না।

গৃহিণীর চরিত্রে আর একটী গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সেটী সেবাশীলতা। সেবার ভাব রমণী প্রকৃতিতে নিহিত। বিশেষতঃ, বঙ্গসমাজে পরের সেবার জন্যই নারীর জন্ম। প্রভাত হইতে নিশীথ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটিয়া যিনি প্রফুল্ল থাকিতে পারেন, তাঁহার জীবনই ধন্য। এদেশে সাংসারিক সকল কার্য্য পরিবারস্থ রমণীরা করিয়া থাকেন। এমন কি, আমাদের মহিলাগণ অভ্যাস ও প্রথার ফলে পরের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনিক কার্য্যেও এই সেবার ভাব দেখা যায়। যিনি আদর্শ স্থানীয়া হইবেন, তাঁহার সেবার মূলে প্রেমপূর্ণ হৃদয় থাকিবে। শুধু হস্তের কর্ম্মে কিছু পুণ্য নাই,—হৃদয়ের সাধুতাই পুণ্যের নিদান। আত্মোৎসর্গ না করিলে সহস্র সেবা শুশ্রূষার কোন মূল্য থাকে না,—তাহাতে আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয় না।

অতিথি-সৎকার আমাদের দেশের লোকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। অতিথির পূজা দেবতার ন্যায়। দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের জাতিগত গুণ। আমাদের দেশের নানা স্থানে অতিথি পরিচর্য্যার নিমিত্ত কত আশ্রম, কত অতিথিশালা, কত সরাই, কত তীর্থ রহিয়াছে। দেশের ধনীলোক মাত্রেই যে কারণে হউক, অতিথির জন্য বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করিয়া থাকেন। আজকাল এ বিষয়ে একটু বিপরীত ভাব আসিতেছে বটে, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতকে যে আদর করে না, তাহার সর্ব্বত্রই অপযশঃ হইয়া থাকে। আমাদের মহিলাগণ এ বিষয়ে কুল ক্রমাগত শিক্ষা ও সংস্কারের অধীন। আদর্শ রমণী অতিথি সেবাতে হৃদয়ের প্রীতি ঢালিয়া দিবেন। নিজে অভুক্ত থাকিয়া ক্ষুধার্ত্তকে অগ্রে আহার্য্য প্রদান করিবেন। দয়া স্ত্রীজাতি-সুলভ বৃত্তি; আদর্শ নারী

দয়ার অবতার হইবেন। দুঃখী, দরিদ্র, শোকসন্তপ্ত মানবের অশ্রুজল নিবারণ করাই তাঁহার কর্ম্ম হইবে।

সন্তানের লালন পালন সংসারের সকল কর্ত্তব্য হইতে গুরুতর। ইহাতে ত্রুটী হইলে যতদূর অনিষ্ট হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। অজ্ঞানতা নিবন্ধন এই বিষয়ে যত ত্রুটী হয়, তাহা কে সংখ্যা করে? সংসারের কত অনিষ্ট ফল আমরা নিজেদের অজ্ঞতা দোষে অলক্ষিতে উৎপন্ন করিতেছি; পৃথিবীর দুঃখভার আমরাই হয়ত ইচ্ছা করিয়া বাড়াইতেছি! ক্ষুদ্র পদার্থ হইতেই অনেক সময়ে বৃহৎ পদার্থ উদ্ভূত হয়। ক্ষুদ্র শিশুর শরীর ও মনের উপযুক্ত সংগঠনের উপরে ভবিষ্যৎ মানুষের জীবন নির্ভর করে; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ফলাফল অনুসারে সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ। নারী এই অর্থে সমাজের রক্ষয়িত্রী দেবী। মানবজাতির উৎপত্তি,স্থিতি এবং বৃদ্ধি মাতার করুণা-সাপেক্ষ। জননীর স্নেহ মাধ্যাকর্ষণ স্বরূপ,—এই বিশ্বপালনী শক্তি অপসারিত করিলে জনসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই দায়িত্ব মস্তকে করিয়া যখন রমণী দণ্ডায়মান হন, তখনই তাঁহার প্রকৃত শোভা। মাতার কর্ত্তব্য অপেক্ষা নিঃস্বার্থ, উচ্চতর, পবিত্রতর কর্ত্তব্য আর জগতে কি আছে?

আদর্শ বঙ্গরমণী আদর্শ মাতা হইবেন। শিশু পালন সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যয়নলব্ধ যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়া বয়স্থা আত্মীয়াগণের অভিজ্ঞতার ফল গ্রহণ করাও যুক্তিসিদ্ধ। সন্তানের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন বিষয়ে তাঁহার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি থাকা অত্যাবশ্যক। সন্তান সন্ততির শিক্ষা ও চরিত্রের জন্য জননীই দায়ী। নিজের জীবন পবিত্র ও উন্নত না হইলে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্ত্ব কল্পনা পথে আনাই দুরাশা।

মহাবীর নেপোলিয়ন্ একদিন কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছিলেন যে ফরাসী দেশের তখন উত্তম "জননী"র অভাব ছিল। আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে সেই উপযুক্ত মাতার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। বাঙ্গালী জাতি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারীকুলকে পদ-দলিত, কারারুদ্ধ এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া দিন দিন গভীর 'অবসাদ-হিমে' ডুবিয়া যাইতেছে। যতদিন না দেশের মহিলাগণ আদর্শ জননীর সদ্‌গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, যতদিন না জননীর স্তন্যদুগ্ধের সহিত বালক বালিকা বীরত্ব, তেজ, ও সাধুতার বীজ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে,—ততদিন এ জাতির মঙ্গল নাই। স্ত্রীজাতি জাগিয়া উন্নতির পথে পুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনী না হইলে এ দেশ আর জাগিবে না।

শান্তি শতক ।

১ম প্রস্তাব ।

সংস্কৃত সাহিত্য অসংখ্য অমূল্য রত্নের প্রশস্ত ভাণ্ডার, ইহাতে না আছে এমন জিনিষই নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু গৌরব সূর্য্য অকালে অস্তমিত হওয়ায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন ভাষা ভাষী রাজাদিগের ক্রমান্বয়িক শাসনে ভারতে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা ও প্রচলন বহুল পরিমাণে লঘুতর হইয়া পড়িয়াছে; ব্রাহ্মণেরা হিন্দু গৃহস্থের জ্ঞাতব্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় কতকগুলি গ্রন্থ এবং কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের সামান্য সামান্য অংশ পাঠ করে, তদ্ভিন্ন এদেশে প্রকৃত রূপে সংস্কৃতের চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের অর্দ্ধ সভ্য (বানর) জাতিও সংস্কৃতে কথোপকথন করিত। মূল রামায়ণে আছে, সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে অশোক কানন সমীপে যখন হনুমান * উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি সীতার সহিত কিরূপে কথোপকথন করিবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন "যদিবাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতং"। দেখ, তখন সংস্কৃতে চিন্তা করিতে মনুষ্য সমর্থ হইত; কালে কি বিপরীত দশাই উপস্থিত হইয়াছে!! যাহা হউক, নানা কারণে এ দেশে সংস্কৃতের পুনরায় চর্চ্চা হওয়া উচিত। দেশীয় মূল সাহিত্যের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি ও আলোচনা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও জাতিই সভ্যতা-গিরির উচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অনেক অংশ ভাষার উপর নির্ভর করে। যাহা হউক, এই প্রশস্ত ভাণ্ডার হইতে আমরা শান্তিশতককে নির্ব্বাচন করিয়া আজ কয়েকটী উচ্চোপদেশের নমুনা দেখাইব। শান্তিশতক অতি উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ, ইহা আধ্যাত্মিক উপদেশে পূর্ণ। এরূপ বৈরাগ্য মার্গের পুস্তক অতি কমই দেখা যায়; ইহা ভক্তিভরা, প্রেমপূর্ণ, বিবেকোত্তেজক, কাব্যাংশে ও শ্রেষ্ঠ এবং শান্তি রসাত্মক। কবিবর শিহ্লন মিশ্র ইহার প্রণেতা।

সংসারকে এক মাত্র মানব জীবনের সারাৎসার জ্ঞান করিয়া পরব্রহ্মকে যাঁহারা ভুলিয়া যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে শিহ্লন বলিতেছেন

"জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া। কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ম্ময়া ॥"

হায়! অকিঞ্চিৎকর বিষয় সম্ভোগ বাসনায় [illegible] এহেন মনুষ্য জন্ম বৃথা

* হনুমান বাঁদর বা "মেছো" জীব নহে ইহা তৎকালীন অর্দ্ধ সভ্য ও বলবান জাতি বিশেষ।

অতিবাহিত হইল। আমি সুদুর্লভ চিন্তামণিকে অতি তুচ্ছ কাচ মূল্যে বিক্রয় করিলাম!

আবার, যাহারা সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া উদাসী হয়েন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন

"বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেষ্বপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ স্তপঃ। অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।"

অর্থাৎ, বিষয়ে যাহাদের ঘোরতর আসক্তি রহিয়াছে অথবা রাগাদি বৃত্তি যাহাদের এখনও দমিত হয় নাই, তাহারা উদাসীন হইয়া বনে গেলেও দোষযুক্ত হয়, আর যাহারা গৃহে থাকিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়কে নিগ্রহযুক্ত করতঃ সংযমী পুরুষের ন্যায় থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত তপস্বী এবং তাঁহাদের গৃহ তপোবন স্বরূপ। পাঠক! কি মধুর যুক্তি ও কি মধুর উপদেশ! একটী শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন।

বিবেকঃ কি সোপি স্বরসজনিতা যত্র ন কৃপা, স কিং মার্গো যস্মিন্ন ভবতি পরানুগ্রহ রসঃ। স কিং ধর্ম্মো যত্র স্ফুরতি ন পরদ্রোহবিরতিঃ শ্রুতং তদ্বা কিং স্যাদুপশম ফলং যন্ন নয়তি॥

যাহাতে স্বচ্ছন্দে কৃপা স্রোত প্রবাহিত না হয় সে বিবেক বিবেকই নহে; যাহাতে পর দুঃখ নিবারণে অনুরাগ না জন্মে, সে পন্থা পন্থাই নহে; যাহাতে পর হিংসা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হয় সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে; যে শাস্ত্র জ্ঞান হইতে শান্তিরূপ ফল উৎপন্ন না হয় সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে।

"কে যূয়ং নো বয়মপিচ বঃ কিং ভবামো ভবাব্ধৌ। কর্ম্মোর্ম্মীণাং বিষমবলনৈঃ ফেনবৎ পুঞ্জিতাঃ স্মঃ॥ তৎ ক্ষেপীয়ঃ ক্ষয়িণি বিষয়ে চিত্তমাধায় পুত্রাঃ। সর্ব্বাত্মৈর্ব্বিশত জগতামন্তরাত্মানমন্তে॥

পুত্রগণ! তোমরা আমাদিগের কে এবং আমরাই বা তোমাদের কে? পরস্পরে কেহই কাহার নহি, ভবসমুদ্রে যে প্রবল কর্ম্ম রূপ কল্লোল মালা প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই বিষম সঙ্ঘট্টনে ফেনরাশির ন্যায় আমরা একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াছি মাত্র। বিষয় সকল যখন এই রূপ ক্ষয়শীল, তখন তোমরা অবিলম্বে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক নিখিল জগতের অন্তরাত্মা স্বরূপই সেই অনন্ত ব্রহ্ম পদার্থে সর্ব্বপ্রযত্নে নিবিষ্ট হও।

নিন্দুকের প্রতি আশীর্ব্বাদ এবং অপকারীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন, মহর্ষি ঈশার অমূল্য উপদেশ। শিহ্লন কবিও

সেই রূপ উপদেশ কেমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

মন্নিন্দয়া যদি পরঃ পরিতোষমেতি, নম্বপ্রযত্নসুলভোয়মনুগ্রহো মে। শ্রেয়োর্থিনো হি পুরুষাঃ পরতুষ্টি হেতোর্দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥" "কশ্চিৎ পুমান্ ক্ষিপতি মামতি রুক্ষ বাক্যৈঃ সোহং ক্ষমাভবনমেত্য মুদং প্রযামি। শোকং ব্রজামি পুনরেষ যত স্তপস্বী চারিত্র্যতঃ স্খলিতবানিতি মন্নিমিত্তম্ ॥" "স্বধর্ম্ম পীড়ামবিচিন্ত্য যোয়ং মৎপাপশুদ্ধ্যর্থমিহ প্রবৃত্তঃ। নচেৎ ক্ষমামপ্য হমস্য কুর্য্যাং মত্তঃ কৃতঘ্নোবদ ঈদৃশোন্যঃ॥

অর্থাৎ, আমার নিন্দায় যদি কেহ পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে আমি তো তাহা আমার প্রতি তাঁহার অযত্নলভ্য অনুগ্রহ বিশেষ বলিয়া মনে করি। দেখ, শুভাকাঙ্ক্ষী লোকেরা পরের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত কত দুঃখে উপার্জ্জিত ধনরাশিও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আমি বিনা প্রয়াসেই সেই পরপরিতোষ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইলাম।—কেহ যদি আমার প্রতি অতি রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন, আমি ক্ষমাগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাতে সন্তোষই প্রকাশ করিব। কিন্তু এই কারণে দুঃখিত হইব যে, হায় এই নির্দ্দোষ ব্যক্তি আমার নিমিত্ত আপন চরিত্র হইতে স্খলিত হইলেন।—যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মভ্রংশের বিষয়ে চিন্তা মাত্র না করিয়া আমার পাপ শোধনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহার প্রতি যদি ক্ষমা প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা কৃতঘ্ন এ জগতে আর কে আছে ?

তাঁহার চরম উপদেশ এই এবং ইহা বর্ষীয়ান্‌দিগের প্রতি প্রযুজ্য ;—

ন স্বাত্মন্যবধীয়তাং গৃহসুখা দ্বৈরাগ্যমাধীয়তাং। বন্ধুভ্যোব্যবধীয়তাং সুরসরিত্তীরে সদা স্থীয়তাম্ ॥ ভিক্ষার্থং ব্যবসীয়তাং সমুচিতং সৎকর্ম্ম সঞ্চীয়তাং। বিষ্ণু শ্চেতসি ধীয়তাং পরতরং ব্রহ্মানুসন্ধীয়তাম্ ॥"

এক্ষণে হে মানবগণ ! তোমরা আত্মতত্ত্বে অনুরাগ ও গৃহ সুখে বিরাগ, বন্ধুগণ হইতে ব্যবধান ও জাহ্নবী তীরে সন্নিধান, ভিক্ষার মাত্র ব্যবসায়, সৎকর্ম্ম রাশির সঞ্চয়, হৃদয়ে হরিধ্যান ও সতত পরব্রহ্মের অনুসন্ধান অবলম্বন কর।

ভারত হিতৈষী মহাত্মা জন ব্রাইট।

২৭ মার্চ্চ ১৮৮৯।

মঙ্গলের নিশি গতে বুধবার—
সুপ্রভাতে—যাত্রা করি, এ সংসার—
ছাড়ি গেলা 'সেথা,' দিব্য রথে চড়ি,
'দেবতার দেশ'—স্বর্ণস্বর্গপুরি!
অতুলিত কীর্ত্তি—সুযশ সুনাম
গাইবে সকলে থাকি ধরাধাম।
ধন্য হব মোরা স্মরণে তোমার,
'ব্রাইটের' নাম—ভুলিব কি আর?
ব্রিটন—ভারত—সমগ্র পৃথিবী—
শোক পরিচ্ছদ কর পরিধান,
সম্মান করিতে চাও যদি কারে,
দাও তাঁরে আজ প্রকৃত সম্মান!
উপযুক্ত পাত্র কোথা পাবে আর?
'ব্রাইটের' নাম করিয়ে স্মরণ
ধন্য হও আজ ধরাবাসিগণ!
রত্নগর্ভা তুমি 'গেরেট ব্রিটন'
ধরিলে গর্ব্ভেতে অমূল্য রতন!
পশ্চিম আকাশ করিয়ে আঁধার
খসিয়া পড়েছে—'নক্ষত্র উজ্জ্বল,'
অঞ্চলের নিধি হারায়ে জননী
পাগলিনী—পুত্র শোকেতে বিহ্বল,
নয়নে বহিছে অজস্র ধারা!
দুখিনী ভারত কাঁদ একবার!
তোর পানে ফিরে কে চাহিবে আর?
পরম হিতৈষী ছিল একজন!
ভারতের হয়ে সে 'মহা সভায়,'
মাঝে মাঝে দুটো হিতকথা বলি
কত উপকার সাধিতরে হায়!

আছে 'গ্লাডষ্টোন' বান্ধব তোমার।
কে জানে কখন করিবে আঁধার—
'গেরেট ব্রিটনে'?—'ব্রাইট' যেমতি
করিয়াছে, এবে ক্ষুণ্ণা বসুমতী!
সে দুখ বারতা ভারতে যাই
পৌছিল—'ব্রাইট জীবিত নাই,'
শত বাজ যেন বাজিলরে বুকে,
মূরছা পড়িলা ভারত মাতা!
হানি করাঘাত বক্ষে বার বার
জানাইলা সবে মরম ব্যথা!
হৃদয় বেদনা কে বুঝিবে তাঁর?
বাগ্মী সে 'ব্রাইট' বিখ্যাত ভুবন!
পরহিত ব্রতে ব্রতী চিরদিন;
উদার নিঃস্বার্থ ভাবে প্রণোদিত—
সরলহৃদয়, মলিনতাহীন।
স্বাধীনতাপ্রিয় অতি ন্যায়বান,
পরদুখে সদা কাঁদিত সে প্রাণ!
প্রজার মঙ্গল—মূলমন্ত্র সার,
প্রজা সুখ বই জানিত না আর।
'মহা সভা' মাঝে—অদম্যঅটল,
সাধারণ কাজে উৎসাহ প্রবল!
বিরোধ বিরোধী; সাম্য সংস্থাপন
করিতে প্রয়াস—একান্ত যতন।
পরস্বাপহারী—দস্যু যেই জন
পরের অনিষ্ট করিছে সাধন;
দমনে সে রিপু 'প্রকাশ্য সভায়,'
দাঁড়াইয়া যবে জলন্ত ভাষায়,
তীব্র প্রতিবাদ করিতেন তার,

চমকিত সব সদস্য সভার!
বক্তৃতা শ্রবণে স্তম্ভিত মন!
নীতি বিশারদ সুধীর প্রবীণ
'ব্রাইট' বিহনে প্রতিভা বিহীন
'গেরেট ব্রিটন'; বিনে 'গ্লাডষ্টোন'
সমকক্ষ তাঁর আছে কয়জন?
যাঁর বাগ্মিতায় "শস্য বিধি"* যায়,
জন সাধারণ কত সুখী তায়।
তাঁহার গুণের আছে কি তুলনা?
এমন হিতৈষী জগতে মিলেনা।
ভারতের তরে কেবা অতঃপর,
যতন করিবে—খাটি নিরন্তর?
'ব্রাইটের' নাম—সুবর্ণ অক্ষরে,
রাখ খোদি সবে হৃদয় প্রস্তরে।
প্রভাতে স্মরিবে পুণ্য শ্লোক ব'লে,
কলঙ্ক রটিবে অকৃতজ্ঞ হ'লে,
কেমনে ভুলিবে হিতৈষী জনে?

* ব্রাইটের বক্তৃতায় অন্যায় শস্যবিধি (Corn Law) উঠিয়াযায়।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান।

৩। পানীয়।

শরীর ধারণের জন্য অন্যান্য খাদ্য যেমন আবশ্যক, পানীয়ও সেইরূপ। আমাদের শরীর ধারণের জন্য কেবল জলেরই প্রয়োজন এবং তাহা ভুক্ত দ্রব্যকে তরল করিবার জন্যই; কারণ ভুক্ত দ্রব্য তরল না হইলে রক্তের সহিত মিলিত হইতে পারে না। ইহার আরও এক উপকারিতা আছে; আমাদের শরীরস্থ যাবতীয় তরল পদার্থ ইহা ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই কার্য্য জল দ্বারা যেরূপ সুচারু রূপে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, এমন আর অন্য কিছুতেই হয় না।

জলই যে আমাদের স্বাভাবিক পানীয় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে জল যেমন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও অনায়াসে পাওয়া যায়, এমন আর কোন দ্রব্য পাওয় যায় না। নদী, হ্রদ, সরোবর, কূপ সকলই সর্ব্বদা জলে পূর্ণ আছে। বিশেষতঃ ইতর জন্তুরা কেবল জল পান করিয়া থাকে। ইহাতেই তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা সবল ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। মানুষও স্বাভাবিক অবস্থায় কেবল জল পান করিয়া সুস্থ শরীরে বহুকাল জীবন ধারণ করিয় থাকে। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে আমরা পানের জন্য যে কেবল জলই ব্যবহার করিব, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

কৃত্রিম পানীয় (চা, কাফি, মদ্য প্রভৃতিতে) যে জলের কার্য্য সাধিত হইতে পারে ইহা বিবেচনা করা ভ্রান্তি মাত্র। অনেকে বলেন যে ঐ প্রকার

পানীয় জলের অবস্থান্তর মাত্র, সুতরাং জলে যে কার্য্য সাধিত হয়, উহাতেও সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। ভুক্ত দ্রব্যকে তরল করা জলের প্রধান কার্য্য; এবং ইহা যেমন বিশুদ্ধ জলে সম্পন্ন হয়, জলের সহিত অন্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে সেরূপ কখনই হইতে পারে না। ইহাতে শরীরের অপকার হইতে পারে, কিন্তু কখনই উপকার হইবে না।

আমরা মেঘ হইতেই যত জল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু বৃষ্টির জল এবং নদী, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির জলে অনেক প্রভেদ আছে। বৃষ্টির জল লোকে প্রায় ব্যবহার করে না, কিন্তু ইহা ব্যবহার করিলেও আমরা যে স্বচ্ছন্দ শরীরে থাকিতে পারি তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ক্ষার ও ধাতব পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই ক্ষার ও ধাতব পদার্থ আমরা জল হইতে অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হই। মেঘ হইতে জল বৃষ্টি রূপে পতিত হইয়া মাটির ভিতর যাওয়াতে ঐ সব পদার্থের সহিত মিলিত হয়। সচরাচর ঐ সব পদার্থ জলে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু জলে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ সংযোগ করিলেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পদার্থ জলে অধিক পরিমাণে থাকিলে উহা অনিষ্টকর হয়।

বিশুদ্ধ জল সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। কূপের জলই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ; কারণ নানা প্রকার মাটির ভিতর দিয়া আসাতে ইহা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল কূপের জলই যে বিশুদ্ধ তাহা নহে। নগর মধ্যস্থ অগভীর কূপাদির জল প্রায়ই বিশুদ্ধ হয় না। এই প্রকার কূপের সহিত নগরের দূষিত পয়ঃপ্রণালীর প্রায়ই যোগ থাকে এবং তাহাতে উহার জল বিকৃত হইয়া যায়। নানা প্রকার দূষিত বাষ্প হইতেও জল বিকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং পানীয় জল যাহাতে ঐরূপ বাষ্পযোগে দূষিত না হইতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

দূষিত জলকে বিশুদ্ধ করিবার উপায় অতি সহজ। ঐ প্রকার জলকে অগ্নির উত্তাপে কিছুক্ষণ বসাইয়া রাখিলে তন্মধ্যস্থ দূষিত পদার্থ সকল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। তৎপরে উহা শীতল করিয়া রাখিলেই উত্তম পানীয় জল প্রস্তুত হয়। আজ কাল কয়লা ও বালির যে ফিল্টার ব্যবহৃত হয়, তাহাতেও দূষিত জল বিশুদ্ধ হইয়া যায়। দূষিত জলকে বিশুদ্ধ করিবার কয়লার অতি চমৎকার ক্ষমতা আছে। ইহাতে অতি অল্পই ব্যয় হয়; অথচ স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। একটী কাষ্ঠ বা বাঁশের ফ্রেমে উপরি উপরি ৩। ৪ টী ছিদ্রযুক্ত কলস রাখিয়া

একটীতে কয়লা, একটীতে বালি এবং একটীতে জলপূর্ণ করিয়া চোয়াইলে সর্ব্বনিম্নের খালি কলসীতে পরিষ্কার জল সঞ্চিত হইবে। কলিকাতায় যে নির্ম্মল কলের জল পাওয়া যায় এবং যাহাতে কলিকাতার স্বাস্থ্যের এত উন্নতি হইয়াছে, তাহা গঙ্গার অপরিষ্কৃত জল এইরূপ কৌশলে পরিষ্কার করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বিশুদ্ধ জল পানের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

নাস্তিকতার ফল।

ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ অধিক কাল তিষ্ঠিতে পারে না। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া মানবাত্মা আর কিছুতেই স্থায়ী তৃপ্তি পাইতে পারে না। সংসারের যত প্রকার সুখ আছে তাহার কোনটীই ধর্ম্মের স্থান—ঈশ্বরের স্থান-পূর্ণ করিতে পারে না। আত্মপ্রভাব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মানুষ পবিত্র হইতে পারে, পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, জীবনের নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া সুখের পথে বিচরণ করিতে পারে, কেহ কেহ এইরূপ বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস তাঁহাদের আপনাদের অভিজ্ঞতাই মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দেয়। ঈশ্বরের স্থানে আত্মপ্রভাবকে স্থাপন করা সূর্য্যের স্থানে উল্কাপিণ্ড স্থাপন করার সমতুল্য। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম সাধন করা, পাপমুক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া অসম্ভব! মানব জীবনে যেমন, তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন যে জাতি ঈশ্বরকে ভুলিয়াছে, ঈশ্বরে বিশ্বাসশূন্য হইয়াছে, তখনই সেই জাতি পাপপঙ্কে ডুবিয়া ঘোর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রীস ও রোম ঈশ্বরে বিশ্বাসশূন্য হইয়া এক সময়ে অত্যন্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অধিকাংশ প্রদেশবাসী নাস্তিক হইয়া কতদূর দুর্নীতি পরায়ণ—কতদূর ধর্ম্মশূন্য হইয়াছিল, তাহা কোন ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স দেশে বলটেয়ার রুসো প্রভৃতি সংশয়বাদী ও নাস্তিক গ্রন্থকর্ত্তাগণ উদিত হইয়া দেশময় নাস্তিকতা প্রচার করিয়া ফরাসী জাতিকে নিরীশ্বরবাদী করিয়া ফেলিলে, তাহার কত দূর বিষময় ফল হইয়াছিল, অরাজকতা, রাজ্যবিপ্লব, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, দ্বেষ, হিংসা ও নৃশংসতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া ফ্রান্স রাজ্যের কতদূর ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ঐ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্ম্মণীর সহিত যুদ্ধে ফ্রান্স যখন পরাজিত হইল, তখন দুই

জন প্রধান ফরাসী গ্রন্থকার—রিয়ঁা ও দুর্মা (Renan and Durmas)—উচ্চৈঃস্বরে এই মহাসত্য প্রচার করিতে লাগিলেন যে ফরাসী জাতির পতনের এক মাত্র কারণ তাহাদিগের নাস্তিকতা-সম্ভূত ধর্ম্মশূন্যতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা। কিন্তু এ সত্যের অর্থ ফরাসী জাতি আজিও বুঝিতে সক্ষম হইল না। ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ প্রায় সকলেই নাস্তিক—ফরাসী জাতিও ঈশ্বরে বিশ্বাসশূন্য হইতেছে। ফ্রান্সের বিদ্যালয়সমূহে পঠিত কোন পুস্তকে যাহাতে ঈশ্বরের নাম গন্ধ না থাকে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহকগণ এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বড় বড় ফরাসী রাজনীতিজ্ঞগণ বক্তৃতায় ঈশ্বরের নামোল্লেখ করিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। ফরাসী সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়, উহা পাপের স্রোতে ভাসমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ফরাসী সমাজেরআভ্যন্তরিকঅবস্থার বিষয় বোধগম্য হয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রধান প্রধান ফরাসী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থরাশি অশ্লীলতা ও কুরুচি দোষে দূষিত। যে রিয়ঁা বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ভীমনাদে বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বরকে ছাড়িলে ফরাসী জাতির কল্যাণ নাই, সেই রিয়ঁা আজি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে প্রকৃতির এমনি নিয়ম যে পবিত্র চরিত্রের পুরস্কার নাই, যে পান দোষে সর্ব্বদা দূষণীয় নহে, আর যাহারা উচ্ছৃঙ্খল ও শিথিল-চরিত্র তাহারা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়াচারী নহে। কি ঘোর অবনতি! না জানি ফ্রান্সের ভাবী দুর্দ্দশা কতদূর শোচনীয় হইবে!

ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে একটী দেশের মধ্যে, একটী জাতির মধ্যে যে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা ফ্রান্সের ইতিহাসে, ফরাসী জাতির জীবনে আমরা জাজ্বল্যরূপে দেখিতে পাইতেছি। ভারতবাসীগণ যে কখন ঈশ্বরবিহীন হইবে তাহা আমাদের সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমাদের মনে বড়ই শঙ্কা হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-বিহীনতার একমাত্র কারণ বিদ্যালয়ে ও গৃহে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব। বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট তৎপর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি, কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে গৃহে ধর্ম্ম শিক্ষাদানের প্রথা অবলম্বিত না হইলে জাতীয় জীবন সুদৃঢ় ধর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে না। গৃহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের ভার প্রধানতঃ স্ত্রী জাতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। মাতা সন্তানকে যেমন ধর্ম্ম-জীবনে গঠিত করিতে সক্ষম হইবেন, এমন আর কেহ পারিবেন না। কিন্তু অশিক্ষিতা মাতা এই দুরূহ কার্য্যে

কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এই জন্য আমরা বলি যে স্ত্রীশিক্ষা সুবিস্তৃত না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে গভীর রূপে ধর্ম্মের প্রভাব প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে মহৎ জাতিতে পরিণত করিতে পারিবে না।

মিশরীয় নারী।

জল তোলা, রাস্তায় গল্প করা, কুক্কুট শাবক, মেষ ও ধূলা কাদা মাখা, ময়লা ছেলে লইয়া বাড়ীর বাহিরে বার হইয়া বসা, নীল নদীতে স্নান ও বস্ত্র ও গৃহ-পালিত প্রাণিগণের পাত্র প্রক্ষালন প্রভৃতি কার্য্যে দরিদ্র স্ত্রীলোকগণের সময় অতিবাহিত হয়। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা কটিদেশে কলসী সংস্থাপন করতঃ কক্ষে ধারণ করে; কিন্তু পশ্চিমের নারীগণ মস্তকোপরি একটি এমন কি সময়ে সময়ে দুটি পূর্ণ পাত্র উপর্য্যুপরি সংস্থাপন করতঃ না ধরিয়া অবলীলা ক্রমে গতিবিধি করিতে পারেন। মিশরে সেইরূপ। এখানে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে নদী উপকূলে সাবগুণ্ঠনা কলস বিভূষিত শির প্রধানা ও নবীনা বামা কুলকে সারিসারি যাইতে দেখা যায়। ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণে অনন্যমনা মাতৃস্কন্ধে আরোপিত শিশু কুটীর বাসিনী জননীর পবিত্র অনির্ব্বচনীয় স্নেহের প্রতিক্ষণ পরিচয় দেয়। বিদে-শীয় আগনকদিগের সম্মুখে লজ্জাশীলা তরুণীগণ বাহির হইতে কুণ্ঠিত হয় না এবং মল, বাজু, বালা, তাবিজ, চীক, মাকড়ি, নত, নোলক, অঙ্গুরী প্রভৃতি প্রাচ্য অলঙ্কারাদিতে অলঙ্কৃতা ও দণ্ডায়-মানা হইয়া তাঁহাদিগের পরিচ্ছদাদি যত্ন ও আগ্রহের সহিত দর্শন করে। পুরু-ষেরা একাকী কখনও হয়ত ছেলেকে সম্মুখে বসাইয়া গর্দ্দভ বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করে; স্ত্রীলোকে শিশু লইয়া চলিয়া যায়। বন্ধুবর্গ পাছে জানিতে পারে, এই ভয়ে নগরের পথে পুরুষ স্ত্রীর সহিত বা বাটীর কোন বৃদ্ধার সহিত (যিনি অবগুণ্ঠনে আবৃত হইতে অক্ষম) অপরিচিত ভাবে গমনাগমন করে। নীল নদীর তট মিশরবাসিগণের বৈঠকখানা ও ক্রীড়াভূমি। স্বামী কোন বন্ধু সমভিব্যাহারে গৃহে প্রবেশ করিবার সময় করতালি দিয়া বাটীর স্ত্রীলোক-দিগকে সতর্ক করিয়া দেন এবং যদ্যপি কেহ অকস্মাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হন, উচ্চৈঃস্বরে অবগুণ্ঠনে আবৃত হইতে বলেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে যদি কোন অতিথি গৃহে আগমন করেন, তাহা হইলে অন্তরাল হইতে স্ত্রী তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। প্রভাতে স্বামী যখন ঈশ্বরোপাসনা করিতে থাকেন, স্ত্রী কাফি ও তামাক প্রস্তুত করিয়া রাখেন ও তিনি ভোজন করিতে বসি-

বার পূর্ব্বে তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দেন। কোন কোন পরিবারে স্ত্রী পুরুষে একত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। যাহাতে স্বামীর সম্মান সংরক্ষিত হয় এবং স্ত্রী স্বামিভক্তি ও তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য শিখিতে পারেন, তন্নিবন্ধন শাশুড়ীকে বিবাহের পর কিছুদিন পুত্র বধূর সহিত বাস করিতে হয়। কিন্তু প্রায়ই তিনি প্রতারণা ও শঠতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। হিত করিতে গিয়া অহিত হইয়া পড়ে। কিসে? কেবল শিক্ষার অভাবে। শিক্ষার বলে নারীর হৃদয়ের বন্ধুরতা নীচ সমান হয়, শিক্ষার বলে নারীর হৃদয়ের বক্রতা সরল হয়; শিক্ষার বলে সঙ্কীর্ণ হৃদয় প্রশস্ত হয়; শিক্ষার বলে চরিত্র দৃঢ়ীভূত হয়; শিক্ষার বলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সোপানে উত্তরোত্তর আরোহণ করিতে পারা যায়; শিক্ষার বলে পিঞ্জরাবদ্ধ জীবাত্মা অপার ভব সাগর পার হইয়া পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হইতে কৃতনিশ্চয় হয়; শিক্ষার বলে অবনত পদতল বিদলিত জাতি উন্নত হয়। যে জাতির মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অভিলষিত পরিমাণে বিস্তৃত হয় নাই, সে জাতির প্রকৃত উন্নতি এখনও সুদূরে।

স্ত্রীলোকের ঘরে ভৃত্যের প্রবেশ নিশেধ। যাহাদিগের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, এরূপ শোণিত স্রোতঃ সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজন ব্যতীত অত্রত্য অবলাগণ অপর কাহারও সকাশে অবগুণ্ঠন মুক্ত করেন না। মাতৃত্বে ইহাঁদিগের উচ্চতম সম্মান। পুত্র হিন্দু সমাজে যেরূপ পুত নামক নরক হইতে উদ্ধারের কারণ বলিয়া আদরণীয়, মিশরীয় সমাসমাজেও তদ্রূপ। মিশরীয়রাও ইহাঁকে ভয়ঙ্কর নরকের যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। এ প্রকার রত্নের যিনি প্রসূতি, সুতরাং তিনি যে অত্যন্ত আদরণীয়া বলিয়া বিবেচিত হইবেন তাহা সম্ভবপর। সন্তানের প্রতি যত্ন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু শুনা যায় কোরাণের মতে দুই বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সন্তানের শিক্ষার ভার তিনি আর গ্রহণ করিতে পারেন না; ইহার পর পিতা তাহাকে রীতি, নীতি প্রভৃতিতে শিক্ষা দান করেন; সাত বৎসর বয়স হইলে ভজনা করিতে শিখান, দশ বৎসরের সময় আপনি ভজনা না করিলে কশাঘাত করেন। ভদ্র পরিবারে সূচিকার্য্য, দরিদ্র পরিবারে সূত্র প্রস্তুত অর্থাৎ কাটনা কাটা বালিকাদিগকে শেখান হয়। মাতা দুহিতাকে অঙ্গভঙ্গি চাল চলন ও অন্যান্য নারী-সুলভ গুণ কলাপে শিক্ষিত করেন, যদ্বারা সে ভবিষ্যতে ভর্ত্তার মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম হইতে পারে।

জনার জীবন ত্যাগ।*

যখন যুদ্ধান্তে মাহেশ্বরী পুরাধিপতি নীলধ্বজ, মহারথী পার্থের নিকট পরাজিত হইয়া যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করতঃ সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছেন—যখন তিনি পুত্রহন্তা পাণ্ডবকে অভ্যাগতের ন্যায় সযত্নে স্বীয় পুর মধ্যে আনিয়া মহাসমারোহে পূজা করিতেছেন—যখন সেই ঘোর শত্রুকে নিজ সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত পরম মিত্রের ন্যায় বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন—যখন রাজাজ্ঞায়, সূপকারগণ বীরবর পার্থের খাদ্য আয়োজনের জন্য ব্যস্ত, বরাঙ্গণা কিঙ্করীগণ পার্থ অঙ্গে চামর ব্যজন কার্য্যে ব্যস্ত, কোন কিঙ্করী রাশি রাশি পুষ্পমালা স্বর্ণথালায় স্তূপাকার করিয়া পার্থ পদতলে রাখিতে ব্যস্ত, কোন কিঙ্করী হীরকখচিত স্বর্ণপাত্রে অগুরু পূর্ণিত স্বর্ণবাটী সকল সাজাইয়া তদীয় প্রভু জেতার নিকট লইয়া যাইতে ব্যস্ত, কোথায়ও যোদ্ধাগণ কুরুশ্রেষ্ঠকে কৃত্রিম যুদ্ধ কৌশল দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত, কোথাও নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ পার্থকে নৃত্য দর্শাইয়া বিমোহিত করিবার জন্য ব্যস্ত, কোথাও গায়ক গায়িকাগণ বীণা, তম্বুরা, তবলা, মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত সুসজ্জিত হইয়া অর্জ্জুনের সম্মুখে গমন করিবার জন্য ব্যস্ত, কোথাও ভাণ্ডারীগণ রাজকোষ হইতে সূর্য্যপ্রভ হীরক, বাল-বেণুপ্রভ মণি, উৎকৃষ্ট মুক্তা ও স্বর্ণ সকল পার্থ পূজার জন্য আহরণে ব্যস্ত, কোথাও অশ্বপালগণ সৈন্ধব তুরঙ্গ সকল পার্থের জন্য বাছিয়া বাছিয়া লইতে ব্যস্ত, কোথাও মাগধ স্তাবক বালকগণ অর্জ্জুনের গুণগাথা কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত, তখন মহারাজ নীলধ্বজ ন্যায় তেজস্বী—পিতৃভক্ত—প্রজাবৎসল—তরুণবয়স্ক পুত্ররত্ন প্রবীরকে কি ভুলিয়া ছিলেন? ভুলিয়া ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার বাহ্য কার্য্য সমূহে সম্পূর্ণ ভুলিবার সম্ভাবনা। আর রাজমহিষী? রাজমহিষী একে কোমলহৃদয়া স্ত্রীজাতি, তাহাতে আবার জননী, পুত্ররত্ন প্রবীরকে ভুলিয়া তিনিও কি এই বৃথামোদে যোগ দিয়াছেন? না না তাও কি হয়? যদি সতী পতি-স্নেহ, ভগিনী ভ্রাতৃস্নেহ ও কন্যা পিতৃস্নেহ ত্যাগ করিতে পারে, তথাপি মায়ের স্নেহ অচল, অটল, অতুল। যদি পৃথিবীতে সমগ্র অস্বাভাবিক ক্রিয়া এককালে সম্পন্ন হয়, তবুও মাতৃস্নেহের নৈসর্গিক ভাব যাইবার নহে।

মহারাজ নীলধ্বজকে অর্জ্জুন যজ্ঞ দর্শনার্থে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ ও অনু-

---

* বামাবোধিনীর কোন পরিচিত লেখিকার রচিত।

রোধ করিতেছেন, মহারাজও তাহাতে সন্তোষজনক উত্তর দিতেছেন। এমন সময় রাজমহিষী ছিন্ন বেশে এলোকেশে রাজসভায় উপনীত হইলেন, তাঁহার সহচরীগণ বিনত বদনে নয়নাসারে ধরাতল অভিষিঞ্চন করিয়া রাজ্ঞীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। এই দৃশ্য মুহূর্ত্ত জন্য মহারাজ নীলধ্বজের হৃদয়ে শোকানল প্রদীপ্ত করিল। কিন্তু রাজ্ঞীর মুখপানে চাহিয়া তিনি সেই মুহূর্ত্তেই লজ্জিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। এই দৃশ্যে যুদ্ধবিজয়ী পার্থের মুখশ্রী নিশ্বাসকলুষিত স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। মহারাজ্ঞীর নয়নে এক বিন্দু অশ্রু নাই; ক্রোধ, শোক ও অপমান যে তাঁহার হৃদয়-হ্রদকে আন্দোলিত করিয়াছে, বাত্যাতাড়িত রক্তপদ্মের ন্যায় তাঁহার ঘূর্ণায়মান চক্ষু তাহার পরিচয় দিতেছে। তিনি রাজাসনে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রহন্তাকে আসীন দেখিয়া অল্পক্ষণের জন্য কথা কহিতে পারিলেন না,—ক্রোধ, শোক ও অপমান যুগপৎ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তাঁহার কোমল গণ্ডদ্বয় আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—কণ্ঠের শিরা সকল স্ফীত ও ললাট স্বেদাক্ত হইল, রক্ত কোকনদ সদৃশ অক্ষিদ্বয় যেন অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল, সে অনলে হতভাগ্য নীলধ্বজের হৃদয় কানন হহ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি পার্থের হস্ত ছাড়িয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন, মহিষীর দর্শনে যুবরাজের বিয়োগ শোকানল যেন সভ্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল, কিঙ্করী চামর ভূতলে নিক্ষেপ করিল, ছত্রধরের হস্ত হইতে আপনা আপনি ছত্র খসিয়া পড়িল, সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগের জন্য মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিল ও রাজাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সভ্যগণ নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ,বুঝি পবনও সেখানে চঞ্চল গমনে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদু মৃদু চলিতেছেন। পূর্ব্বে যে কেশজাল সুগন্ধি তৈলে মার্জ্জিত ও সুগন্ধি পুষ্পসমূহে বেষ্টিত থাকিত, আজ সেই এলো কেশদাম মহিষী সজোরে বাম হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন :—"এ কি মহারাজ নীলধ্বজের সভা? পুত্রহন্তা পার্থকে কি মহারাজ রণে পরাজয় করিয়া কারারুদ্ধ করিবার মানসে রাজসভায় আনয়ন করিয়াছেন? তবে রণজয়ী সেনাগণকে কি জন্য পুরস্কারস্বরূপ উচ্চপদ প্রদান করিতেছেন না? মহারাজ কি পুত্র শোকে বিহ্বল হইয়া নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতেছেন?" বলিতে বলিতে মহিষীর ক্রোধ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে হিন্দুরাজরাণী হিন্দুশাস্ত্রকার মনুর উপদেশ মুহূর্ত্ত জন্য বিস্মৃত হইলেন। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "না না মহারাজ! যে বালক বীর-গৌরব রক্ষার জন্য নিজ বংশ-গৌরব রক্ষার জন্য জগতে পিতৃভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য তরুণ

বয়সে রাজ্য সুখে—রাজ্য সুখে কি পার্থিব সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে পুত্ররত্ন কি শত্রুর শরণাগত কাপুরুষ নীলধ্বজের পুত্র? কখনই নহে। তাহাকে শত্রু-ভীত নীলধ্বজের পুত্র বলিলে তাহার বিমল বীর-যশ কলঙ্কিত হইবে। তুমি বৃদ্ধ বয়সে শত্রু ভয়ে তাহার শরণাগত হইয়াছ, বীরবর প্রবীর আমার তরুণ বয়সে যমকেও ভয় করে নাই। মহারাজ! প্রবীর শত্রুর পদানত না হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তুমি শত্রুর পদানত হইয়া প্রাণ রাখিয়াছ, সুতরাং যম তোমাকে আর স্পর্শও করিবে না। তুমি অমর, আমার প্রবীর নর, সুতরাং অমরের পুত্র নর হইবে কি প্রকারে? তাই বলিতেছি প্রবীর তোমার পুত্র নহে।" মহিষীর ক্রোধ-প্রজ্বলিত হৃদয় মুহূর্ত্ত জন্য শোক সাগরে নিমগ্ন হইল। গাণ্ডীবীকে ও স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধ ও অভিমান আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! পুত্র রত্ন প্রবীর যে কাহার পুত্র, তাহা এখনই আমি সকলকে জানাইতাম। কিন্তু তুমি আমার স্বামী, তোমার মিত্র পার্থ, আর কি বলিব? তুমি যেমন পিতৃকুলে, শ্বশুর-কুলে ও ক্ষত্রিয়কুলে কালি দিয়াছ, আমি তেমনি তোমার কার্য্য অবহেলা করিয়া আমার পিতৃকুলের, শ্বশুর কুলের ও হিন্দুকুলের অবমাননা করিতে চাহি না, নতুবা তোমার মিত্রের শোণিতে আজ জনার হস্ত রঞ্জিত দেখিতে পাইতে অথবা রণক্ষেত্রে জনার নয়নানন্দ প্রবীরের পার্শ্বে তাহার মাতার শরীর দেখিতে পাইতে; কিন্তু কি বলিব মহারাজ, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার কর্কশ বাক্য-জনিত অপরাধ ক্ষমা করিও। প্রবীর আমারই পুত্র, আমিই প্রবীরের জননী; লোকে পিতার নামে পুত্রের পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু প্রবীর আমার মাতার পুত্র বলিয়া পরিচিত হউক। বীরের দুহিতা, বীরপ্রসূতি আমি আজ কেমন করিয়া শত্রুভীত কাপুরুষের রমণী হইয়া জীবন ধারণ করিব? প্রবীর আমার রণস্থলে শত্রু ক্ষয় করিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছে, আমাদ্বারা শত্রু ক্ষয় ঘটিল না সত্য, কিন্তু আমি প্রবীরের জননী মরিতে জানিতো, তবে এ অপমান সহ্য করিয়া শূন্য গৃহে কেন থাকিব?" এই বলিয়া নীলধ্বজ রাজমহিষী উন্মাদিনীর ন্যায় গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিলেন। তথায় গিয়া বলিলেন, "মা জাহ্নবি! অভাগিনী জনার পৃথিবীতে আর স্থান নাই, মাতঃ আজ এ হতভাগিনীকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দাও" বলিতে বলিতে ভাগীরথী বক্ষে লম্ফ প্রদান করিলেন। দয়াময়ী জাহ্নবী জনাকে তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, অভাগিনীর সকল জ্বালা জুড়াইল।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৬৯ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭০ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবিনী হউন্।

২। বিদুষী রমাবাই সম্প্রতি পুনা নগরে "মার্কিণ রমণীদিগের স্বত্ব ও অধিকার" বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে দুই সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সন্তান ক্রোড়ে অনেক রমণী আগমন করিয়াছিলেন।

৩। রুক্মাবাই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন এবং লরেন নামক এক সাহেবের বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছেন। এই সাহেব ইহাঁর শিক্ষাদির সমুদায় ব্যয় বহন করিবেন।

৪। ইতিমধ্যে অনেক গুলি দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত বিষাদিত হইলাম। কটক এবং ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। বিহারের আকবরপুর নামক স্থানে এক রজপুতের বাটীর বিবাহস্থলে অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বজ্রপাতে ঢাকা অঞ্চলে ১০। ১২ টী লোক মরিয়াছে। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে ঘূর্ণাবায়ু হইয়া অনেক লোক প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাদিগের নাম :—

এফ, এ, ২য় বিভাগ—জীবনবালা ঘোষ, বেথুন কলেজ। রথকার্ট ল্যাণ্ড, ডভটন কলেজ ৩য় বিভাগ—কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য, বেথুন কলেজ।

এণ্ট্রেন্স ১ম বিভাগ—এডামশ গ্রেশ রেঙ্গুন কনভেণ্ট স্কুল। ডোরাণ মেরি, গ্রিমিংম্যাবেল, লোরেটো হাউস। কারোলাইন জি মার্টিণ্ডেল, ডভটন কলেজ। স্কেমিডট অলগা, লোরেটো প্রাইমারি হাজারিবাগ। গডক্রিইভা, প্রাইভেট ছাত্রী। ইয়ংমার্গারেট এমি, প্রাইভেট ছাত্রী।

২য় বিভাগ,—কুমারী সরলাবালা রক্ষিত, চারুপ্রভা বসু, সুরবালা ঘোষ, শশীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেথুন কলেজ। রংমেবেল, লোরেটো হাউস। গ্রেশ এল বেনার্জি, ডভটন কলেজ। জোসেফিন ব্রাউন, রেঙ্গুন কনভেণ্ট স্কুল। জেন ডি ক্রুশ, জেনানা মিশন স্কুল। ফিঙ্ক আইডা গার্টরুড, ষ্টিভেন্ এমেলিন মণ্ড, লামার্টিনিয়ার। লুইশা টিয়ার্শ, ডায়োশিসন স্কুল নৈনিতাল। এলেন চন্দ্রা ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল।

৩ বিভাগ—এনিবেল থেয়ার, লোরেটো হাউস। কাউন্সেল লিলিয়ান, আইডা টুইডেল, ডভটন কলেজ।

মেটিলডা রাম্সবটম, কলিকাতা গার্লস স্কুল।

৬। গত ১৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের মাধ্য নগর ষ্টেসন হইতে ১॥ মাইল উত্তরে এক রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, ৩০ খানা মাল ও যাত্রী গাড়ী ২০ ফিট উচ্চ পোল হইতে নীচে পড়িয়া যায়। কয়েক খানা গাড়ী একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কয়েক খানা জলে কাদায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে ৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১০ জন সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে, আর ৬০জন আহত হইয়াছে এবং ঝটিকার প্রাবল্য হেতুই গাড়ি রেল হইতে বিচ্যুত হয়।

৭। ফরাসী দেশে লুই গুলন নামক একজন শ্রমজীবী বাস করে। ১২বৎসরের সময় তাহার দাড়ী গোঁপ উঠিতে থাকে। ১৪ বৎসরের সময় তাহা ১ ফুট লম্বা হয়। এখন তাহার ৬২ বৎসর বয়স হইয়াছে এবং দাড়ী ৬ হাত লম্বা হইয়াছে, এখনও তাহা বাড়িতেছে।

৮। মিসরের কোন ধর্ম্মমন্দিরে ১ কড়িকাঠ পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার অপেক্ষা পুরাতন কাঠ আর দেখা যায় না।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। গোতত্ত্ব ১ম ভাগ গোচিকিৎসা—ইহা হালেন সাহেবের ইংরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত তাহিরপুর কৃষি কার্য্যালয় হইতে বঙ্গীয় কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণার্থ প্রকাশিত। এ দেশের গোজাতির উন্নতি সাধন যেরূপ আবশ্যক হইয়াছে, এইরূপ এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তাও সেইরূপ। এই পুস্তকের আরও ৩ খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। এই মহৎ কার্য্যের জন্য তাহিরপুরের দেশহিতৈষী সহৃদয় রাজা শশিশেখরেশ্বরকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি।

২। ধর্ম্মবন্ধু—গত বৈশাখ হইতে পুনঃ প্রচারিত হইতেছে, ইহার বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা। এ পত্রিকাখানিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব লিখিত হয়, তৎপাঠে ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে ইহা একবৎসরকাল বন্ধ ছিল। এক্ষণে ইহার যথোচিত সমাদর দেখিলে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইব।

৩। নারীতত্ত্ব—শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত—ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক প্রকৃতির

হিতকর অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে এবং লেখকের সহিত অনেক বিষয়ে আমাদিগের মতের ঐক্য আছে। তবে ইহা যখন সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ, ইহার ভাষা সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে অসতর্কতা লক্ষিত হয় তাহা সংশোধিত হওয়া উচিত। মোটের উপর এরূপ পুস্তক বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪। First English Book for Bengali boys & girls, অর্থাৎ বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ প্রথম ইংরাজী পুস্তক, বাবু অতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তফী প্রণীত, ১ম ভাগ মূল্য ∕১০ এবং ২য় ভাগ ৵০ আনা। সহজ প্রণালীতে ইংরাজী শিক্ষার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, গৃহশিক্ষার্থীরাও উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামা রচনা।

অনুরাগ।

যজ্ঞ উপলক্ষে দক্ষপুর আজ
হয়েছে উৎসবময়,
নানা স্থান হতে নিমন্ত্রিতগণ
সমাগত দক্ষালয়।
পুরবাসীগণ আনন্দ অন্তরে
বিহার করিছে সবে,
যেন এ আমোদ কল্প কল্পান্তর
সমভাবে সদা রবে।
প্রমোদ কুহক বিশ্বের নয়ন
ধূলায় ঢাকিয়া রাখে,
হায় কয়জন সে ধূলা ঠেলিয়া
অচির বিপদ দেখে?
এ আমোদ গর্ভে মহান বিপদ
নিহিত আছে কে জানে?
বাল, বৃদ্ধ, যুবা, তাই দক্ষপুরে
রত হর্ষ নাচ গানে।
অন্তঃপুর মাঝে দক্ষরাণী আজ
বেষ্টিতা কন্যার দলে,
কনিষ্ঠা তনয়া কমলনয়না
সতীকে লইয়া কোলে।
স্নেহাশ্রু মোচনে সতীর বসন
ভিজাইছে দক্ষরাণী,
বলিছে সতীরে! আজ কতকাল
শুনিনি মধুর বাণী।
নিষ্ঠুরা হইয়া কেন মা! আমাকে
ভুলিয়া ছিলিরে তথা,
উৎসঙ্গ উদ্যানে তুইরে আমার
স্নেহের কাঞ্চনলতা।
হায় সতি! নাকি সুকুমার দেহে
ভস্ম বিলেপন কর?
সুচামর কেশে বেণী তুচ্ছ করে
কেন জটাজূট ধর?
কোমল উরসে কঠিন রুদ্রাক্ষ,
শুনিয়া বিদরে মন,
নির্ম্মল গগণে তারাহীন শশী
হায় বিধি এ কেমন।

বল্ কোন দুঃখে　　উদাসীনী হলি
এহেন শিশু বয়সে,
কোন প্রিয় আশ　　বিনাশ হয়েছে
বিরাগ কোন হতাশে ? .
শুনিয়া সুন্দরী　　লাজে অধোমুখে
কহিলা মধুর স্বরে—
তৈলের অভাবে　　বিভূতি লেপন
তব সতী নাহি করে ।
রাজার নন্দিনী　　স্বর্ণ হার বিনা
রুদ্রাক্ষ কি প'রে থাকে ?
মনের বিরাগে　　তনয়া তোমার
শিরে জটা নাহি রাখে ।
তবে কেন মাতঃ !　　দুঃখিতহৃদয়া
হও তুমি নাহি জানি,
রতন মুকুট　　পরিহরি জটা
ধরেন পিণাক-পানি ।
সে জটার ছটা　　হেরিয়া নয়নে
মোহিত হয়েছে মন,
চাঁচর চিকুর　　ত্যজি জটে সাধ
কি জানি হয় কেমন !
অগুরু চন্দনে　　ঘৃণা মনে হয়
হেরি হর অঙ্গে ছাই,
বলি গো জননি　　মনের সুখেতে
বিভূতি মেখেছি তাই ।
নীল কণ্ঠে অক্ষ　　অপূর্ব্ব বিরাজে
স্বর্ণ কি তুলনা তার ?
তাই সমাদরে　　অক্ষ পরে থাকি
রত্নে সাধ নাহি আর ।
বিলাসি-বিলাসে　　অসারতা বুঝি
বিলাস ত্যজেছে হর,
অনন্ত প্রেমের　　প্রেমিক সেজন
মৃত্যুঞ্জয় সুধীবর ।
বিশ্বে দয়াময়　　বীরেতে বীরেন্দ্র
ত্রিলোকে যোগীশ যোগে,
বিরত সর্ব্বদা　　বাহ্যিক ভোগের
বৃথা সুখ উপভোগে ।
জটা অক্ষমালা　　ভস্ম বিলেপন
জননি ! নহে বিরাগে,
এ সকল মম　　প্রিয় আভরণ
সতীশের অনুরাগে ।

শ্রীকুমুদিনী রায় ।

শুক তারা ।

দাঁড়া ভাই শুক তারা !
দিব অশ্রু দুটো ধারা,
বলিব কয়টী কথা, তুমি কি তা বুঝিবে ?
কি দেখিছ চেয়ে চেয়ে
আমি তো পাগল মেয়ে !
শুনিয়া কাহিনী মম, হাসিবে না কাঁদিবে? ১
ভাই ভাই আগে কও
তুমি তো নিঠুর নও ?—
না না না তেমন কথা কভু মনে লয় না;
অমন মূরতি যার সে নিদয় হয় না । ২
তবে তো তোমারে ভাই
একটু সংশয় নাই,
মরম খুলিয়া আজি দুটো কথা কহিব,
রাখ যদি ও চরণে "কেনা" হয়ে রহিব । ৩
হেথা হতে দূরে—দূরে,
স্বরগে অমর পুরে

উপাস্য দেবতা মম কত দিন গিয়েছে—
না না না, যাননি তিনি তাঁরা ধরে
নিয়েছে। ৪

—সে সব মরমে রো'ক,
আমারি পরাণে সো'ক,
সে আগুণ এ হৃদয়ে জলিতেছে,জ্বলিবে,
কাল কি দেখায়ে পরে, তার বুকে
বাজিবে। ৫

—তুমি ভাই মাথা খাও
সে দেশে বারেক যাও—
আমার পূজিত দেব দরশনে চিনিবে ;
কত অভাগিনী আমি, দেখিলে তা
মানিবে। ৬

হেরি সে পবিত্র কান্তি,
তোমারো ঘটিবে ভ্রান্তি,
জীবন মরণ তুমি সব যাবে ভুলিয়া,
তোমারো হইবে সাধ "পায়ে থাকি
পড়িয়া"। ৭

তাঁর কাছে গুণধাম,
কহিও আমার নাম,
দেখিবে দেবতা তোমা কত ভাল বাসিবে—
ফুটে বলিওনা কিছু মনে মনে হাসিবে।৮

প্রণাম জানায়ে তাঁয়,
সুধিও "সে পড়া পা'য়,
তারে কাঁদাবার সাধ আজিও কি পোরেনা?
সাবাস্ অমর প্রাণ,নরে এত করে না।৯

বলিও "যে নর ধাম
অমর অমৃত নাম
যেখানে রয়েছে, তারে দেখিবে কি সদরে?
কত আর সবে তার ছোট খাট হৃদয়ে?"১০

বলিও "লাজের কথা—
যেই চির পদানতা,
তারে কি পোড়া'তে হয় মরমের আগুণে?
জলধি শুকায় হায় কপালের বিগুণে!"১১

বলিও "ছাড়িয়া তোমা
জন্মিছে যাহার প্রেম,
আবার তেমনি করে ক্ষমা সেই মাগিছে,
অনন্ত পিপাসা তার প্রাণে প্রাণে
জাগিছে!" ১২

বলিও "পাতিয়া কর
শূন্যে শূন্যে মেগে বর
বুক ভরা তৃষা তার নিবারিত হয় না"
দারুণ আগুণ জলে,চাপা কভু রয় না।১৩

বলিও "সে স্তব্ধ প্রাণে
চেয়ে আছে শূন্য পানে,
করুণ নয়নে তারে কত দিনে হেরিবে,
কবে তার'নন্দাব্রত'সমাপন করিবে?"১৪

বলিও "তোমার কাছে
কি তার লুকানো আছে?
হৃদয় খুলিয়া দেছে, দেখেছতো সকলি—
বাকি আছে ক'টা কথা কহিবারে
কেবলি," ১৫

বলিও বলিও পাছে—
তাঁর কি তা মনে আছে,
"দুজনে একাত্মা হয়ে দেব-পুরে মিলিব"
সুধিও সে দিন আমি কত দিনে পাইব?১৬

দূর হোক্ ছাই—ছাই!
আর কয়ে কাজ নাই
নয়নে উথলে সিন্ধু নিবারিতে পারিনে,
কত কি আসিছে মনে ভাষা তার
জানিনে। ১৭

ও গীত তুলিলে তারা,
হয়ে যাই আত্মহারা!
দোষ না লইয়া তুমি আশীর্ব্বাদ করিও ;
যা বলে দেবতা,মোরে ত্বরা এসে বলিও।১৮

প্রিয়-প্রসন্ন ব্রহ্মচারিণী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৪ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯৬—জুলাই ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দলীপের বিবাহ—অল্পদিন হইল মহারাজ দলীপ সিং পারিস নগরে কুমারী আডা ডগলাস উইদারিল নাম্নী এক সুন্দরী ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর নাম বাম্বা মুলার ছিল, তাহার গর্ভজাত সন্তানেরা লণ্ডন নগরে আছেন। দলীপ আপনাকে শিখ জাতির অধিপতি বলিয়া নাম রেজিষ্টারী করিয়াছেন এবং খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই বলিয়া মেয়রের (নগরাধ্যক্ষের) আফিসে সিবিল বিবাহের নিয়মানুসারে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে সস্ত্রীক রুসিয়াতে গিয়া বাস করিবেন। দলীপের অবস্থা দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়?

ছাত্রীবৃত্তি—বেথুন কলেজের এফ, এ পরীক্ষোত্তীর্ণা কুমারী জীবনবালা ঘোষ ও হেমলতা ভট্টাচার্য্য ১ম ও ২য় শ্রেণীর এক একটী সিনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন। তাঁহারা বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

জমীদারী পঞ্চায়েৎ—এদেশে জমীদারে জমীদারে বিবাদ ও মোকদ্দমা হইয়া অনেক বড় ঘর মজিয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া এক এক বংশে জমীদারী রহিয়াছে, কিন্তু এদেশে ৩। ৪ পুরুষে তাহা শেষ হয়। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রাজসাহীর কতকগুলি সহৃদয় জমীদারের উৎসাহে এই পঞ্চায়েৎ সভা হইয়াছে,

ইহা দ্বারা জমীদারদের বিবাদ ভঞ্জন ও বিবিধ কল্যাণ সাধন করা হইবে। আমরা ইহার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করি।

গর্জ্জন তৈলের গুণ—বোম্বাই গেজেট লিখিয়াছেন ইহা কুষ্ঠ রোগের অব্যর্থ ঔষধ। আণ্ডামান দ্বীপস্থ দায়মালদিগের মধ্যে অনেক কুষ্ঠ রোগী ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করিয়া সমস্ত শরীরে ইহা মালিস করিতে হয় এবং দুইবার একটু একটু তৈল খাইতে হয়।

দান—(১) বাবু শ্যামাচরণ লাহা চক্ষু রোগের হাঁসপাতাল জন্ত ৬০ হাজার টাকা দিয়াছেন, কলিকাতার ফিবার হাঁসপাতালের পার্শ্বে ইহা নির্ম্মিত হইবে। (২) কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলের দ্বিতীয় তল নির্ম্মাণার্থ মহিষাদলের রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন। (৩) হোলকারের মহারাজা গাঞ্জাম দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ—ডায়মণ্ডহারবর, উড়িষ্যা ও বেহারে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। মান্দ্রাজের গাঞ্জামে শুনা যায় মানুষে মানুষের মাংস খাইতেছে এবং শতাধিক লোক অনাহারে মরিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও দেশহিতৈষী লোক এখনও চুপ করিয়া থাকিবেন?

রাজসংবাদ—ইংলণ্ডের যুবরাজ সস্ত্রীক পারিস প্রদর্শনী দর্শনে গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাবী যুবরাজ বা আমাদের ভাবী সম্রাট শীঘ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসিবেন। রাজকুমার কনটের ডিউক ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইবেন।

স্ত্রীলোকের বক্তৃতা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি,এ উপাধিধারিণী ও গুজরাট আর্টস কলেজের সাহিত্য অধ্যাপিকা কুমারী কর্ণিলিয়া সরাবজী গত ৬ই জুন পুনানগরে "গ্রীকজাতি" সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মাদিগের সম্মাননা—গত ১লা জুন হেয়ার সাহেবের মৃত্যুদিনে পটলডাঙ্গা গোলদীঘিস্থ তাঁহার সমাধিস্থলে এবং ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-মন্দিরে বহুলোক সমবেত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। মহাত্মা বেথুনের সমাধি বহুদিন বিস্মৃতিগর্ভে নিমগ্ন ছিল, আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আগামী জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যুদিনে সেখানেও উৎসব হইবে।

স্ত্রীলোকের নাসিকাচ্ছেদ—কয়েক দিবসের মধ্যে পঞ্জাবে নিষ্ঠুর স্বামীরা ৫।৬টী স্ত্রীর নাসিকাচ্ছেদ করিয়াছেন। অবলাদের উপর অত্যাচারের কি শাসনকর্ত্তা কেহ নাই?

মহারাণীর সমবেদনা—ভারতেশ্বরী মান্দ্রাজের গবর্ণর কনিমারাকে

লিখিয়াছেন "আপনি যে গাঞ্জামবাসীদের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি আশা করি লোকের কষ্ট নিবারণে যত্নের ত্রুটি হইবে না।' আমি আমার প্রজাদের কষ্টে বেদনা অনুভব করিতেছি।"

মদ ত্যাগ করাইবার সহজ উপায়—মদের সহিত কয়েক ফোঁটা ষ্ট্রীকনিয়া দিলে তাহা খাইতে ঘোর মাতালেরও বিতৃষ্ণা হইবে। বিলাতের এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার ১ গ্রেণ ষ্ট্রীকনিয়া ২০০ ফোঁটা জলে গুলিয়া শরীরে ছিদ্র করিয়া পিচাকরী দিয়া অনেক মাতালকে মদ ছাড়াইয়াছেন।

স্ত্রীলোকের জন্য নূতন পত্রিকা—লাহোর নগরে হরদেবী "ভারত ভগিনী" নামে এক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন। আমরা ইহার উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

মহৎ লোকের মৃত্যু—বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্রলাল দত্ত এদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্ত্তক এবং বিদ্যোৎসাহিতা ও হিতৈষিতার জন্য বিখ্যাত। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে বিশেষ শোকগ্রস্ত হইয়াছেন।

নারী-চরিত।

হারিয়েট বিচার ষ্টো।

সুপ্রসিদ্ধ "Uncle Tom's Cabin" অর্থাৎ টম খুড়োর কুটির নামক ইংরেজী পুস্তক লক্ষ লক্ষ বিক্রীত হইয়াছে এবং ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রণেত্রী হারিয়েট বিচার ষ্টো। ১৮৫২ সালে পুস্তকখানি প্রথম প্রচারিত হয়। তৎপূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম ইংলণ্ডে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। তিনি মার্কিন দেশীয়া রমণী এবং আমেরিকায় বহু দিন পূর্ব্বে উপন্যাস গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকসমাজে কিছু কিছু পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বর্ত্তমান সময়ের উপন্যাস-লেখকদিগের প্রথম শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দাস ব্যবসায়ের প্রতিকূল পক্ষে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি একখানি গ্রন্থ লিখিয়া কোথায়ও এরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নিগ্রো জাতির অপরাপর বন্ধুগণ বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া ধীর ভাবে চেষ্টা করিয়া এবং উদ্দেশ্য ব্রতে কায়মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, এই ভাগ্যবতী রমণী একবার লেখনী ধরিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থের নাম প্রথম "Life Among the Lowly" অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর জীবন নামে আখ্যাত হয়। এই গ্রন্থের প্রচার হেতু পুরাতন ও নূতন উভয় মহাদেশেই ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং দাসত্ব প্রথার অন্যায় অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারের প্রতি ভয়ঙ্কর ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার পুস্তকে অশেষ গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠ করিতে করিতে তাঁহার কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তিনি অন্যায় কার্য্যের যেমন তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ধৈর্য্য, প্রেম ও আততায়ী অপকারীর প্রতি ক্ষমা ও উদারতার সেইরূপ উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন; তাঁহার গ্রন্থের হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা, চিত্ত দ্রবকারী করুণ রস, যথার্থ রসিকতা, মানব চরিত্র বিশেষতঃ নিগ্রো চরিত্রের অতুলন চিত্রাঙ্কণ সকলই যারপর নাই প্রশংসনীয়। এই সকল কারণে তাঁহার নাম ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে ঘরে ঘরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জপমালা হইয়াছে।

এই গুণবতী রমণীর পিতার নাম লিমান বিচার। তিনি প্রথমে তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায় কর্ম্মকারের কার্য্য করিতেন, পরে ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া ডাক্তার বিচার নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার বাগ্মিতার জন্য তিনি প্রথম শ্রেণীর উপদেষ্টাদিগের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। হারিয়েট তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা, ১৮১২ সালে কনেকটিকেট প্রদেশের লিচফিল্ড নগরে তাঁহার জন্ম হয়। আমেরিকার বোষ্টন নগর বিদ্যার প্রধান স্থান, সেখানে তিনি সুশিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চরিত্র-বল বিলক্ষণ দৃষ্ট হইত। অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য অবলম্বন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাথারিণ অতি উচ্চ প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি প্রথমে লিচফিল্ডে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তাঁহাদের পরিবার সিনসিনেটাই নগরে স্থানান্তরিত হইলে সেখানেও আর এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দুই ভগিনীতে মিলিত হইয়া এই দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

হারিয়েটের বয়স যখন ২১ বৎসর, তখন কালবিন ষ্টো নামক বাইবেল বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহার পিতা এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার পর ১৭ বৎসর কাল হারিয়েটের জীবন শান্ত ভাবে গত হয়। তাঁহার অনেক গুলি সন্তান হয়, তন্মধ্যে ৫টী জীবিত আছেন। তিনি একজন আদর্শ মাতা, অতি যত্নে সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। গৃহকার্য্য ও সন্তান পালন করিয়াও তিনি সাহিত্যানুশীলনে অমনোযোগী ছিলেন না। যখনই সময় পাইতেন, প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার লিখিত

অনেকগুলি প্রবন্ধ ও উপন্যাস স্থানীয় সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার সকল লেখাই উচ্চ নৈতিক ভাবে পরিপূর্ণ।

হারিয়েট, তাঁহার পিতা ও স্বামী তিন জনে মিলিত হইয়া নিগ্রোদিগের উদ্ধারার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং ঐ হতভাগ্যদিগকে সুবিধা পাইলেই সাহায্য প্রদান ও শিক্ষা দান করিতে ত্রুটি করিতেন না। শ্বশুর ও জামাতা যে কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছিলেন, তথায় দাসত্ববিরোধী পুস্তক ও পত্রিকা আসিতে লাগিল এবং ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিল। ইহাতে দাসত্বপোষক কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইলেন এবং তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ছাত্রগণ তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ও তাঁহাদিগের মতের এরূপ অনুবর্ত্তী হইয়াছিল যে তাহারাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। ১৮৫০ সালে অধ্যাপক ষ্টো মাসাচুসেটস নগরের এক তত্ত্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই বৎসরেই তাঁহার পত্নী দাসত্ব প্রথা-ঘটিত দোষ সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান পূর্ব্বক "ওয়াসিংটন স্থাসন্যাল ইরা" নামক পত্রিকায় 'নিম্ন-শ্রেণীর জীবন' নাম দিয়া সংখ্যাক্রমে কতকগুলি প্রস্তাব প্রকটিত করিলেন, তাহাতে তাঁহার লেখার তেজস্বিতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য ও উচ্চ ধর্ম্মভাব জন্য তাঁহার খ্যাতি দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইল। এই পুস্তক মুদ্রিত হইলে আমেরিকায় অচির কাল মধ্যে তাহার নূতন নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে যে কিরূপ উৎসাহ ও মহোল্লাসের সহিত পঠিত হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। নিগ্রো জাতির অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন দোষে দূষিত বলিয়া কেহ কেহ সমালোচনা করাতে 'টম খুড়োর কুটিরের টীকা' নাম এক পুস্তক তিনি মুদ্রিত করেন, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে নিগ্রোদিগের প্রকৃত দুর্দ্দশা তাঁহার পুস্তকের বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ও হৃদয়-বিদারক। ইংলণ্ডীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে ১৮৫৩ সালে তিনি ইংলণ্ড পরিদর্শন করেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের নিকট পূজিত হন। তৎপরে ইউরোপের অন্যান্য দেশও ভ্রমণ করেন। ১৮৫৪ সালে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। ১৮৫৬ সালে "ড্রেড" নামক পুস্তক প্রচার করেন, ইহাতে ড্রেড নামা এক পলাতক নিগ্রোদাসের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহা "টমখুড়োর কুটিরের" সমতুল্য না হইলেও ইহাতে যে দৃশ্য বর্ণন ও চরিত্র অঙ্কন আছে, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

চীন জাতির বিবরণ।*

চীনেরা কোন্ জাতি-সম্ভূত, তাহারা আর্য্য, কি সেমেটিক, কি মঙ্গলীয়, তাহা একাল পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে উহারা মঙ্গলীয় বংশ-সম্ভূত, কিন্তু পুরাণে লিখিত আছে যে উহারা পতিত আর্য্য সন্তান। এখন পৃথিবীর অনেক জাতি আর্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে ভাল বাসে, তবে চীন কেন এরূপ লিখিত প্রমাণ সত্ত্বেও সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়?

চীনদিগের ভাষা ও সাহিত্য বড়ই আশ্চর্য্য,এরূপ আশ্চর্য্য যে তাহাদের ভাষায় ব্যাকরণ নাই ও তাহা বর্ণমালা-বর্জ্জিত। অন্যান্য ভাষায় পাঁচ ছয়টি অক্ষরে এক একটি শব্দ নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু চীনদিগের ভাষায় এক একটি অক্ষরে এক একটি শব্দ নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে তাহাদের ভাষায় শব্দ কত অক্ষর বর্ত্তমান তাহা ঠিক করা কঠিন।

চীনে শাক্য মুনির বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও প্রবলরূপে বিরাজমান, এখনও এই ধর্ম্ম চীনবাসীর অতি যত্নের সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। চীনের সাধারণ সকল লোকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কন্‌ফিউসস্ নামা অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির মতের উপর বড়ই ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কন্‌ফিউসসের মতে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা, ন্যায়াচরণ, পরোপকার ও অন্যান্য সৎকার্য্যই প্রধান ধর্ম্ম। এখনও চীনে প্রাচীনকালীন অনেক বৌদ্ধ মন্দির দৃষ্ট হয়, এই সকল মন্দিরে বুদ্ধদেবের অনেক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, চীনেরা সেই সকল প্রতিমূর্ত্তির নিকট ধূপ ধূনা প্রজ্বলিত করিয়া বুদ্ধদেবের উপাসনা করে ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থের শ্লোক পাঠ করিতে থাকে। সেই সকল শ্লোকের মধ্যে অধিকাংশ শ্লোক প্রাচীন সংস্কৃত অথবা পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। চীনের প্রাচীন মন্দির সকলে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই একটি সংস্কৃত গ্রন্থও কখন কখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের প্রাচীন ভ্রমণকারীগণ এই সকল গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যান। চীনেরা এই সকল গ্রন্থের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের যে সকল অলৌকিক কার্য্যকলাপ বর্ণিত আছে, তাহারা অতি শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল কাল্পনিক বিষয়ে বিশ্বাস করে। এই সকল মন্দিরে যে সকল পুরোহিত নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের চরিত্র অতি উন্নত। তাঁহারা যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়া সৎকার্য্যে ও বহু বিদ্যার আলোচনায় জীবন ক্ষেপণ করেন, কিন্তু চীনদিগের প্রধান গুরু প্রধান লামা তিব্বতে বাস

* কোন মহিলা প্রণীত।

করেন, চীনেরা তিব্বতের লামাকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

বহুকাল হইতে চীন জগতের নিকট সভ্য বলিয়া পরিচিত। খৃষ্টীয় মিসনরিরা চীন দেশের প্রাচীন গ্রন্থ সকল ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতায় চীনেরা অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতি হইতে কোনক্রমে ন্যূন নহে। প্রবাদ আছে যে চীনেরাই মুদ্রা যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা ও দিগ্‌ নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার প্রথমে চীনদেশে হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে চীনেরা প্রাচীন কাল হইতে চুম্বক লৌহের গুণ পরিজ্ঞাত আছে। ভারতবর্ষের নিকট চীনেরা বহুকাল হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পী বলিয়া পরিচিত। মহাভারতে চীন জাতি ও চীন দেশের কৌষেয় বস্ত্রের উল্লেখ আছে। আসিয়ার জাতিদিগের মধ্যে কি স্থাপত্যবিদ্যায়, কি রসায়ন বিদ্যায়, কি শিল্পবিদ্যায় চীনেরাই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন মিসরিরেরা রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিল। ঐ বিদ্যার সাহায্যে তাহারা মৃত মনুষ্যদেহ বহুকাল অবিকৃত রাখিতে সমর্থ হইত। চীনেরা প্রাচীন মিসরিয়দিগের ন্যায় রসায়ন শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। কিছুকাল হইল চীনের কতকগুলি প্রাচীন সমাধি-মন্দির হইতে, মিসরের ন্যায় সংরক্ষিত শব (মমি) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল মৃত দেহ বহুদিন পূর্ব্বে সমাধিস্থ হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের অবস্থা অবিকল জীবন্ত শরীরের ন্যায় ছিল। এক্ষণেও অনেক চীন তাহাদের পিতৃপুরুষের মৃত দেহ মমি করিয়া থাকে। স্থাপত্য বিদ্যায় তাহারা যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহাদের নির্ম্মিত অদ্ভুত প্রাচীর ও কৃত্রিম সরিৎ তাহার সাক্ষী। প্রাচীনকালে দুর্দ্দান্ত তাতার জাতি চীন সাম্রাজ্যের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত। তাতারীয়দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য এই প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। এই প্রাচীর প্রায় ১৫০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং অনেক নদী ও পর্ব্বতের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। উপরিলিখিত কৃত্রিম সরিৎ অথবা খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০ ক্রোশ। ইহা ছাড়া বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের সংখ্যাও বহুল। আমাদের দেশের প্রবাদ বাক্য চীন জাতিকে "হনুরে" বলিয়া বর্ণনা করে। "হনুরে চীন, হজুগে বাঙ্গালী।" হনুরে শব্দ চীনজাতির প্রতি যেরূপ প্রয়োজিত হইতে পারে, এরূপ আর কোন জাতির প্রতি হইতে পারে না। সত্য সত্যই চীনেরা সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করে যে, অন্যান্য সভ্য জাতির তাহা অনুকরণীয়। চীনদিগের এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, তাহারা একটি প্রাচীন সুসভ্য জাতি, কিন্তু চীনেরা রক্ষণশীল-প্রকৃতি। তাহা-

দের প্রকৃতি এরূপ রক্ষণশীল, যে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের সভ্যতার অবস্থা যেরূপ ছিল, অদ্যাপিও অবিকল সেইরূপ আছে। তাহারা বলে চিরকাল যাহা আছে তাহাই ভাল, তা ছাড়া আর কিছুকে তাহারা ভাল বলে না,ভাল গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় না, এক্কারণ এক্কাল পর্য্যন্ত তাহাদের সভ্যতার আর কোন উন্নতি হয় নাই ; নতুবা যে চীন বহুকাল পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র কম্পাস যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই চীন যদি রক্ষণশীল মত ত্যাগ করিত, তাহা হইলে তাহাদের সভ্যতার নিকট, আজ কালকার এই উজ্জ্বল ইয়োরোপীয় সভ্যতা পরাভূত হইত।

চীনদিগের পরিচ্ছদ অনেকটা তাতারদিগের ন্যায়, তাহাদের পরিচ্ছদের অনেকটা পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে একটা দীর্ঘ বেণী রাখিয়া তাহারা পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে। চীনেরা পীত বর্ণের বড়ই অনুরাগী। সম্রাট হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই পীত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করে।

চীনদিগের আহার করিবার নিয়ম বড় কৌতুকাবহ। একটা লম্বা হাঁড়িতে আহারীয় দ্রব্য রক্ষা করিয়া, দুইটা কাটির সাহায্যে এরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে আহার কার্য্য সমাধা করে, যে দেখিলে বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইতে হয়। "মনুষ্য সর্ব্বভুক" এই বাক্য চীনদিগের প্রতি অত্যন্ত খাটে। এমন দ্রব্য নাই যাহা তাহারা আহার করে না। অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর জন্তু সকল উপাদেয় খাদ্য জ্ঞানে বাজারে বিক্রীত হয়। কুকুর ও ভেকের মাংস রৌদ্রেতে শুষ্ক করিয়া তাহা সুস্বাদু খাদ্য জ্ঞানে চীনেরা অতি আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে।

চীনে জুয়া খেলা ও ঘুড়ি উড়ানই প্রধান আমোদ। অতি বৃদ্ধ লোকেও ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদে মত্ত হয়। চীনেরা এরূপ ভয়ানক জুয়ারি যে ঘর বাড়ী ও নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়। পণ রাখিয়া হস্তের অঙ্গুলি কাটিয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। মুরগী ফড়িং ইহাদের লড়াই লইয়াও জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়। পরস্পর দুই ব্যক্তি পণ রাখিয়া দুইটা মুরগী কিম্বা দুইটা ফড়িঙ্গের লড়াই বাধাইয়া দেয়, যাহার পক্ষীয় জন্তুটা হারিয়া যায়, সেই ব্যক্তি পণের টাকা দিতে বাধ্য। ছোট বালকেরাও এরূপ খেলায় প্রবৃত্ত হয়।

চীনেরা স্বভাবতঃ নম্র ও বিনয়ী। বৃদ্ধের প্রতি সম্মান উহাদের একটা জাতীয় গুণ। উহাদের মধ্যে বিদ্যার অত্যন্ত সমাদর। উহাদের মধ্যে যিনি বিদ্বান, উহারা তাঁহার অত্যন্ত সম্মান করে। চীনেরা অতিথিপ্রিয়, কিন্তু বিদেশী লোককে অত্যন্ত ঘৃণা করে। বিদেশী লোকে যদি উহাদের সম্মুখে অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়,

তথাপি উহারা তাহার প্রতি দয়া করে না ও তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। চীনেরা পিতা মাতার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিশীল। তাহাদের পিতা মাতার প্রতি ভক্তি এতদূর প্রবল যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গল্প আছে যে একজন চল্লিশ বৎসর বয়স্ক চীন্ তাহার বৃদ্ধ মাতার নিকট প্রতিদিন প্রহারিত হইত,প্রহারিত হইয়া সে কিছু-মাত্র দ্বিরুক্তি করিত না। একদিন দেখা গেল যে সে অত্যন্ত কাতর ভাবে রোদন করিতেছে। তাহার বন্ধু রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে "আমার বৃদ্ধ মাতা বোধ হয় আর অধিক দিন বাঁচিবেন না, তিনি আমাকে পূর্ব্বে যেরূপ জোরের সহিত প্রহার করিতেন, এক্ষণে তিনি আমাকে সেরূপ জোরের সহিত প্রহার করিতে পারেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বল অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, এহেতু আমি তাঁহার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতেছি।" কিছুদিন হইল একটি চীন বালিকার অদ্ভুত পিতৃ ভক্তির বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল। চীনদিগের রাজভক্তিও অত্যন্ত প্রবল। চীন সাম্রাজ্যের রাজত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে, তাহাতে দেখা যায় চীন দেশে কখনও প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হয় নাই। উহারা প্রজাতন্ত্র শাসন অত্যন্ত ঘৃণা করে, রাজতন্ত্র শাসনই উহাদের অত্যন্ত মনোনীত। রাজাকে উহারা অত্যন্ত ভক্তি করে। রাজা একজন দেবতা, এই বিশ্বাস সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল। রাজা দেবতা, তিনি সর্ব্ব ক্ষমতার ক্ষমতাশালী, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহা পাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই বিশ্বাসই চীনদিগকে দুই এক সময় ব্যতীত কখনও রাজবিদ্রোহী হইতে দেয় নাই, সুতরাং চীনের কোন সম্রাটকে কখনও জল্লাদের হস্তে মাথা দিতে হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

কেন ফুরাইয়া যায়?

(১)

থাকে না থাকে না কেন,
জগতের শোভা কেন,
দেখিতে দেখিতে হায় ফুরাইয়া যায়;
কালের কুটিল গতি,
অদ্ভুত বিচিত্র অতি,
নানা রঙ্গে জীবগণে হাসায় কাঁদায়।

(২)

এই দেখিলাম প্রাতে,
সুগন্ধ মলয় বাতে,
হেলিয়া দুলিয়া নাচে গোলাপ সুন্দরী;
নবীন যৌবন ভরে,
সুধা বিতরণ করে,
রঞ্জিত লোহিত রাগে লাবণ্য লহরী।

(৩)

সন্ধ্যাকালে দেখি তার,
নাহি সে সৌন্দর্য্য আর,
কালের আঘাতে মুখ বিষণ্ণ মলিন;
শুকায়েছে পরিমল,
ঝরিয়া পড়েছে দল,
মাটীর সহিত যেন হতেছে বিলীন।

(৪)

সে দিন দেখিনু যায়,
ননীর পুঁতুল প্রায়,
জননীর কোলে বসি করে স্তন পান;
বিমল কমল মুখে,
হাসিছে পরম সুখে,
হাতে তালি দিয়া নাচে গায় কত গান।

(৫)

মধুর অধরে স্বরে,
মৃদু মধু আধ স্বরে,
সুধামাখা বাণী, শুনি জুড়ায় শ্রবণ;
সরল স্বভাব অতি,
নির্দ্দোষ নির্ম্মল মতি,
মোহন মূরতি খানি নয়ন-রঞ্জন।

(৬)

এবে হেরি রূপ তার,
চিনিতে না পারি আর,
নাহি সে লাবণ্য নাই মধুর স্বভাব;
কাল স্রোতে নিরন্তর,
হইতেছে রূপান্তর,
শৈশবের মনোহর অপরূপ ভাব।

(৭)

কুটিল কটাক্ষে চায়,
ধরা ছোঁয়া নাহি যায়,
গুণে গুণে কথা কয় চাপিয়া চাপিয়া;
তফাতে তফাতে থাকে,
ফিরে যেন পাকে পাকে,
শত আবরণে রাখে হৃদয় ঢাকিয়া।

(৮)

এই ভাবে প্রতিক্ষণে,
কালের পরিবর্ত্তনে,
মরে লোক তবু হায় মোহে অচেতন;
"আমি ধনী আমি জ্ঞানী,
আমি কর্ত্তা আমি মানী,
আমি আমি আমি ভিন্ন না কহে বচন।"

(৯)

কিছুই রবে না ভবে,
একে একে ধ্বংস হবে,
থাকিবে যা ছিল আগে অনন্ত অম্বর;
যাহাতে উৎপত্তি হয়,
তাহাতেই হবে লয়,
এই বিশ্ব সমুদয় প্রপঞ্চ নশ্বর।

(১০)

থাকিবে কেবল আর,
অমরাত্মা নির্ব্বিকার,
বিশ্বাসে জীবিত হয়ে অনন্ত জীবনে;
ন্যায় সত্য প্রেম পুণ্যে,
দয়া ধর্ম্ম সাধু গুণে,—
ভূষিত যে জন তার কি ভয় মরণে।